[illegible] উপন্যাস।

ঐতিহাসিক অদ্ভুত কাহিনী।

শ্রী [illegible] গোস্বামী প্রণীত।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
[illegible] লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

OUT OF PRINT

কলিকাতা, ৩৭নং হ্যারিসন রোড
কুইন প্রেসে শ্রীভুপতি চরণ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রীতি উপহার

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ গুণ-রত্ন-মণ্ডিত

শ্রীযুক্তেশ্বর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল

সর্ব্বাধিনায়ক, [illegible]

ভাই,

সকলেই বলে তোমায় আমায় একপ্রাণ, একআ[illegible] আমাদেরও বিশ্বাস, এবং আমাদের উভয়ের ইচ্ছাও [illegible] আমরা সর্ব্বদা একত্রে থাকি ; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সে আশা ফলবতী হইবার উপায় নাই। তজ্জন্য ভাই, আমার এই আমাদের ধন "চিত্ত-রঞ্জন" খানি তোমার পবিত্র কর[illegible] অর্পণ করিলাম। এখানি নিকটে থাকিলেও তোমার [illegible] চিত্ত রঞ্জন করিবে এই বিশ্বাসে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

আত্ম-কথা।

সে আজ অনেকদিনের কথা, যখন সংসারক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট হই, সেই সময়ে একদিন অপরাহ্ণে নিদাঘের গাম্ভীর্য্যজড়িত নিস্তব্ধ নির্বাত প্রকৃতির নীলাকাশতলে বসিয়া আমরা কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া গল্পগুজব করিতেছিলাম ; এমন সময় একজন একটী গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্প শুনিতে শুনিতে সকলেই আত্ম-হারা হইলাম। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, কেহই আর গল্প ছাড়িয়া উঠিতে পারি না। ঘটনা-বৈচিত্র্যময়ী সেই কাহিনীর এরূপ মোহিনী শক্তি, যে তাহা শ্রবণ করিলে মহাশোকভারাক্রান্ত হৃদয়ও মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। নায়ক নায়িকার অদৃষ্টে কি হইল, কি হইল, জানিবার জন্য ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। তবু গল্পের বিরাম নাই, স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় একটানে চলিয়াছে। রাত্রি ১টার সময় গল্প শেষ হইল, সকলের প্রাণ যেন কি এক অদ্ভুত আনন্দরসে আপ্লুত হইল।

সেই গল্প শুনিয়া অবধি ভাবিতে লাগিলাম, এ কিসের গল্প? আহা কি মধুর কাহিনী, আরব্য উপন্যাসের মোহিনী শক্তিকেও পরাস্ত করিয়াছে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিসের গল্প, তিনি বলিতে পারিলেন না। অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ইহা বিখ্যাত উর্দ্দু গ্রন্থ "ফাসেনা আজায়েব।"

এই গল্প বহুকাল পূর্ব্বে তেলিনীপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সাহায্যে ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষায় একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে বটতলায়ও সকল বাহির হইয়াছিল। শেষে যখন আমি আরা সহরে অবস্থিতি করি, তখন মূল গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। সেই গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে মুসলমানি নাম ধাম পরিবর্ত্তন করিয়া কাদম্বরীর ছাঁদে আর্য্যভাবে পবিত্র নাম ধামে বঙ্গভাষায় রচিত হইল।

নানাবিধ মিষ্ট রস ও উপাদেয় আহার্য্যে উদর পূর্ত্তি হইলেও রসনা যেরূপ কিঞ্চিৎ অম্লরসের জন্য লালায়িত হয়, তদ্রূপ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে উপন্যাসের অভাব না থাকিলেও ইন্দ্রজাল-পূর্ণ এই অপূর্ব্ব উপন্যাসটী যে বঙ্গীয় উপন্যাস পাঠকের জিহ্বার জড়তা নষ্ট করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আমার সহাধ্যায়ী ও অকৃত্রিম সুহৃদ রিপণ-কলেজের সুবিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাল, বি, এ, মহাশয় এই পুস্তক খানির প্রণয়নকল্পে প্রায় সমস্ত গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাকে আজীবন চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ ও উৎসাহ বিনা এ গ্রন্থ তিমিরেই নিহিত থাকিত।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩১৩

গ্রন্থকার।

আমরা বয়সের সঙ্গে ক
অদ্যাবধি পুত্রমুখ-স
যদি একটী পুত্র
আনন্দ ! অ

চত্তরঞ্জন

উপন্যাস।

প্রথম উল্লাস।

চন্দ্রকেতুর জন্ম, বিবাহ ও অভিষেক।

ভারতের উত্তর সীমায় জয়ন্তী নগরী অবস্থিত। যাহার পার্শ্বদিয়া স্রোতস্বতী ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী হইয়া উত্তাল তরঙ্গে কলকল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতেছেন, যাহার অনতি দূরেই হিমগিরি উত্তুঙ্গ শিখরে অভ্রভেদ করিয়া গগণস্পর্শলালসায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তথায় বীরকেতু নামে প্রবল-পরাক্রান্ত অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন বদান্যবর এক নরপতি ছিলেন। তিনি নিজবাহুবলে আপন আধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে ইন্দ্রতুল্য সুখভোগ করিতেন। নৃপতির জয়াবতী নাম্নী এক পরমরূপবতী পত্নী ছিলেন। তিনি যেরূপ অলৌকিকরূপবতী তদনুরূপ অসামান্যগুণবতী ও সৎস্বভাবা। ইন্দ্রের শচী ও কন্দর্পের রতি যেরূপ পরম প্রণয়িনী, জয়াবতীও তদ্রূপ রাজার অঙ্কলক্ষ্মী ছিলেন। তিনি

সাবিত্রী-তুল্য সতী ও ছায়া-তুল্য পতির অনুগামিনী হইয়া সর্ব্বদা নৃপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। সত্রাজিৎ নামে নৃপতির এক অমাত্য ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সত্য-বাদী, ধীর-প্রকৃতি ও জিতেন্দ্রিয়। 'ইন্দ্রের বৃহস্পতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন,' সত্রাজিৎও তদ্রূপ রাজার সুমন্ত্রী ছিলেন। সুধন্যা নাম্নী রূপ-লাবণ্যবতী রমণী সত্রাজিতের পত্নী ছিলেন।

বীরকেতু এইরূপে সর্ব্বসুখে সুখী হইয়াও স্বীয় জীবনতরুর ফলস্বরূপ পুত্রমুখ-সন্দর্শনে বঞ্চিত থাকায়, রাজ্যাদি সর্ব্বসম্পদই তাঁহার পক্ষে আপদ-স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। সর্ব্বদাই নিরুৎসাহ-ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা নৃপতি মহিষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! সুখ-লালসায় কত নরশোণিতে ধরা প্লাবিত করিয়া নিজ অধিকার বিস্তার করিলাম, কিন্তু এক্ষণে এই সমৃদ্ধি কে উপভোগ করিবে? আমাদের দেহাবসানে এই বিশাল-সাম্রাজ্য বিপক্ষ হস্তে নীত হইয়া, হতশ্রী হইবে। হায়! কত পাপ করিয়াছিলাম তাই এরাজ্য পুত্র-হস্তে সমর্পন করিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকিলে অমূল্য পুত্ররত্ন লাভ হয় না। পুত্রের নবকুসুম-সদৃশ সুকোমল-মুখচ্ছবি সন্দর্শনে ও অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য শ্রবণে এবং নবনীতসম-কোমলাঙ্গ-স্পর্শ-সুখে হৃদয় উল্লাসিত করা আমাদের মত ভাগ্যহীনের অদৃষ্টে হয় না। অহো! পুত্রহীন-গৃহ অস্থি-কঙ্কাল-পূর্ণ বিকট শ্মশান; দীপহীন-আবাস এবং তারাহীন-চক্ষুঃ-স্বরূপ। ক্রমে ক্রমে

আমরা বয়সের সঙ্গে কালান্তিমুখে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু অদ্যাবধি পুত্রমুখ-সন্দর্শনে বঞ্চিত। আহা! সত্রাজিতেরও যদি একটী পুত্র থাকিত তাহা হইলেও আজ আমাদের কি আনন্দ! অন্ততঃ তাহার করে এই বিশাল রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সুখী হইতাম। কিন্তু অদৃষ্টদোষে মন্ত্রীও আমার মত হতভাগ্য।" রাজার এইরূপ বিলাপে রাণীও দুঃখ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন।

উভয়ে বসিয়া এইরূপ বিলাপ ও রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, রাজ্ঞি! আপনাদের কুল-গুরু মহর্ষি কপিঞ্জল আসিতেছেন। রাজা ও রাণী সসম্ভ্রমে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক মহর্ষিকে পাদ্যার্ঘদ্বারা পূজা করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে, রাজদম্পতি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, অনুমতিক্রমে তৎসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। শেষে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "রাজন্! দৈব অনুকূল না হইলে, কাহারও অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় নাই। পুত্রের নিমিত্ত কেবলমাত্র অবিরাম চিন্তা করিলে কি ফলোদয় হইবে? অবিচলিত চিত্তে অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। দৃঢ়ব্রত ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক দেবপূজা, গুরুজন-শুশ্রূষা ও মহর্ষিদিগের পরিচর্য্যা কর, সফল-মনোরথ হইবে"। মহর্ষি এইরূপ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গুরূপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জয়াবতী ও বীরকেতু তদবধি

ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈবানুকূল্যে রাণীর গর্ভসঞ্চার হইল। রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অনাবৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র বারি পতিত হইলে চাতকের যেরূপ আনন্দ হয়, রাজার হতাশ-প্রাণে তদ্রূপ আশার সঞ্চার হইল। ক্রমে শশিকলাসদৃশ রাজললনার মুখশ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্থির সরোবরে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে যেরূপ সুন্দর দেখায়, কুসুম কলাপ বিকশিত হইলে উদ্যান যেরূপ পরিশোভিত হয়, জয়াবতী গর্ভধারণ করিয়া, তদ্রূপ অপূর্ব্বশ্রী-ধারণ করিলেন। দিন দিন গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। গর্ভভারে রাণী সলিল-ভারাক্রান্ত জলদজালের ন্যায় মন্থরগতি হইলেন।

বিশ্বপতির নিয়ম সামান্য মানবের কল্পনাতীত। তামসময়ী রজনীর অপগমে তপনদেব যেমন জগৎকে প্রফুল্ল করে, তদ্রূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ সর্ব্বদাই মানবের অদৃষ্টে আবর্ত্তিত হইতেছে। এতদিন বীরকেতু ও সত্রাজিৎ উভয়েই অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু দুঃখাবসানে ঈশ্বরানুকম্পায় সত্রাজিৎ-পত্নী সুধন্বা দেবীও আজ রাজ্ঞীর মত গর্ভবতী। সন্তানের সুধাময় মুখচন্দ্র দর্শন করিব এই উল্লাসে বীরকেতু ও সত্রাজিৎ উভয়েই শুভদিন প্রতীক্ষায় রহিলেন। ক্রমে যথাসময়ে মহিষী ও সুধন্বা দেবী শুভলগ্নে দুইজনে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। নর-পতি ও সচিববরের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা নির্নিমেষ-লোচনে বারংবার সেই চন্দ্রাংশুযুগল অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নেত্রপিপাসা এত বলবতী হইতে লাগিল, যে যতবার দেখেন ততই তাঁহাদের অভিনব বোধ হইতে লাগিল।

সুকুমারদ্বয়ের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণে রাজার চিত্তকুমুদ উল্লাসিত হইয়া সত্রাজিৎকে আদেশ করিলেন, মন্ত্রিবর! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন। এতদিন যে রত্নের অভাবে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম, ভগবান্ অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই রত্ন প্রদান করিয়াছেন। ধনাগার মুক্ত কর, দীনজনকে অকাতরে ধনদান কর। তাহাদের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে আমাদের শিশুরা দীর্ঘজীবী হইবে। তখন সত্রাজিৎ রাজাজ্ঞায় দীনজনকে প্রসন্নচিত্তে ধনদান করিতে লাগিলেন, বন্দী সকলকে কারামুক্ত করিলেন। সমগ্র নগরবাসী রাজবাটীর অনুপম আনন্দে আপ্লুত হইয়া কুমারদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কলিঙ্গর কুমারদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে তথায় উপনীত হইলেন। কুমারযুগলের চন্দ্রের ন্যায় প্রভান্বিত সুকোমল বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, মহর্ষি রাজকুমারের নাম চন্দ্রকেতু এবং সত্রাজিৎ তনয়ের নাম সোমজিৎ রাখিলেন।

কুমারদ্বয় শশিকলাসদৃশ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি সময়োচিত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইল। পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে রাজা তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রাসাদের অনতিদূরেই এক বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। তথায় অশেষ বিদ্যাপারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করা হইল। নরপতি শুভদিনে চন্দ্রকেতু ও সোমজিৎকে শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সর্ব্বদা তাহাদের পাঠাভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। রাজকুমার পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া অনন্যমনা ও ক্রীড়াদিবিহীন হইয়া

অত্যল্পদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে রাজকুমার নিয়ম-মত ব্যায়ামাদি শিক্ষা করিয়া মহাবল-শালী হইয়া সুন্দররূপে রণকৌশল আয়ত্ব করিলেন। সোমজিৎও রাজকুমারের মত অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলেন। ক্রমে যখন তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে কৃতবিদ্য হইলেন তখন গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা ও মন্ত্রী স্ব স্ব তনয়কে নানাবিদ্যায় বিভূষিত দেখিয়া আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রগণের কপোলদেশ বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

কুসুমোদ্গমে কল্পপাদপের যেরূপ শ্রী হয়, বৃষ্টিপাতের পর গগনমার্গে ইন্দ্রধনুর যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ শৈশব কাল অতিক্রম করিয়া সোমজিৎ ও চন্দ্রকেতু উভয়ে যৌবন পথে পদার্পণ করায় অলৌকিক রমণীয়তা ধারণ করিলেন। শৈশবকালাবধি সোমজিৎ ও চন্দ্রকেতু উভয়ে একত্র বাস ও একত্র বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত থাকায় পরস্পরের মনোমন্দিরে একপ্রকার অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট মিত্রতা জন্মিল। সোমজিৎ ব্যতীত চন্দ্রকেতু এবং রাজকুমার ব্যতীত সোমজিৎ উভয়ে উভয়ের বিহনে ক্ষণকাল একাকী থাকিতে পারিতেন না। নয়নরঞ্জন কুমারযুগলের এতাদৃশ অকপট প্রণয় দর্শনে রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই পরম আনন্দিত হইলেন।

একদা মহারাজ সচিব-সুহৃৎ সত্রাজিৎ সমভিব্যাহারে উদ্যানপথে সায়ং সমীরণ সেবন করিতেছেন এমন সময়ে মন্ত্রী বলিলেন, রাজন্! চন্দ্রকেতু যেরূপ সর্ব্বগুণসমন্বিত ও

সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ হইয়াছেন এক্ষণে রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া পারত্রিক মঙ্গলচিন্তায় আপনার বার্দ্ধক্যকাল অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রাজা বীরকেতু বলিলেন, অমাত্য! উত্তম কল্পনা বটে। আমিও এইরূপ মনন করিয়াছি। চন্দ্রকেতু ও সোমজিৎ উভয়েই যৌবন পথে পদার্পণ করিয়াছে, এক্ষণে উভয়েরই শুভ পরিণয় প্রদানে এবং সোমজিৎকে মন্ত্রণা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যশ্রী চন্দ্রকেতু করে ন্যস্ত করতঃ আমাদের উভয়েরই যতিবৃত্তি অবলম্বন করাই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। নৃপতির এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে অমাত্যবর আনন্দিত-চিত্তে বলিলেন, রাজন্! এবিষয়ে আর দ্বিতীয় মত নিষ্প্রয়োজন। কুলগুরু কলিঞ্জরকে এবিষয় অবগত করাইয়া এবং মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া পাত্রী অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ঘটক নিযুক্ত করুন।

পরে নৃপতি রাজ্ঞীর নিকট, কুমারযুগলের বিবাহ বিষয় প্রস্তাব পূর্ব্বক, মহর্ষি কলিঞ্জরের সহিত পরামর্শ করিয়া, পাত্রী অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ঘটক নিযুক্ত করিলেন। নানা অনুসন্ধানের পর কমলাপুর নগরের প্রসিদ্ধ ভূপতি নরেন্দ্রকেশরি-তনয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না মদালিকা নাম্নী কন্যাকে উদ্বাহার্থে স্থিরীকৃত হইল। ক্রমে কুমারের বিবাহবার্ত্তা সমস্ত নগরে ঘোষিত হইল। নগরবাসীগণ মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া দিক সকল কোলাহলে পূর্ণ করিতে লাগিল। পুরবাসী মহিলা-বর্গ আনন্দে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহিষী

ও নৃপতির আনন্দের আর পরিসীমা নাই। পরে যথাদিনে শুভক্ষণে কুমার চন্দ্রকেতু মদলিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। সচিব-নন্দন সোমজিৎ মদলিকার অন্যতমা ভগিনী তরলিকাকে বিবাহ করিলেন। নৃপতি সত্রাজিৎকে বলিলেন, অমাত্য! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন। পুত্রকামনায় কতকষ্ট সহ্য করিয়া দেবোপম কমনীয়কান্তিবিশিষ্ট পুত্রদ্বয় লাভ করিয়া, অদ্য সরলতা-পূর্ণ বধূমাতাদ্বয়ের মুখারবিন্দ দর্শনে আমাদের জীবন চরিতার্থ হইল। সখা! কুমারদ্বয়ের জন্মদিবসে যেরূপ মুক্তহস্ত হইয়া দীনদুঃখীগণকে অকাতরে ধনরাশি বিতরণ করিয়াছিলে, অদ্যও সেইরূপ ধনাগার উন্মুক্ত কর। রাজাজ্ঞায় ধনাগার উন্মোচন করিয়া মন্ত্রী অকাতরে দরিদ্রগণকে ধন দান করিতে লাগিলেন। ধন প্রাপ্তে প্রার্থীগণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আনন্দ করিতে লাগিল। নৃপতি এইরূপে কুমার যুগলের সহিত বধূদ্বয়কে লইয়া সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবস অতীত হইলে রাজা বীরকেতু বিশ্রামাগারে উপবিষ্ট হইয়া জনৈক পরিচারককে আজ্ঞা করিলেন, চন্দ্রকেতুকে এইস্থানে আনয়ন কর। ভৃত্য রাজাজ্ঞায় চন্দ্রকেতুকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থানে উপনীত হইল। কুমার চন্দ্রকেতু পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া আদেশ শ্রবণার্থে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে স্বীয় আত্মজকে সম্মুখীন দেখিয়া উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কুমার উপবিষ্ট হইলে রাজা স্নেহময় বচনে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র, এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

কৃতবিদ্য ও রাজ্যভার বহনে সক্ষম হইয়াছ। সুতরাং আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ সাধন করা অতীব দুরূহ কার্য্য, সুতরাং তোমায় এতৎ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিব বলিয়া আহ্বান করিয়াছি, তুমি স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর।

সুন্দররূপে রাজ্য শাসন করিতে হইলে রাজাকে দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার হইতে হয়। অনলস, অপক্ষ-পাতী, জিতেন্দ্রিয় ও ধার্ম্মিক হইয়া সর্ব্বদা প্রজাপুঞ্জের তুষ্টিসাধনে নিযুক্ত থাকিতে হয়। তুমি এক্ষণে যৌবনপথে পদার্পন করিয়াছ, অতি সাবধানে এপথে বিচরণ না করিলে, অচিরে সৌভাগ্য লক্ষ্মী শত্রু হস্তে পতিত হইবে। অধিকাংশ যুবকই এই সময়ে অতি গর্হিত অসৎকর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। সুরা রাক্ষসী বহুস্থলেই ধন-যৌবনের অনুগামী। অহঙ্কার ইহাদের নিত্য সহচর। সুতরাং এই সময়ে অহঙ্কৃত যুবাগণ মনুষ্যকে পশুবৎ জ্ঞান করে। নিজেকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান, গুনবান্ ও প্রধান বলিয়া মনে করে। তুমি যদি যৌবন ও ধনমদে উন্মত্ত হও তাহা হইলে তোমার যশঃকীর্ত্তি ও বংশমর্য্যাদা, অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায়, ক্রমে নিস্তেজ হইয়া কলঙ্ক-তমসে বিলীন হইবে। প্রজাগণের অসন্তোষ-কর কোন কার্য্য কখনও করিবে না। যাহাতে তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, তাহা হইলে প্রাতঃ-রূদিত সৌরকরের ন্যায় তোমার যশঃ-সৌরভ ও সুখৈশ্বর্য্য পরি-

বৰ্দ্ধিত হইবে। প্রজারঞ্জন কার্য্যে, নিমেষ মাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, কদাচ সে রাজ্যের শ্রেয়ঃসম্ভাবনা নাই। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। চন্দ্রকেতু এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া মাতার নিকট গমন করিলেন।

জননী জয়াবতী প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে স্বীয় আত্মজকে সন্দর্শন করিয়া স্নেহময় বচনে বলিলেন, বৎস! মহারাজ তোমায় কি বলিলেন! চন্দ্রকেতু মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, পিতার অভিলাষ যথাযথ ব্যক্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু রাজা হইবেন শুনিয়া, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুত্রকে বারংবার চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, বৎস! এইবার আমি রাজমাতা হইব। এতদিনে আমার জন্ম সার্থক হইল। জগদীশ্বর করুন, তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুখে প্রজাপালন কর। চন্দ্রকেতু মাতৃ-চরণে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমা মদলিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। সুধাংশু-সন্দর্শনে চকোরীর চিত্ত যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ চন্দ্রকেতুর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া মদলিকা তদপেক্ষা অধিকতর পরিতৃপ্তা হইলেন। চন্দ্রকেতু পরিষ্কৃত কোমল-শয্যা-মণ্ডিত-পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া প্রিয়তমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া সুখে রজনী যাপন করিলেন।

পরদিবস রাজা বীরকেতু কুলগুরু কলিঞ্জরের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের অভিষেকার্থে শুভদিন স্থির করিলেন। অভিষেকের সামগ্রী-সম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত নানাস্থানে লোক সকল প্রেরিত হইল। চন্দ্রকেতু যুবরাজ হইবেন এই

ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজবাটী আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রজাপুঞ্জের আজ কি আনন্দ! আজ যুবক চন্দ্রকেতু সস্ত্রীক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই আনন্দে সমগ্র নগরবাসীর আর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রজাবৃন্দ নানাবিধ পুষ্পমাল্যে স্বকীয় বাসভবন সকল পরিশোভিত করিতে লাগিল। রাজবাটীতে নানাবর্ণের ধ্বজা পতাকা সকল উড্ডীন হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সিংহদ্বার ও তোরণ সকল কল্পবৃক্ষ শাখায় সুসজ্জিত হইয়া, তদুপরি নানাবিধ সুবাসিত কুসুম-দাম শোভা পাইতে লাগিল। প্রাঙ্গনে ও প্রাসাদের নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বাদিত্রবাদনে, সুগীতি-কীর্ত্তনে ও সুমধুর-বাক্য-কৌশলে সমস্ত দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইতে লাগিল।

যথা সময়ে কুমার চন্দ্রকেতু রূপবতী জায়াসহ সম্মিলিত হইয়া পুরবাসী গুরুজনদিগকে প্রণাম করতঃ পিতৃ-আজ্ঞায় মুক্ত-কলাপ-মণ্ডিত-চন্দ্রাতপ-তলে-অপূর্ব্ব মণিমাণিক্য-জড়িত, হীরক খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সাধু সজ্জনের মনোরঞ্জন এবং বিষয়-বিলাসীর চিত্তচকোর আকৃষ্ট করিলেন। মাতা জয়াবতী ও সচিব-পত্নী সুধমা-দেবী সস্ত্রীক চন্দ্রকেতুকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কুলগুরু মহর্ষি কলিঙ্গর নানাতীর্থ-তোয়-পূর্ণ স্বর্ণ-ঘট-হস্তে উপনীত হইয়া চন্দ্রকেতু-শিরে বারি সেচন করিলেন। নৃপতি বীরকেতু সত্যপ্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক স্বকীয় রাজ্য-ভার পুত্রকরে অর্পণ করিলেন। সোমজিৎ তাঁহার মন্ত্রণা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সত্রাজিৎ, কুমারযুগলকে আশীর্ব্বাদ

করিতে লাগিলেন। পুরমহিলামণ্ডলী আনন্দসূচক শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতে লাগিল। তাহারা পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় যুবরাজের মস্তকে মঙ্গল-লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিল। গভীর আনন্দে সনগরী-প্রাসাদপুরী আজ হাস্যময়ী ও হর্ষকোলাহলে পূর্ণ। অধীনস্থ নৃপতিবৃন্দ সমবেত হইয়া অভিনব যুবরাজকে কর দান করিতে লাগিলেন। কুমার চন্দ্রকেতু রাজমুকুট ও রাজদণ্ড ধারণ করিয়া নৃপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এইরূপে চন্দ্রকেতু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সোমজিৎ তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রদান করিয়া রাজ্যশ্রী-বর্দ্ধনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহার শাসনে ও সুবিচারে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বীরকেতু ও সত্রাজিৎ পুত্রগণের এবম্বিধ রাজ্যপরিচালন পর্য্যাবলোকন করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় উল্লাস

মদলিকার দর্পচূর্ণ ও চন্দ্রকেতুর চিত্রপুর-যাত্রা।

একদিবস যুবরাজ চন্দ্রকেতু স্বীয় রাজধানীতে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একস্থানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে ও তথা হইতে নানাপ্রকার প্রশংসাসূচক ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ইহার সবিশেষ তথ্য বিদিতার্থ রাজা সেইস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সপ্ততি বা অশীতি বর্ষ বয়স্ক ক্ষীণকলেবর এক বৃদ্ধ পিঞ্জর হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ পিঞ্জরস্থিত হরিৎবর্ণের এক মনোরম পক্ষী মধুরস্বরে সুশ্রাব্য বাক্য-বিন্যাসে সকলকে বিমোহিত করিতেছে। যুবরাজ এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে, এই পক্ষী তুমি কোথায় পাইয়াছ? ইহার মূল্য কত?"

বৃদ্ধ বলিল, "মহাশয়! আমি কিরাতজাতীয়, ব্যাধ-বৃত্তিই আমার ব্যবসা। সুতরাং উদর-পূর্ত্তির জন্য একদিবস অরণ্যে পক্ষী ধরিতে গিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আশ্চর্য্য বাক্‌পটুতা দেখিয়া ইহারই আদেশমত আমি ব্যাধ-বৃত্তি হইতে এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছি। ভবাদৃশ মহাত্ম-সমীপে ইহার মূল্য নিরূপণ করা মাদৃশজনের কেবল ধৃষ্টতা প্রকাশ

মাত্র। এই পক্ষী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ, সুচতুর, সদ্বক্তা এবং কাব্য-ইতিহাসাদির মর্ম্মজ্ঞ। অধিক কি, মনুষ্যের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় সকল ইহার পক্ষে নূতন নহে। ইহার গুণাবলীর কথা আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে মূল্যাদির বিষয় আপনি নিরূপণ করুন।"

এই কথা শুনিয়া পক্ষী স্বীয় প্রভুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনাকে কোন সমৃদ্ধিশালী সম্ভ্রান্তলোক বা কোন নরপতি বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। যদি ভবৎসান্নিধ্যে মাদৃশ এই ক্ষুদ্র পক্ষীর অবস্থান স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে এই অনুরোধ যে, আমার এই বৃদ্ধ পালয়িতার যাহাতে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনি মনোযোগ করিবেন। আমি ইহার গৃহে আসিয়া অবধি দেখিতেছি যে, পুত্র কলত্রাদি লইয়া ইনি সতত অন্নচিন্তায় আকুল। দারিদ্র্যের ভীষণ তাড়নে উৎপীড়িত হইয়া ইহাঁকে নানাবিধ অসদুপায় ও জীবহিংসা প্রভৃতি পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। মমতাপ্রযুক্ত ইনি এতদিন আমায় বিপণীতে বিক্রয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু অদ্য অসহ্য জঠরজ্বালায় ব্যথিত হইয়া আমাকে বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।"

পক্ষীর মুখে এতাদৃশ বিস্ময়কর অথচ শোকাবহ বাক্য শ্রবণে রাজা ব্যাকুলিত হইয়া বৃদ্ধের নিকট হইতে পক্ষীকে আপন হস্তে ধারণ করিলেন; এবং তাহার চঞ্চু চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বিহঙ্গমবর! তোমাকে অভিশাপভ্রষ্ট কোন দেবতা বলিয়া আমার ভ্রম হইতেছে। যাহা হউক, আমি অবশ্য

তোমার অভিলাষ পূরণ করিব। তুমি আমার গৃহে অবস্থিতি করিবে চল। যাহাতে তোমার পারমিতার স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ হয়, তাহা আমি করিব।" এই বলিয়া রাজা বৃদ্ধকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পক্ষীসহ নিজ প্রাসাদে আগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ঐ পক্ষীকে রত্নমণ্ডিত পিঞ্জরে স্থাপিত করিয়া বৃদ্ধ ব্যাধকে প্রচুর ধনরত্নাদি প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ ধন প্রাপ্তে কায়মনোবাক্যে রাজার কুশল প্রার্থনা করিয়া সাশ্রুনয়নে পক্ষীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিল। পরে রাজা চন্দ্রকেতু ঐ পক্ষীর সহিত নানাবিষয় আলাপ করিয়া তাহাকে প্রিয়তমা মদলিকার নিকটে লইয়া গেলেন। উহার সুশ্রাব্য মধুর বচনে মুগ্ধ হইয়া রাণী পক্ষীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মানবের ন্যায় পক্ষী এমন সুন্দররূপে কথা কহিতে পারে বলিয়া, রাণী পক্ষীটীর নাম "মানব-ভাষ" রাখিলেন। ক্রমে তাঁহার সহচরীগণ ঐ পক্ষীকে মানব-ভাষ না বলিয়া সতত "মানভাষ" বলিয়া ডাকিত; তদবধি ঐ পক্ষীর নাম মানভাষ হইল।

তদনন্তর ঐ মানভাষ প্রতিদিন যুবরাজকে নানাদেশীয় বিচিত্র উপন্যাস, মনোহর ইতিহাস, ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ এবং সুশ্রাব্য জ্ঞানগর্ভ কবিতা ইত্যাদি শ্রবণ করাইতে লাগিল। প্রতিদিন এইরূপ অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র বিহঙ্গমের প্রতি এতাধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে ঐ পক্ষী ব্যতীত তিনি মুহূর্ত্ত কাল স্থির থাকিতে পারিতেন না।

কেবল অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন হেতু একবার মাত্র রাজসভায় গমন করিতেন। কেবল মাত্র সেই সময় তিনি ঐ পক্ষীকে প্রিয়তমার নিকট রাখিয়া যাইতেন।

যথারীতি এক দিবস মদলিকার নিকট মানভায়কে সমর্পন করিয়া রাজা রাজসভায় গমন করিলে ঐ দিবস সুন্দরী মদলিকা, বহুবিধ রত্নালঙ্কারে স্বকীয় অঙ্গ-শ্রী অধিকতর বর্দ্ধিত করিলেন এবং মণি-মাণিক্য-খচিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক দর্পণে আপন রূপের মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া রূপমদে উন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি মদগর্ব্বে আপন সহচরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সখীগণ! তোমরা সত্য করিয়া কহ, আমার ন্যায় রূপ-যৌবন-সম্পন্না সুন্দরী রমণী এই বিশ্বমধ্যে কখন তোমাদের দর্শন বা শ্রবণ গোচর হইয়াছে কি না?" বিবিধ রত্ন বিভূষিতা যুবতী মদলিকা প্রকৃতই সুন্দরী সুতরাং সঙ্গিনীগণ সকলেই একবাক্যে রাণীর নিরুপম রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। তোষামোদকারী পরিচারিকাগণের চাটুবাক্যেও রাণীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি একে একে সকল সখীকেই জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে সেই সদ্বক্তা পক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ধীশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ মানভায! তুমি সত্য করিয়া কহ আমার ন্যায় সুন্দরী রমণী এই বিশ্বমধ্যে আর কোথাও দেখিয়াছ কি না?"

রাণীর এতাদৃশ অহঙ্কার-পূর্ণ অসম্ভব বাক্য শ্রবণে মানভায় উত্তর করিল, "রাজ্ঞি! আপনি সুন্দরী একথা স্বীকার করি, কিন্তু ভবৎ-সদৃশা অন্ততমা সুন্দরী রমণী যে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে

নাই, একথা স্বীকার করিতে পারি না। জগতের কতস্থানে কত সুন্দরী রমণী আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?" মদলিকা মানভায়ের এতাদৃশ উপহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি কুপিতা হইয়া আরক্তলোচনে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা যে তুই শ্লেষ-বাক্যে আমার অবমাননা করিতেছিস? তোর কি জীবনের প্রতি মমতা নাই? এখনই মার্জ্জার কর্ত্তৃক তোর প্রাণ বিনষ্ট হইবে।" তখন সেই বিহঙ্গমবর নির্ভীক চিত্তে উত্তর করিল "রাজ্ঞি, সরলভাবে আপনার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিয়াছি মাত্র; ইহাতে স্পর্দ্ধা প্রকাশের কোন কারণ নাই। যদি এই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয় তাহা হইলে অবিলম্বে আমায় বিনাশ করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া মদলিকা অধিকতর কোপান্বিতা হইয়া সঙ্গিনীগণকে আদেশ করিলেন, এই বিহঙ্গমাধমের শীঘ্র প্রাণ বিনাশ কর। এই নিদারুণ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জনৈক পরিচারিকা নিবেদন করিল, "রাজ্ঞি! স্বল্প কারণে আপনার এতাদৃশ ক্রোধপরতন্ত্রা হওয়া উচিত নহে। ক্ষণেক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন যুবরাজ এখনি আসিবেন, তিনি আসিলে পর ঐ পক্ষীকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।"

যখন এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছিল সেই সময়ে যুবরাজও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই মহাবিসম্বাদের কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইহার সবিশেষ তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত উত্তর না পাওয়ায় শেষে প্রিয় পক্ষী মানভায়-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শ্রবণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রকেতু অভিমানিনী

মদলিকাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, "প্রিয়ে! এই সামান্য পক্ষীর বাক্যে তোমার ন্যায় গুণবতী যুবতীর এতাদৃশী ক্রোধান্বিতা বা দুঃখিতা হওয়া উচিত নহে।" মদলিকা তখন অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আপনার প্রিয় পক্ষীকে লইয়া আপনি সুখী হউন। আপনার স্নেহে এই অপরিনামদর্শী দুরাত্মা এমনি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছে যে, জীব মাত্রেই যেন ইহার পক্ষে ঘৃণাস্পদ। কাহাকে কিরূপ সম্মান করিতে হয় তাহা ইহার জ্ঞানাতীত। আর আমি এই বিহগাধমের মুখ দর্শন করিতে চাহি না। যদি আপনি এই দুর্ব্বিনীত পক্ষীকে ত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমার আশা ত্যাগ করুন। সামান্য পক্ষী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া জীবনভার বহন করার প্রয়োজন কি?" রাজা বলিলেন "ভাল, আমি ইহার সুবিচার করিতেছি। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সহসা এতাদৃশী উন্মত্তা হইলে ভবিষ্যতে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।" রাণী নিবৃত্তা হইলে, তিনি প্রিয় পক্ষীকে বলিতে লাগিলেন, "হে প্রিয় মানভায! এই মানিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সকল বিবাদ মিটাইয়া শান্তিস্থাপনা কর।" মানভায স্বীয় প্রভুবাক্য সমর্থন করিয়া বলিতে লাগিল, "স্বামিন্! আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব ইহার আর বিচিত্র কি? তবে এই সামান্য অপরাধে যখন আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তখন তৎসম্পাদনে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমি প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিয়াছি এবং এখনও আমি বলিতেছি যে এইরূপ মদগর্ব্বিতা মদলিকা অপেক্ষা জগতের কত স্থানে যে কত সুন্দরী আছেন, কে তাহার নিরূপণ করিতে পারে?

রাজন্! এযাবৎ আমি অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি তাঁহাদের রূপের সহিত ইঁহার রূপের যে কত প্রভেদ তাহা স্থির করা যায় না।” পক্ষীর বাক্য শুনিয়া রাজা চন্দ্রকেতু স্বীয় পত্নী অপেক্ষা রূপবতী সুন্দরী লাভ-লালসায় ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, “মানভাষ! সেরূপ অপরূপ রমণী তুমি কোথায় দেখিয়াছ?”

ইহা শুনিয়া পক্ষী বলিল, শ্রবণ করুন, “চন্দ্রভাগা নদীতীরে হেমকুট নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার অনতিদূরে চিত্রপুর নামে এক বিশাল সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। সেই নগর এমনি সুকৌশলে ও সুন্দররূপে নির্ম্মিত এবং সুব্যবস্থায় পরিশাসিত, যে অমর-পুরীও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে কি না সন্দেহ। সেই নগরের অধিবাসিগণ এমনই প্রভাবশালী ও অলৌকিক-সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট, যেন চিত্রপুরের গৃহে গৃহে চিত্রসম ইন্দ্রাদি দেবগণ শোভা পাইতেছেন। সদাসর্ব্বক্ষণ গীতবাদ্যে চিত্রপুরী আনন্দময়ী। হংসরাজ নামে সেই রাজ্যের অধীশ্বর দ্বিতীয় বাসবসদৃশ প্রভাবশালী। তাঁহার তনয়া কঙ্কনময়ী লাবণ্যাতিশয়ে শ্রী হইতেও শ্রীশালিনী। তাঁহার নিরূপম রূপের বর্ণনা আমি কি করিব, অনন্তদেব সহস্র বদনে বর্ণনা করিলেও সে রূপ-সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বর্ণনা হয় কি না সন্দেহ। বিশ্বকর্ম্মা চিত্রকর হইয়া চিত্ত-নিবেশ-পূর্ব্বক চিত্রিত করিলে সে বিচিত্র মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হয় কি না সন্দেহ। তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, দময়ন্তী-সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রাদি দেবগণ যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেইরূপ কঙ্কনময়ী-কামনায়ও তাঁহারা সতত লালায়িত। আহা,

কি রমণীয় কান্তি! তাঁহার সঙ্গিনী বেশকারিণী সপ্তশত প্রমদা, নানাবিধ বসন ভূষণে বিভূষিতা হইয়া নিয়ত তাঁহার সেবায় নিযুক্তা। ইহাদিগের সৌন্দর্য্যের কথা অধিক কি বলিব উহাদিগের ক্রীত দাসীর সহিত এই মদ-গর্ব্বিতা মদলিকা যদি পক্ষপাত শূন্য হইয়া আপনার রূপের তুলনা করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে তৎক্ষণাৎ ইনি লজ্জা-হ্রদে নিমগ্না হইবেন।''

বিহগবর এইরূপ কহিলে রাজকন্যা ধরাশায়িনী হইয়া নতবদনে রহিলেন। যুবরাজ অবিলম্বে স্বীয় অন্তঃপুর হইতে ঐ পক্ষীকে লইয়া বহির্বাটীর প্রাসাদোপরি গমন করিলেন; এবং তাহার মুখে রাজকন্যা কঙ্কনময়ীর অতুলরূপের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তৎপ্রতি প্রণয়প্রবৃত্তি প্রবলা হইলে তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন; এবং চিত্তবিক্ষোভ-হেতু তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের উপক্রম হইল। কঙ্কনময়ীর রূপ-সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়কে যার পর নাই অস্থির করিয়া তুলিল। তখন মানভাষ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মনে মনে আক্ষেপ পূর্ব্বক আপনাকে নিন্দা করিয়া কহিল, "হায়! সামান্য কারণে এই হতভাগ্যের রসনানিঃসৃত কঙ্কনময়ীর রূপ-বর্ণনা কি সর্ব্বনাশেরই কারণ হইতে চলিল। যুবরাজের মনোরাজ্যে রোদন, হুতাশ, বিষাদ, চিন্তা, প্রলাপ-বাক্য প্রভৃতি প্রণয়-সহচরগণ স্ব স্ব অক্ষুণ্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিরতিশয় বিচলিত করিতে লাগিল। আহা প্রণয়ান্ধতার কি মহীয়সী শক্তি!

এইরূপ ক্লেশকর ব্যাপার হইতে রাজপুত্রকে নিবৃত্ত করিবার মানসে মানভাব কহিল, "রাজন্! বিপদের পথে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক আপন জীবনের ধ্বংশসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি রাজ্যের রাজা, প্রকৃতিপুঞ্জের অধিপতি, কণ্টকাকীর্ণ প্রণয়পথে পদার্পণপূর্ব্বক উন্মত্ত হইয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন না। স্ত্রীরত্ন অতি উত্তম এবং অতি স্পৃহনীয় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অশেষ দুঃখের আকর-স্বরূপ। আপনি কি শুনেন নাই যে, এই অনর্থকারী প্রণয়-হেতুই দময়ন্তীর নিমিত্ত নলরাজার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল? অধিক কি, জনকনন্দিনী জানকীর জন্য বিশ্বপতি শ্রীরামচন্দ্রের অরণ্যে ভ্রমণ, সাগরবন্ধন ও দশানন-নিধন প্রভৃতি নানাপ্রকার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কামিনীর বাহ্যরূপ-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া অবোধ মানবগণ তাহাদের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের এ পথে পদার্পণ করা কোনমতেই বিধেয় নহে। বিশেষতঃ অন্য রাজনন্দিনীর গর্ব্ব-খর্ব্ব-মানসে আপনাকে এইরূপ অমূলক বাক্য কহিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি, কঙ্কনময়ী ও তাঁহার রূপবর্ণনা প্রভৃতি সমুস্তই মিথ্যা।"

যুবরাজ কহিলেন "তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সমুদয় সত্য, নচেৎ আমার মনের এতাদৃশ চাঞ্চল্যভাব কেন হইবে? তুমি যাহা কহিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য। অদ্যই আমি চিত্রপুরে কঙ্কনময়ীর অনুসন্ধানে যাইব। এখন আর তুমি কোনরূপ প্রলোভন দেখাইয়া আমার গতিরোধ করিতে পারিবে না।"

মানভায রাজপুত্রের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, হায়! সামান্য কারণে কিরূপ শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল! যুবরাজকে যেরূপ উন্মত্ত দেখিতেছি, এক্ষণে যদি আমি ইহাঁকে প্রণয়পথ হইতে নিবৃত্ত করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি মৃত্যুপথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব আমিই অকৃতাপরাধী প্রভুবধের ভাগী হইলাম। এক্ষণে প্রণয়পীড়িত রাজপুত্রকে কঙ্কনময়ীর সম্মিলন-স্বরূপ সুধা-সঞ্জীবনী-প্রদান ভিন্ন আরোগ্য-লাভের অন্য উপায় নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া মানভায প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে রাজন্! যগুপি আমার বাক্য, আপনার নিতান্ত সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার অনভিমতে কোন কার্য্য করিবেন না, আমি যাহা কহিব, আপনি তাহাই করিবেন। আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য পথ আশ্রয় করিলে, কেবলমাত্র নৈরাশ্যময় দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইবেন।"

যুবরাজ কহিলেন, "হে পথপ্রদর্শক মানভায! আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, কদাচ তোমার কথার অণুমাত্র অন্যথা করিব না। অবিচলিত-চিত্তে তোমার উপদেশ পালন করিব। তুমি শীঘ্র সেই দিব্যকান্তিমতী-কঙ্কনময়ী-প্রাপ্তিপথ দেখাইয়া দাও। কঙ্কনময়ী ব্যতীত আর আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।" তখন পক্ষী বলিল, "মহাশয়! একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলে কোন ফলোদয় হইবে না। সর্ব্বকর্ম্মসাধনের হেতুভূত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থান

করুন; কল্য আপনার সেই অভিলষিত স্থানে লইয়া যাইব।” রাজনন্দন চন্দ্রকেতু এই সৎপরামর্শ শ্রবণে হর্ষোৎফুল্লচিত্তে প্রভাতের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

নিশাবসানে সত্রাজিৎ-নন্দন সোমজিৎ, প্রিয়সুহৃদ্ চন্দ্রকেতু সমীপে উপস্থিত হইলে, যুবরাজ বলিলেন, “সখে! শীঘ্র মন্দুরা হইতে অনিলগামী তুরঙ্গমদ্বয় আনয়ন কর।” আদেশ মাত্র সোমজিৎ দ্রুতগামী হয়দ্বয় আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু! অদ্য কোথায় যাইতে হইবে?” চন্দ্রকেতু বলিলেন, “সখে! চিত্রপুর নগরে হংসরাজতনয়া কঙ্কনময়ী রূপলাবণ্যে বিশ্ব-বিমোহিনী। তাঁহার অনুপম রূপবর্ণনা মানভাবমুখে শ্রবণ করিয়া আমি তাহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছি। বন্ধু, তাই তল্লাভবাসনায় সেই স্থানে যাইতে মানস করিয়াছি। সখা, তুমিও আমার সঙ্গে চল, পথপ্রদর্শক মানভাবপ্রদর্শিত পথে আমরা উভয়েই যাত্রা করিব। এক্ষণে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?” মন্ত্রিপুত্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘোটকদ্বয় সজ্জীকৃত করিয়া চন্দ্রকেতুসমীপে লইয়া গেলেন। পাথেয়-ব্যয়ার্থে সোমজিৎ ধনাগার হইতে কিঞ্চিৎ ধনরত্নাদি আনিতে গেলেন। আসিবার সময়ে স্বীয় ভার্য্যা তরলিকাকে চন্দ্রকেতুর বিষয় বলিয়া তাহার নিকট বিদায় লইলেন। পরে চন্দ্রকেতু ও সোমজিৎ এক একটী অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মানভাব-সহ কঙ্কনময়ী প্রাপ্তিআশয়ে চিত্রপুরে যাত্রা করিলেন। হায়! তখন যুবরাজের চিত্ত কঙ্কনময়ীর জন্য এমনি লালায়িত যে, জনক-জননীর স্নেহ-বিচ্ছেদ, বণিতা মদলিকার প্রণয়-বিরহ,

বন্ধুবান্ধবের স্থখসঙ্গচ্যুতি ও রাজ্যত্যাগ প্রভৃতির জন্য ক্ষণ-কালের নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হয় নাই। তিনি পক্ষীপ্রদর্শিত পথে সোমজিৎসহ সুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় উল্লাস

চন্দ্রকেতুর মায়াবিনী-হস্তে পতন ও উদ্ধার।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু মন্ত্রীপুত্রসহ অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে এক মনোরম অটবীতে উপনীত হইলেন। এই অরণ্য নানাবিধ কুসুম-কলাপে ও সুদৃশ্য ফলসমূহে সুশোভিত হওয়ায় নন্দন-কানন সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। চন্দ্রকেতু বলিলেন "সখে! বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ সুদৃশ্য অটবী কখনও নেত্রগোচর হয় নাই।" অরণ্যের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে উভয়ে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ নানালঙ্কারে বিভূষিতা দুইটী কুরঙ্গিণী রঙ্গ ভঙ্গ করিতে করিতে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। মৃগীদ্বয়ের গলদেশে কিঙ্কিণী থাকায় অঙ্গসঞ্চালনে মধুর ধ্বনি হইতে লাগিল। উহাদের সর্ব্বাঙ্গ এত অধিক মণিমুক্তা প্রবালাদি রত্নালঙ্কারে বিভূষিত যে, তাহাদিগকে স্বর্ণমৃগী বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। রাজপুত্র এরূপ অপরূপ কুরঙ্গিণী দর্শন করিয়া সোমজিৎকে কহিলেন, ভাই! যে প্রকারেই হউক এই মৃগীদ্বয়কে জীবিতাবস্থায় ধরিতে হইবে। এই বলিয়া উভয়ে সেই হরিণীদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব সঞ্চালন করিলেন। মৃগীদ্বয় অশ্বের পদশব্দ শ্রবণে প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল, তাঁহারাও উভয়ে প্রাণপণে উহাদের অনুধাবন

করিলেন। ইহা দেখিয়া পক্ষী মানভায উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, "হে যুবরাজ! আপনারা গমনে ক্ষান্ত হউন। এই মৃগীদ্বয় প্রকৃত মৃগী নহে, মায়াবিনী রাক্ষসীগণ এইরূপে আপনাদিগকে মোহিত করিতেছে। এই অরণ্যে যাহা কিছু সৌন্দর্য্যময় দেখিতেছেন সে সমস্তই ঐন্দ্রজালিক। আপনারা সত্বর প্রত্যাগমন করুন, নচেৎ ঘোরতর বিপদে পতিত হইবেন।" পক্ষী এইরূপ বিস্তর নিষেধ করিলেও দ্রুতগমন প্রযুক্ত উহার বাক্য কিছুই কুমার-যুগলের শ্রুতিগোচর হইল না। তখন মানভায নিরুপায় হইয়া এক বৃক্ষোপরি উপবেশন করিল।

অশ্বারোহনে তাঁহারা যোজনাধিক পথ মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়ায়, মৃগীদ্বয় পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে ধাবমান হইল। চন্দ্রকেতু ও সোমজিৎ পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া এক একটীর অনুসরণ করিলেন। ক্রমে দিবা-অবসান হইল। দিক সকল তিমিরজালে আচ্ছন্ন হওয়ায়, আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। তাঁহারাও আর মৃগীদিগকে দেখিতে পাইলেন না। যুবরাজ ও মন্ত্রীপুত্র পৃথক্ পৃথক্ গমন করায় পরস্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে রহিলেন।

সেই তমসাচ্ছন্ন নির্জ্জন কানন মধ্যে যুবরাজ সঙ্গিভ্রষ্ট হইয়া ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, একস্থানে উপবেশন করিলেন। প্রিয়সুহৃদ সোমজিতের বিরহে, এবং পথ-প্রদর্শক মানভায়ের অদর্শনে তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমি এরূপ অনর্থকর প্রণয়পথ আশ্রয় করিয়া-

ছিলাম। জনক, জননী, মিত্র, স্বজন, রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শেষে একটী পক্ষী ও একটীমাত্র বন্ধুকে আশ্রয় করিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে তাহাদিগকেও হারাইলাম। হা বিধাতঃ! তুমি মনুষ্যকে কত অবস্থাতেই না পরিবর্ত্তিত করিতে পার। দেখি, অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে। তিনি শোকাকুলহৃদয়ে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে পবিত্র-গৈরিক-বসন-ধারী, সুদীর্ঘ শুভ্র-কেশ-শ্মশ্রু পরিশোভিত এক তেজঃপুঞ্জময় মহর্ষিকে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিলেন। সেই সৌম্যমূর্ত্তিকে আগত দেখিয়া তিনি ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রণত যুবাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ঐ মহর্ষি বলিলেন, বৎস! তুমি কি উদ্দেশে এই ঘোরতর বিপদ্-সমাকুল বিজন অরণ্যে আগমন করিয়াছ? যুবরাজ তাঁহার অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণে পুলকিত হইয়া তাঁহার আগমন বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া যোগিবর কহিলেন, "যুবরাজ তুমি অজ্ঞ—বালক, প্রণয়সুখে মুগ্ধ হইয়া নিজ-জীবনের ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এই যে ফল-পুষ্প-পরিশোভিত সুন্দর অটবী দেখিতেছ, ইহা কেবল রাক্ষসীগণের ঐন্দ্রজালিক মায়ায় সুসজ্জিত ও পরিচালিত। ঐ যে মনোরম কুরঙ্গিণীগণের রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলে, উহারা মায়াবিনী রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৎস! তুমি যে স্থানে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, সে স্থান অতি দুর্গম ও সঙ্কটপূর্ণ। সুতরাং তোমার এতাদৃশ ভয়াবহ পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ।"

ইহা শুনিয়া যুবরাজ কহিলেন, "প্রভো! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু বিরহ-প্রপীড়িত জ্ঞান-শূন্য প্রণয়ীর পক্ষে, জীবন যখন অতি তুচ্ছ পদার্থ, তখন কণ্টকাকীর্ণ দুর্গমপথ আমার পক্ষে কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না। আমি কিরূপে এই বিপদ-সঙ্কুল অরণ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমার প্রাণাধিকা-প্রণয়িনী-সম্মিলনে বিরহানল নির্ব্বাপিত করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন; নিষেধবাক্যে আমার গতিরোধ করিবেন না। যাহাতে আমি সফল-মনোরথ হই, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন"।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ যুবরাজের গতিরোধ করা বৃথা বিবেচনা করিয়া যোগিবর কহিলেন, "বৎস! যদি তুমি একান্তই সেই স্থানে যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছ, তখন এরূপ ভয়াবহ অরণ্যে এই রজনীতে অবস্থান করা কোনমতেই বিধেয় নহে। অতএব বৎস, অদ্য রজনী আমার আশ্রমে অবস্থান করিয়া কল্য তোমার অভিলষিত স্থানে যাত্রা করিও; এবং যাহাতে তুমি আর কোন বিপদে পতিত না হও, তাহারও উপায় করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া যুবরাজ আর কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া মহর্ষিসমভিব্যাহারে আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা কুটীরে উপনীত হইয়া ভোজনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি যুবরাজকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি তাঁহাকে একখানি কবচ প্রদান করিয়া কহিলেন "দেখ, এইখানি সতত: সাবধানে গলদেশে রক্ষা করিও। তুমি সহস্র বিপদে পতিত

হইলেও ইহার মন্ত্রপ্রভাবে অনায়াসে বিপদরাশি হইতে উদ্ধার পাইবে। অদৃষ্টদোষে তুমি নানাবিপদজালে জড়িত হইবে জানিয়া, তোমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করিলাম। আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই জানিবে।"

পরস্পরের কথোপকথনে ক্রমে গভীরা রজনী উপস্থিত। জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল মধ্যে মধ্যে সমীরণ-সঞ্চালনে পত্রাবলীর মর্ম্মর শব্দ, আর ঝিল্লিগণের অব্যক্তধ্বনি শুনা যাইতেছে। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে মনে করিয়া উভয়ে সেই কুটীরাভ্যন্তরে শয়ন করিলেন। পরদিবস প্রভাতে যুবরাজ মহর্ষির চরণে প্রণাম করিয়া আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন।

যুবরাজ কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার তূর্ণগামী তুরঙ্গমটী এক বিস্তৃত প্রাসাদ-তোরণপার্শ্বে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ অশ্বের নিমিত্ত শোক করিয়া ক্ষুণ্ণমনে তোরণাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রাজনন্দন অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে এক মনোরম উদ্যান। নানাজাতি কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় সেই উপবন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ তরুলতাদি যেমন হরিদ্বর্ণ দৃষ্ট হয় উহারা সেরূপ নহে; সেন স্বর্ণমণ্ডিত। তরুশাখাসকল ফলভরে অবনত হইয়া কল্পতরু সদৃশ প্রার্থিক পথিকগণের আশাপূরণে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তদুপরি শুকপিকাদি শকুন্তের কলধ্বনিতে এবং স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীতে উদ্যানটী স্বর্গোপবন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুগন্ধবহ স্নিগ্ধ-সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হওয়ায়,

যুবরাজ শ্রান্তি-অপনোদনার্থ ক্রমে উদ্যানমধ্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি উদ্যানের নানাবিধ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া, পরিশেষে স্বচ্ছবারিপূর্ণ একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোরম সরোবর দেখিতে পাইলেন। ইহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত-শিলা-মণ্ডিত সুদৃঢ় নয়নরঞ্জন জলাবতরণিকা। সরোবরের নির্ম্মল বারিপুঞ্জে কমল, কুমুদ, প্রভৃতি বিকশিত হইয়া মরাল ও মধুকরকুলের নিরন্তর বিহারক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। সেই সরোবরে রত্নালঙ্কারে সুশোভিতা বহুসংখ্যক সুন্দরী রমণী স্বেচ্ছানুসারে জলক্রীড়া-জনিত আমোদে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। সরোবরের এইরূপ রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যুবরাজ তন্ময় হইয়া প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

দূর হইতে প্রাসাদখানি দেখিলে মনে হয়, ঠিক্ যেন একখানি স্ফটিক-ফলকে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শ্বস্থ সরোবরে ইহার প্রতিচ্ছায়া পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন নির্ম্মল নীলাকাশে সৌধ-শিখরমালা চিত্রিত রহিয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া যুবরাজ অতিশয় পুলকিত হইলেন। তিনি উদ্যান পর্য্যবেক্ষন করিয়া যেরূপ উল্লাসিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সুসজ্জিত দ্রব্যাবলীর অপূর্ব্ব শোভা পরিদর্শন করিয়া, তদপেক্ষা অধিকতর প্রীত হইলেন। ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে মণিমুক্তাজড়িত কাঞ্চন-স্তম্ভাবলম্বিত এক মনোরম চন্দ্রাতপ। তাহার নিম্নদেশে সুরম্য হৈমাসনে উপবিষ্টা এক পরমা সুন্দরী রমণী সালঙ্কৃতা কিঙ্করীবৃন্দে পরিবেষ্ঠিতা হইয়া শোভা পাইতেছেন। চন্দ্রকেতু এই অলোক-সামান্য-রূপবতী কামিনীকে

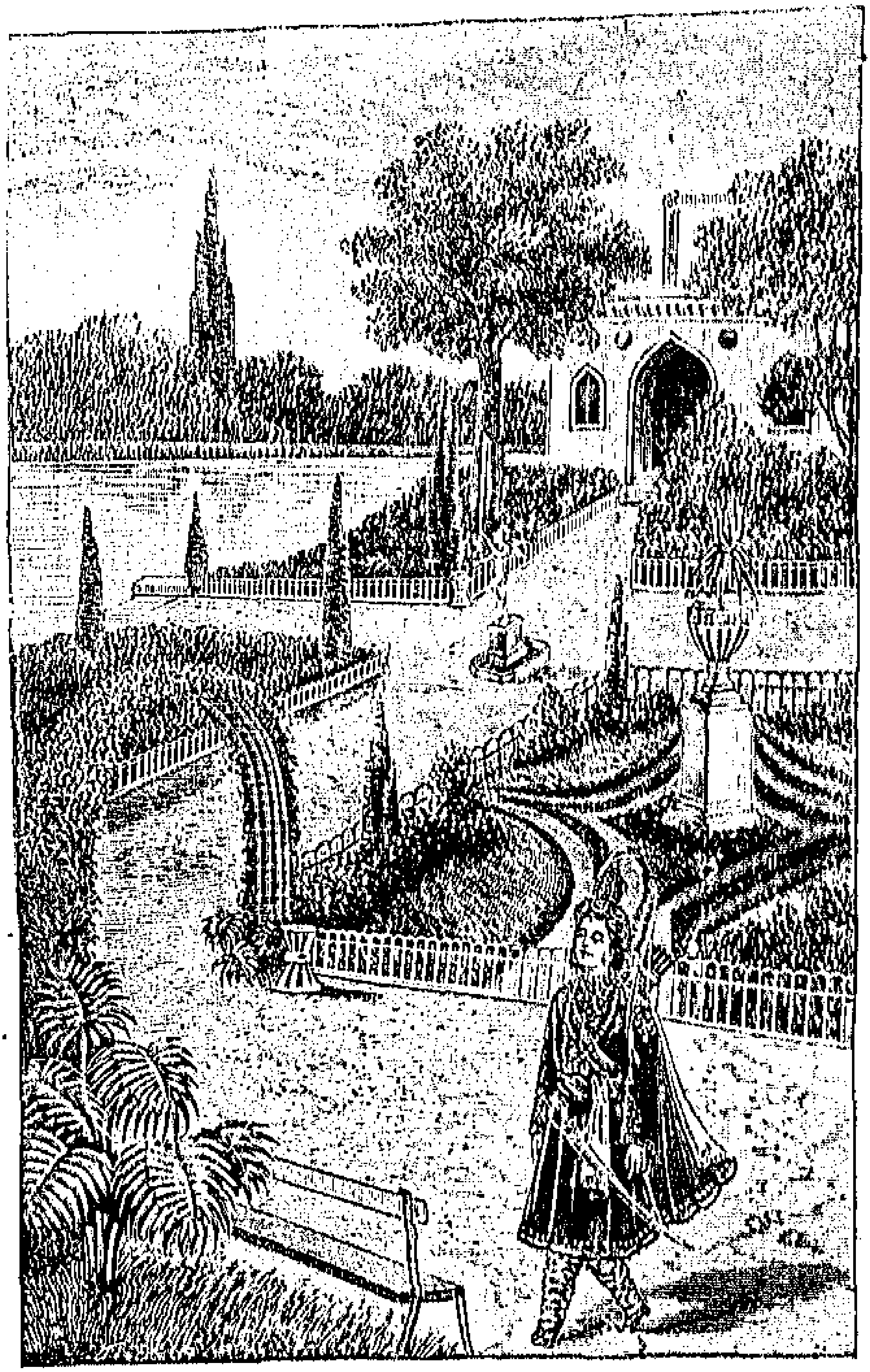

চন্দ্রকেতুর মায়াকাননে প্রবেশ।

(৩০ পৃঃ)

দেখিয়া মোহিত হইলেন। অন্তঃপুরমধ্যে অপরিচিত আগন্তুক দৃষ্টে জনৈক পরিচারিকা যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কোন্ সাহসে এবং কি উদ্দেশ্যে এই পুরুষশূন্য ললনা-মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন?" যুবরাজ দাসীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া, সেই সুন্দরীর নিকট অগ্রসর হইলেন।

চন্দ্রকেতুর কমনীয়-কান্তি সেই যুবতীর হৃদয়পটে অঙ্কিত হওয়ায়, সুন্দরী প্রণয়াকাঙ্খিণী হইয়া অমৃতাভিষিক্ত বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! কি কারণে এই দাসীর গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন? যুবতীর আগ্রহপূর্ণ বিনয় বচনে যুবরাজ প্রীত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি! আমি কোন প্রয়োজন বশতঃ আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হই নাই। আমি জনৈক পথিক মাত্র, আপনার এই উদ্যানের শোভাপরিদর্শন করিতে করিতে পথভ্রষ্ট হইয়া আপনার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।" ইহা শুনিয়া যুবতী বলিলেন, মহাশয়! অকিঞ্চন-গৃহে ভবাদৃশ মহাত্মভবের পদার্পনেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এই কথা বলিয়া ঐ রমণী অনুরাগ সহকারে যুবরাজকে পার্শ্বস্থ আর একখানি সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, কিঞ্চিত বিশ্রাম করুন।

যুবরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যুবতীর সহিত নানাবিধ আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে বৃক্ষ হইতে বহুসংখ্যক ফল পক্ষ্যাকারে যুবরাজের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আপনি পথশ্রান্তি-জনিত ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট

হইয়াছেন, সুতরাং আমাদিগকে গন্ধর ভোজন করিয়া আপনার ক্লান্তি দূর করুন।" যুবরাজ এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিহ্বল চিত্তে কহিলেন, "সুন্দরি! একি? এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কথন দেখি নাই। ফল পুষ্পে যে কথা কহিতে পারে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর।" তখন ঐ যুবতী যুবরাজের কর ধারণ করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করতঃ উদ্যানস্থ বিস্ময়কর বিষয় সকল দেখাইতে গেলেন। যুবরাজ দেখিলেন, যে বৃক্ষ সকল পশু পক্ষীর মত কথোপকথন করিতেছে। ইহাদের ফল সকল পক্ষ্যাকার হইয়া, স্বেচ্ছামত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে বিচরণ করিতেছে। যদি কোন ব্যক্তি ফল ভোজনে ইচ্ছুক হন, তবে তৎক্ষণাৎ ঐ ফল সকল বৃক্ষ হইতে অবরোহন করিয়া, তাঁহার রসনার অগ্রবর্ত্তী হয়, এবং অধিক পরিমাণে ভোজন করিলেও ফলের পরিমাণে ন্যূনতা না হইয়া, ভোক্তার পরিতোষান্তে অবিলম্বে উক্ত ফল সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া যুবরাজের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন যে, এ সমস্তই ঐন্দ্রজালিক। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্ত হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ যুবতী পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, দেখ, ইনি এক্ষণে আমার অতিথি, সুতরাং যথাযোগ্য আতিথ্য-সৎকারে ইঁহার সম্বর্দ্ধনা কর।

আদেশমাত্র বিচিত্র পাত্রপূর্ণ হইয়া নানাপ্রকার সুস্বাদু পানীয় ও নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য সকল অকস্মাৎ যুবরাজ-সমীপে উপনীত হইল। তদবলোকনে রাজপুত্র ভীতচিত্ত হইয়াও পান

ভোজনে নিরত হইলেন না। কারণ তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি এই সকল দ্রব্য ভোজনে অগ্রসর হই, তাহা হইলে হয়ত ইহারা মায়াবলে আমার উদরস্থ হইবে এবং আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক তিনি কিঞ্চিৎ পান ভোজন করিলেন। পরে ঐ যুবতীও স্বেচ্ছাগত পান ভোজন করিয়া, যুবরাজকে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনুচিত কামভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এবম্বিধ অসদ্ব্যবহারে চন্দ্রকেতু বিরক্ত হইয়া কামোন্মত্তা রমণীকে রোষভরে বিস্তর কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন। তাহাতে যুবতী রুষ্টা হইয়া বলিল, "রে নির্ব্বোধ যুবা! তুই আমাকে অনাদর ও ঘৃণা করিতেছিস্; জানিস্ না যে এই পৃথিবীতে যত প্রকার মায়াবিদ্যা আছে, তাহার প্রয়োজক এবং কর্ত্তা আমার পিতা। আমি সেই মায়াবিদ্যা-প্রভাবে সমুদ্র-শোষণ, জগৎ-দাহন, চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধ প্রভৃতি অসম্ভব কার্য্য সকল অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি। তাই বলিতেছি, আমার সহিত তোমার কোন প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশে ফল হইবে না। তুমি আমাকে গ্রহণ কর; নতুবা এখনি তোমাকে মৃগরূপে পরিণত করিয়া, আমার উদ্যানের শোভা পরিবর্দ্ধনার্থ রাখিয়া দিব।" এইরূপ বাক্যে রাজপুত্র শঙ্কিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, এক্ষণে আমি কি ঘোর বিপদে পতিত হইলাম। কি প্রকারে এই রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। এবম্প্রকার চিন্তা হেতু নিস্তব্ধ নীরব থাকায়, পুনর্ব্বার

ঐ মায়াবিনী যুবরাজকে বলিল, "মহাশয়, স্বেচ্ছায় বশবর্ত্তী হইয়া আপন বিপদ ঘটাইবেন না। আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।"

অনঙ্গশরে প্রপীড়িতা রাক্ষসী কামোন্মত্তা হইয়া যুবরাজের প্রতি অত্যধিক কামভাব প্রকাশ করায় চন্দ্রকেতু বলিলেন, "সুন্দরি! মাদৃশ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত তোমার রসালাপ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ আমার চিত্ত এখন বিকল; কারণ, আমি চিত্রপুরে হংসরাজতনয়া কঙ্কনময়ীর রূপগুণানুশ্রবনে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছি। সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার মত বুদ্ধিমতী রমণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এই কথা শুনিয়া, ঐ মায়াবিনী উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি আপনাকে কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। বহু-কালাবধি আপনার রূপগুণানুবাদ শ্রবণে আমার চিত্ত সততঃ আপনার নিমিত্ত লোলুপ হইয়া রহিয়াছিল। ঈশ্বরানুগ্রহে বহু-দিবসের পর আপনাকে পাইয়াছি। আপনার বিরহে এতদিন আমি মৃত্যুকালীনবৎ যন্ত্রনায় কালযাপন করিতেছিলাম, এক্ষণে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন। প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলে প্রণয়পাত্রের নিমিত্ত কিরূপ চিত্ত বিকল হয়, তাহা আপনি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। কঙ্কনময়ীর নিমিত্ত আপনার চিত্ত যেরূপ অস্থির হইয়াছে, তদ্রূপ আপনার নিমিত্ত আমারও চিত্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার সহিত প্রেমালাপে আপনার কঙ্কন-ময়ী লাভেচ্ছা ব্যতীত সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমার প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিলে, চিরকালের নিমিত্ত আপনাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। তাই বলিতেছি, অন্যমত না

করিয়া, আপনি আমার সহিত প্রীতিভাবে কালযাপন করুন; কখনই অসুখী হইবেন না। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুই আমার মায়াবিদ্যা-প্রভাবে আপনার করতলস্থ হইবে। আপনি কঙ্কনময়ীর প্রাপ্তি-আশা একেবারে মন হইতে অপসারিত করুন। কারণ সেই নিষ্ঠুরার কথা অধিক আর কি বলিব, কত শত কিরীটি-ধারী দেবোপম নৃপতিবর্গ কঙ্কনময়ী প্রাপ্তি-বিষয়ে-বিফল-মনোরথ হইয়া, ইহ-জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। পুরুষ-সহবাসে জীবন কলুষিত করিবে না, ইহাই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সুতরাং সেস্থানে যাইয়া হতাশ হইয়া ক্ষুব্ধমনে অন্যান্য নৃপতি-বৃন্দের-ন্যায় জীবন-লীলা সম্বরণ করিলে কি ফলোদয় হইবে? যদি সুখ-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, কঙ্কনময়ীর প্রাপ্তি-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, আমার সহিত কালযাপন করুন; নচেৎ ঘোর বিপদে পতিত হইবেন।"

ইহা শুনিয়া চন্দ্রকেতু ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এক্ষণে আমি কি বিপদেই পতিত হইলাম! যদি এই পাপীয়সীর কাম-পিপাসা-নিবৃত্তি না করি তাহা হইলে আর আমার নিষ্কৃতি-লাভের উপায় নাই। কারণ, ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া, মায়াবলে আমাকে বিভিন্ন-জীবাকারে পরিণত করিলে, আমার সকল আশাই ব্যর্থ হইবে। কিন্তু এই ভীষণ রাক্ষসীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবারই বা আশা কৈ? হায়, কি দুরদৃষ্ট! যাহার নিমিত্ত জনক, জননী, মিত্র, কলত্র প্রভৃতি প্রিয়সুহৃদ-গণকে উপেক্ষা করিয়া, অসহায় হইয়া, একাকী পদব্রজে অনশনে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, সেই বরবর্ণিনীর লাভ-লালসা

একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হইল। এতক্ষণে সেই বৃদ্ধ মহর্ষির বাক্য সফল হইল। কুহকিনীর কুহকবিদ্যায় মোহিত হইয়া কেন আমি উদ্যান-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এইরূপ নানা চিন্তায় অস্থিরচিত্ত হইয়া কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, যে এক্ষণে ইহার অধীনতা স্বীকার করাই উচিত। শেষে ভগবানের কৃপাবলে সহজেই মুক্ত হইতে পারিব। নতুবা উপায়ান্তর নাই।

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কপটপ্রেমে কহিলেন, "সুন্দরি! তুমি আমার উপর কেমন প্রেমাসক্তা, তাহা জানিবার জন্যই আমি এতক্ষণ তোমায় পরীক্ষা করিতেছিলাম। ইহা শুনিয়া ঐ মায়াবিনী যুবরাজের হস্তধারণ করিয়া কহিল, "প্রাণনাথ! আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। বহুক্ষণ হইতেই আপনাকে মনপ্রাণ সমর্পন করিয়াছি। যদি আমি কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য আপনাকে অবরুদ্ধ করিতাম, তাহা হইলে আমি নিত্য অনেক যুবরাজকে বশ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি সেরূপ হীনচিত্তা নহি। পরীক্ষা করিয়া আমার চিত্তের অবস্থা কি পরিজ্ঞাত হইবেন, যদি হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম যে, আপনার জন্য আমার চিত্ত কিরূপ বিকল হইয়াছে। রোষভরে আপনার উপর কত রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" এই বলিয়া মায়াবিনী যুবরাজকে লইয়া সুখে যামিনী যাপন করিল।

পর দিবস প্রভাতে রাজকুমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাজোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন।

পরে, ঐ মায়াবিনী প্রণয়ানুরাগ বশতঃ চন্দ্রকেতুকে বহুবিধ মোহিনীবিদ্যা দর্শন করাইয়া, সাতিশয় যত্ন-সহকারে পানভোজন করাইল; শেষে স্বয়ং ভোজনক্রিয়া সমাপন করিয়া রাজনন্দনকে নিবেদন, করিল "প্রিয়তম! পিতৃনিদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, প্রত্যহ আমি একবার পিতৃসন্নিধানে গমন করি। যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে, একবার পিতৃচরণ দর্শন করিয়া আসি।" তৎশ্রবণে যুবরাজ পুলকিত হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, কপট হাস্যে বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার অদর্শনে আমি এতাধিককাল কিরূপে অবস্থান করিব?" এতদুত্তরে মায়াবিনী বলিল, "নাথ! আমি সত্বর প্রত্যাগমন করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।" এই বলিয়া মায়াবিনী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চন্দ্রকেতু মায়াবিনীর হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন, অনন্যমনে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মায়াবিনী তথায় প্রত্যাগমন করিল। যুবরাজ মায়াবিনীর মায়াপ্রকৃতি সন্দর্শনে ভীত হইয়া, কপটভাবে বলিলেন, সুন্দরি! এত বিলম্ব করিলে কেন? আমি তোমার নিমিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। ইহা শুনিয়া রাক্ষসী আনন্দ সহকারে উত্তর করিল, নাথ! আপনার বিরহে আমিও অস্থির হইয়া, সত্বর আসিতে চেষ্টা করিয়াছি; কল্য আরও সত্বর আসিব। এই বলিয়া মায়াবিনী কিঙ্করীগণকে ভোজনায়োজনের আদেশ করিল। আদেশমাত্র বহুবিধ উপাদেয় ভোজ্যপেয়-পূর্ণ সুবর্ণ পাত্র হস্তে করিয়া জনৈকা পরিচারিকা তথায় উপনীত হইল।

যুবরাজ মায়াবিনীর সহিত ভোজনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলে যুবতীর ইঙ্গিতমাত্র নর্ত্তকীগণ তানলয়সহকারে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে মধুর সঙ্গীতালাপে সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। যুবতী সঙ্গীত শ্রবণে কামোন্মত্তা হইয়া যুবরাজকে আলিঙ্গন করিল।

প্রত্যহ এরূপ অনিয়মিত উৎপীড়নে যুবরাজ ক্ষীণকলেবর হইয়া একদা চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! কতদিনে এই পাপীয়সীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। হা বিধাতঃ! শীঘ্র আমাকে রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্ত করুন; আর এ অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য হয় না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরিতাপ-দগ্ধ-হৃদয়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মায়াবিনী পিতৃসন্নিধানে যাইবার নিমিত্ত যুবরাজের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইল। যুবরাজ সে দিবস অধিকতর প্রেমভাব দেখাইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, তোমার অনুপস্থিতিতে আমি যখন একাকী থাকি, তখন যদি অন্য কোন মায়াবিনী আসিয়া আমার জীবন নাশে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না, ইহাই আমার সতত উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া ঐ কুহকিনী কহিল, "নাথ! আপনি আমার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার ক্ষমতা জানেন না, তাই এরূপ বাক্য কহিতেছেন। আমার এই বিদ্যা-প্রভাবে আপনার জীবন নষ্ট করা দূরে থাকুক, উদ্যান-মধ্যে অন্য কেহ প্রবেশ করিতেও সাহস করিবে না।" ইহা শুনিয়া যুবরাজ কহিলেন ইহা সত্য বটে, কিন্তু যদ্যপি অন্য কোন মায়াবিনী আসিয়া কোন অনর্থ ঘটায়, তখন তাহাকে কে নিবারণ করিবে?

এতদ্বাক্যে কুহকিনী সন্দিহান হইয়া, চন্দ্রকেতু প্রতি অনুরাগ বশতঃ সন্দিগ্ধ-চিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিল যে, আমার গমনের পর যদি কোন মায়াবিনী আসিয়া উহার প্রতি আসক্ত হইয়া, হরণ বা দ্বেষভাবে উহার জীবন-নাশের চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ প্রণয়মুগ্ধা মায়াবিনী স্বর্ণাবরণে মণ্ডিত আপনার হস্তস্থ কবচ উন্মোচন করিয়া যুবরাজকে প্রদান করিল। কবচ দেখিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এই কবচের গুণ কি তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। মায়াবিনী উত্তর করিল "আমার এই কবচের মন্ত্রপ্রভাবে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ বা দানবাদি কেহই আপনার কোন প্রকার অনিষ্ট-সাধন করিতে পারিবে না। আপনি, আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, দেবতা বিশেষ এবং যখন আমার জীবন যৌবন সমস্তই আপনাকে প্রদান করিয়াছি, তখন আপনি ভিন্ন আমার আপনার লোক আর কে আছে? এই অতি গোপনীয় পদার্থ আপনাকে প্রদান করিলাম সাবধানে রক্ষা করিবেন, আমি এই কবচ প্রভাবেই এতাধিক শক্তিশালিনী।" এই বলিয়া মায়াবিনী ঐ কবচ খানি যুবরাজের হস্তে বন্ধন করিয়া দিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন করিল।

যুবরাজ কবচের বহুবিধ প্রশংসা শুনিয়া স্থির করিলেন, ইহাকে একবার পরীক্ষা করা উচিত, কেননা, ইহা হইতেও হয়ত আমার মনোদুঃখের কিছু মোচন হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বাহু হইতে কবচ খানি উন্মোচন করিয়া পড়িয়া দেখিলেন যে "যদি কোন ব্যক্তি, মায়াবিনী কর্ত্তৃক মোহিনী-বিদ্যা-প্রভাবে

অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে এই······মন্ত্র পাঠ করিলে মুক্ত হইতে পারে। যদি মায়াবিনী সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তির প্রতি বিপক্ষতাচরণ করে, তবে এই······মন্ত্র পাঠ করিলেই সে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে।"

এইরূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মন্ত্র সকল পাঠ করিয়া যুবরাজ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মন্ত্র সকল আয়ত্বাধীন করিলেন। পরে যুবরাজ মন্ত্র-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া যোগিদত্ত সেই কবচ খানি উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে "যদি কোন মায়াবিনী মায়াজাল বিস্তার করিয়া, নানারূপ হিংস্রক প্রাণিদ্বারা ভয় প্রদর্শন করায় বা অন্য কোন প্রকারে প্রাণ-বিনাশের চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই ·····মন্ত্র পাঠ করিলে মায়াবিনীকে নিধন করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিবে।" এইরূপ আশ্চর্য্য মহামন্ত্র-সকল দৃষ্টিগোচর হওয়ায় রাজকুমার চন্দ্রকেতু নানাবিধ দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমি এতদিন এই কামুকীর নিকট আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমার নিকট এমন মহামন্ত্র সকল থাকিতেও কেন আমি এই রাক্ষসীর ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতেছি? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আজ আমি মুক্ত হইতে পারিব। এইরূপ চিন্তায় তিনি রাক্ষসীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে মায়াবিনী চন্দ্রকেতু-সমীপে প্রত্যাগমন করিল। যুবরাজ সেই রাক্ষসীকে দর্শন করিবামাত্র ক্রোধ কষায়িত-লোচনে মুখভঙ্গি করিয়া কহিলেন, "রে রাক্ষসি! কামুকি! কামবাণে বিদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য আমাকে আবদ্ধ

করিয়া রাখিয়াছিস। ধিক্ তোকে! তোর প্রাণসংহার ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্রতিহিংসায় আমার চিত্ত সুস্থির হইবে না; আয় রাক্ষসি, তোর কামানল নির্ব্বাপিত করি।"

চন্দ্রকেতুমুখে অকস্মাৎ এরূপ অসম্ভব বাক্য শ্রবণে মায়াবিনী স্তম্ভিত হইল। সরোবরের স্থির সলিলে শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদয় সলিল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, আকস্মিক প্রবলবাত্যায় স্থির তরু যেমন দোদুল্যমান হয়, তদ্রূপ চন্দ্রকেতুমুখে অকস্মাৎ এই সকল রূঢ় বাক্য শুনিয়া মায়াবিনীর চিত্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর ক্ষণেক চিন্তা করিয়া মায়াবিনী অনুমান করিল যে, আমি এই অবিশ্বাসী মানবকে আত্মীয় ভ্রমে বিশ্বাস করিয়া আমার চির-সঞ্চিত গুপ্ত-মন্ত্র সকল প্রদান করিয়াছি, তৎপ্রভাবেই ইহার এতদূর স্পর্দ্ধা হইয়াছে, যাহা হউক, এখনই এই দুর্বৃত্তের গর্ব্ব খর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই স্থির করিয়া মায়াবিনী অধিকতর ক্রোধান্বিতা হইয়া, মৃত্তিকায় সবলে পদাঘাত করিল। অমনি মহূর্ত্তমধ্যে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া সহস্র সহস্র বিষধর ভুজঙ্গম ভীষণ ফনা বিস্তার পূর্ব্বক অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ গরলরাশি উদ্গীরণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চন্দ্রকেতুপ্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে যুবরাজ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত কবচের মহামন্ত্র সকল উচ্চারণ করিবামাত্র সর্প সকল তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। পরে যুবরাজ রাক্ষসীর প্রাণ-বধার্থ মহামন্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে মায়াবিনী প্রাণভয়ে যুবরাজের পদতলে নিপতিত হইল এবং সাশ্রুনয়নে প্রাণরক্ষার্থ মিনতি করিতে লাগিল।

মায়াবিনীর মোহিনী-বিদ্যা-নিপুনা সঙ্গিনীগণ তখন নানা-প্রকার প্রবোধ বাক্যে যুবরাজকে কহিতে লাগিল, "মহাশয়! যে যাহার প্রণয়াসক্ত হয়, তাহাকে এইরূপে প্রতারণা করা ও এতাদৃশ যাতনা দেওয়া কোনমতে উচিৎ নহে।" যুবরাজ কহিলেন, "দেখ, আমি যাহার প্রণয়াশায়, পিতা, মাতা, ভার্য্যা, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উন্মাদের ন্যায় বনে বনে ভ্রমন করিতেছি; কিন্তু তোমাদের কর্ত্রী তাহার বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া আমাকে মায়াবলে চিরজীবনের মত বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। যদি জগদীশ্বর এই বিপন্ন তনয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর কোন উপায় হইত না। যাহা হউক আমি পাপীয়সীর প্রাণদান করিলাম। তোমাদের প্রতিও কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিব না; আমার প্রতি অন্য কোনরূপ অনিষ্টতাচরণ করিলে তোমাদিগের বিনাশসাধন করিতেও আমি কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইব না।" ইহা শুনিয়া মায়াবিনী ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। যুবরাজও আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই মায়াপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঙ্কনময়ী-প্রত্যাশায় যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ উল্লাস

ইন্দুমেধার সহিত চন্দ্রকেতুর আলাপ ও মেধাতিথি ঋষির নিকট মন্ত্র শিক্ষা।

কুমার চন্দ্রকেতু মহামন্ত্রপ্রভাবে, মায়াবিনীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কঙ্কনমঞ্জীকামনায় অভীষ্টপথে গমন করিতে লাগিলেন। পরে পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া কতিপয় দিবস পরে এক মনোরম উদ্যানে উপনীত হইলেন। প্রতিদিন অরণ্য পর্য্যটনে কণ্টকাঘাতে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে বিশ্রামহেতু তিনি সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত অবস্থান করিলেন। এই উদ্যানে কুসুমবাসিত সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হওয়ায় যুবরাজের তাপিত শরীর শীতল হইল। অনতিদূরে অদৃষ্টপূর্ব্ব এক সুরম্য সরোবর দেখিতে পাইলেন। ইহার চতুঃপার্শ্ব-ভূমি ধবল-পাষাণ-নির্ম্মিত এবং সোপানগুলি মর্ম্মর-প্রস্তরে মণ্ডিত। ইহা দূর হইতে অবলোকন করিয়া যুবরাজ মনে করিলেন যেন নীলগিরি-শিখরে সুদৃশ্য তুষাররাশি পতিত রহিয়াছে। কুমার চন্দ্রকেতু ইহার সুন্দর সোপানে উপবিষ্ট হইয়া সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে সরোবরের শোভা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মৃদুল সমীরণ প্রবাহিত হওয়ায়, জলজ পুষ্পসকল তরঙ্গ হিল্লোলে নৃত্য করিতে

ছিল। ইহার নির্ম্মল সলিলে হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলচরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিতে ছিল।

সরোবরের এইরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যুবরাজ অতিশয় প্রীত হইয়া ইহার বারি সেবন করিলেন। পরে বিগত-ক্লম হইয়া উদ্যানের শোভা পরিদর্শনার্থ সলিল হইতে তীরে অবরোহন করিলেন। উদ্যানের কোনস্থানে ফলভরাবনত সুসজ্জিত বিটপি-পুঞ্জের উপর নানাবর্ণের নয়নরঞ্জন বিহঙ্গগণ নৃত্য করিতেছে। কোথাও মদমত্ত শিখিকুল কলাপ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। কোথাও মৃগকদম্ব নিঃশঙ্কমনে লম্ফ-উল্লম্ফনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এইরূপ উদ্যানের প্রীতি-প্রদ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া চন্দ্রকেতু এক আলবাল-বেষ্ঠিত মহীরূহ-মূলে উপবেশন করিলেন। তিনি একাকী সেইস্থানে বসিয়া স্বভাবের শোভা অবলোকন করিতে করিতে জগৎ পিতার গুণগান করিতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি কামিনীর কলধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই নির্জ্জন উদ্যান-মধ্যে কোথা হইতে কামিনীগণের কণ্ঠধ্বনি আসিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্রতা সহকারে সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, যে কতকগুলি রূপবতী রমণীর স্কন্ধোপরি চতুর্দ্দোলায় আরূঢ়া হইয়া যেন কোন অলোক সামান্যা রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী যুবতী অগ্রসর হইতেছেন। যুবতীগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ায় সীমন্তিনীর রূপমাধুরী স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অনধিক পঞ্চাশৎ-সংখ্যকা নবীনা দিব্যাঙ্গনা নানাভরণে ভূষিতা হইয়া মৃদুমন্দ গমনে হাস্য-আস্যে আগমন

করিতেছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দোলাধিরূঢ়া প্রধানা কামিনী মণিময় কিরীট ধারণ করিয়া, দিব্য বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া, যুবতীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হওয়ায়, তারকা বেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার মনোহারিণী-কান্তিদর্শনে যুবরাজ অবশেন্দ্রিয় হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরনেত্রে সেই বিদ্যুল্লতা দেখিতে লাগিলেন।

অনঙ্গদেবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! প্রণয়-পরাঙ্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণও ইহাঁর প্রভাবে বিচলিত হয়। যুবরাজের নিরুৎসুকচিত্তে প্রণয়ানুরাগ অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিল। তাঁহার সেই কঙ্কনময়ীর রূপলাবণ্য-পূর্ণ চিত্তনিকেতনে সম্মুখ-বর্ত্তিনী কামিনীর কমনীয় কান্তি প্রবেশ করিল। যুবরাজ তাঁহার মোহিনীমূর্ত্তি অনিমিষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিন্তা করিলেন, হায়! কোন্ ভাগ্যধর এই ললনার অধিকারী। স্বর্গসুখও তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ। যিনি এই রমণীর পাণিগ্রহন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী। শারদীয় পূর্ণশশীতে কলঙ্ক আছে, কিন্তু ইনি নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রমাস্বরূপা। মদলিকে! রূপগর্ব্বে উন্মত্তা হইয়াছিলে একবার এই সুন্দরীর রূপরাশি দর্শন করিয়া আপনার রূপের গর্ব্ব খর্ব্ব কর। মানভায়! এখন তুমি কোথায় রহিলে, তুমি যে আমার নিকট কঙ্কনময়ীর রূপ বর্ণনা করিয়াছিলে সেই বিশ্ব-বিমোহিনী কামিনী কি এই রমণীর লাবণ্য অপেক্ষাও লাবণ্যবতী? হায় বন্ধু সোমজিৎ! তুমি একবার আসিয়া এই দিব্যকান্তি সন্দর্শনে নয়ন চরিতার্থ কর। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনিমিষলোচনে সেই মুখচন্দ্রমা দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে সুন্দরীও যুবরাজের রমণীয় রাজকান্তি সন্দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে কুসুমশর সন্ধানের পথবর্ত্তিনী হইলেন। বারম্বার চন্দ্রকেতুর বদনমণ্ডল সস্পৃহ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যেন রতিপতি স্বয়ং দিব্য কান্তিতে তরুতল উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার নিমিত্ত কুসুমশর যোজনা করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দুরাত্মা মকরকেতনের শরপাতে তাঁহার চিত্ত বিকৃত হইল। সুন্দরী নিজচিত্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বিকারের অমৃতৌষধি-সেচন-নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। মদনবাণ উপেক্ষা করা কাহার সাধ্য? ইহার প্রভাবে শান্তপ্রকৃতি কালত্রয়-দর্শী তাপসজনেরও চিত্ত বিকৃত হয়। ক্রমে কন্দর্পশরে সুন্দরী এতাধিক প্রপীড়িতা হইলেন যে অবশেন্দ্রিয় হইয়া সখিগণকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে ঐ তরুতল-আসীন যুবরাজের নিকট লইয়া চল।" ইহা শুনিয়া সখিগণ উত্তর করিল "আজ আপনার মুখে এরূপ অসম্ভব আদেশ শুনিতেছি কেন? আপনি পুর-মহিলা রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের নিকট গমন করিবেন।" তখন সুন্দরী বলিলেন, "তোমরা-আমার বিষয় সমস্তই অবগত আছ। যদি ভগবান্ অনুকম্পা-পূর্ব্বক অনঙ্গমোহন এই পুরুষরত্ন মিলাইয়া দিয়াছেন, তখন আমি ইহাঁরই অদৃষ্ট-ভাগিনী হইব। ইহাতে তোমরা প্রতিবাদিনী না হইয়া আমাকে ঐ দিব্যকান্তি-পুরুষমূর্ত্তি সমীপে লইয়া চল।" তখন সহচরিগণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে যুবরাজের নিকট লইয়া গেল।

চন্দ্রকেতু সুন্দরীকে সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে দেখিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিলেন। কিন্তু সাহস করিয়া কোনপ্রকার বাক্যালাপ না করিয়া সেই স্থানেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তখন অন্যতম সহচরী অগ্রসর হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন কাননে একাকী আগমন করিয়াছেন?" তখন চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন "আমি কোনও পথিক, আমার অভিলষিত স্থানে গমন করিতে করিতে শ্রম-নিবারণ-হেতু এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছি।" ইহা শুনিয়া অন্যসখী তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, "মহাশয়! যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে আমাদের গৃহে যাইয়া আতিথ্য-সৎকার-গ্রহণে আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।"

সহচরিগণের বাক্য শুনিয়া যুবরাজ ভাবিলেন, ইহারা আমার সহিত সাতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু ইহারা মায়াবিনী কি না তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। একবার এইরূপ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মায়াবিনীর মায়াজালে পতিত হইয়াছিলাম শেষে বহুকষ্টে ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছি। যদি ইহারাও মায়াবিনী হয়, এবং আমাকে লইয়া গিয়া অন্য কোন প্রকার মায়াজালে জড়িত করে তাহা হইলে আবার কি উপায় হইবে? এইরূপ অনন্যমনে যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তাহেতু যুবরাজ বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকায়, সুন্দরী ভাবিলেন, কোনরূপ কৌশলে ইঁহাকে আমার আলয়ে লইয়া যাইতে পারিলে ইঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইব। এই

আশায় তিনি সম্মুখীন হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনয়-নম্র বচনে কহিলেন, "হে প্রিয়-দর্শন! আমার আলয়ে যাইতে কেন আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন? যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই উদ্যানে আগমন করিয়াছেন তখন এই অধীনীর গৃহে পদার্পণ পূর্ব্বক গৃহ পবিত্র করুন। আপনি শ্রম-জনিত বিশেষ কষ্ট পাইয়াছেন সুতরাং এস্থানে বিশ্রাম করা আপনার কোনমতে বিধেয় নহে।" সুন্দরীর এবম্বিধ ভদ্রোচিত সাদর বচনে যুবরাজ আর দ্বিরুক্তি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের সহিত গৃহে গমন করিলেন।

যুবরাজ সুন্দরীর ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রতি প্রকোষ্ঠে মহামূল্য দ্রব্যাবলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবশেষে তাঁহার নিজকক্ষে প্রবিষ্ট হইলে যুবরাজ সুন্দরীর সাদর-অনুরোধে দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপার্শ্বস্থ স্বতন্ত্র সিংহাসনে সুন্দরী স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন। সখিগণ তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বে পরিবেষ্টিতা হইয়া, রোহিনীসংযুক্ত-নিশানাথ-পরিবেষ্টিত তারকা-রাজির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পরিচারিকাগণ যুবরাজের আতিথ্য-সৎকার করিবার নিমিত্ত বিচিত্র পাত্র পূর্ণ করিয়া বিবিধ পান ভোজ্য আনয়ন করিলেন। সুন্দরীর অনুরোধে যুবরাজ ইচ্ছামত পান ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে নানাবিধ কথোপকথনের পর সুন্দরী অবসর বুঝিয়া বিনয়-বচনে বলিলেন, "মহাশয়! আপনার সম্বন্ধে আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যদি আপনার বিরক্তি-জনক না হয় তাহা হইলে আত্ম-পরিচয়

প্রদান করিয়া আমার কৌতুহলাত্মক চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। চন্দ্রকেতু তাঁহার নিরুপম রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার বিনয়ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আত্মগোপন না করিয়া বলিলেন, সুন্দরি! আমার দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিবার যদি একান্ত বাসনা হইয়া থাকে তবে শ্রবণ করুন।

"জয়ন্তী নগরের প্রসিদ্ধ নরপতি বীরকেতু আমার পিতা। আমি তাঁহার এক মাত্র পুত্র চন্দ্রকেতু। একদা আমার পত্নী রূপ-মদে উন্মত্ত হওয়ায়, আমার প্রিয় শুক পক্ষী তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, চিত্রপুরের কঙ্কনময়ী অপেক্ষা জগতে আর কোথাও অধিকতর রূপলাবণ্যবতী রমণী নাই। আমি সেই বিশ্বাসে তল্লাভ-বাসনায় পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে যাইবার জন্য ঐ প্রিয় পক্ষী এবং সোমজিৎ নামক আমার প্রিয় বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া চিত্রপুর যাত্রা করি। পথে দৈবদুর্ব্বিপাকে দুইটী কুরঙ্গিণী দৃষ্ট হয়। আমরা সেই হরিণী-যুগলকে ধরিবার নিমিত্ত তাহাদের অনুসরণ করি। সেই সময় আমার প্রিয় পক্ষী যে কোথায় পথভ্রষ্ট হইল তাহা জানিতে পারিলাম না। শেষে কুরঙ্গিণী দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে গমন করায় বন্ধু সোমজিৎও সেই সময় আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হয়। তদবধি আমি আর তাহাদের কোন সন্ধান পাই নাই। শেষে আমাকে শোকাকুল দেখিয়া কোন মহর্ষি সঙ্গে করিয়া তাঁহার আশ্রমে লইয়া যান। তিনি আমার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমাকে একখানি কবচ প্রদান করেন। অনন্তর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিত্রপুর অভিমুখে গমন

করিতে করিতে এইরূপ উদ্যানবিশিষ্ট এক মায়াপুরে প্রবেশ করিয়া মায়াবিনীর হস্তে পতিত হই। বহু কষ্টে ভগবদিচ্ছায় ঐ রাক্ষসীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া আমার অভিলষিত স্থানে যাই-তেছি। পথে আপনার সুন্দর উদ্যান দেখিয়া বিশ্রাম হেতু এই স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। সুন্দরি, আমার পরিচয় শুনিলেন এক্ষণে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া আমার উদ্বেগ নিবারণ করুন।”

চন্দ্রকেতুর বাক্য শুনিয়া সুন্দরী বিমর্ষ হইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারায় বাষ্পবারিতে তাঁহার নয়ন যুগল আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। যুবতীকে সহসা এইরূপ ম্লানমুখ ও ক্রন্দন করিতে দেখিয়া যুবরাজ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—সুন্দরি! একি! কেন আপনার এরূপ চিত্তবিকার হইল? হঠাৎ আপনার কমলনেত্র কেন বাষ্পাকুল হইল? যুবরাজের আগ্রহপূর্ণ বিনয়-প্রশ্নে সুন্দরী কোন রূপ উত্তর দিতে না পারিয়া কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুন্দরীকে অধিকতর শোকাকুল দেখিয়া যুবরাজ পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, “দেবি! আপনি আমার নিকট আপনার মনো-দুঃখের কারণ বলুন, আমি সত্য কহিতেছি, যদি আমার দ্বারা আপনার দুঃখের কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হয়, তাহা আমি অবিচলিত-চিত্তে করিব।” তখন সুন্দরী বাষ্পাকুল লোচনে গদ-গদ স্বরে বলিলেন, রাজন্! আমার প্রতি যদি আপনার এতাদৃশ অনুগ্রহ হইয়া থাকে তবে আমার সমক্ষে এই

প্রতিজ্ঞা করুন, যে, আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে আপনি কখনই বিমুখ হইবেন না, তাহা হইলে আমার মনোদুঃখের কারণ নিবেদন করি। যুবরাজ কহিলেন, আমি সত্য বলিতেছি, আমার দ্বারা যদি আপনার কোনও রূপ উপকার সাধিত হয় তাহা আমি প্রাণ দিয়াও অকাতরে সমাধা করিব। এক্ষণে আপনার মনোদুঃখের কারণ বলিয়া ও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমার বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে শান্তি স্থাপন করুন। আপনাকে শোকাকুল দেখিয়া আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।

তখন সুন্দরী কহিলেন, "রাজন্! আপনিই আমার দুঃখের কারণ। যেহেতু, আপনার চিত্ত-বিমোহন দিব্য বপুঃ সন্দর্শনে, নিঃশঙ্কমনে আপনার প্রতি চিত্তার্পন করিয়া আমার এই দশা ঘটিয়াছে। হায়! আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট তাই আপনি আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছিলেন। আমি বড় আশা করিয়াছিলাম— এত দিনের পর বুঝি বিধি আমার উপর সদয় হইয়া অমূল্য নিধি মিলাইয়া দিলেন—কিন্তু হায়! আপনার কঙ্কনগরীর নিকট গমনবার্ত্তা শুনিয়া আমার সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। না জানিয়া আপনার প্রতি চিত্তার্পন করিয়া এক্ষণে নিরয়-গামিনী হইলাম। যদি আপনি প্রতিজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ না হইয়া আমায় শ্রীচরণে স্থান দেন তাহা হইলে এ পাপ হইতে মুক্ত হই, নচেৎ আমার সকল সাধ মিটিল।"

সুন্দরীর বাক্য শুনিয়া যুবরাজের অন্তঃকরণে করুণা-সঞ্চার হইল। তিনি তখন সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন সুন্দরি! আপনার মনোগত ভাব বুঝিয়াছি, আপনার দুঃখ করিবার কিছুই নাই,

আপনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। আমি প্রতিজ্ঞা পালনে কখনই বিমুখ হইব না।”

সুন্দরী যুবরাজ-বচনে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন “যুবরাজ! প্রসিদ্ধ বিজয়নগরের অধিপতি মেধাতিথি আমার পিতা। আমি তাঁহার এক মাত্র কন্যা ইন্দুমেধা। জননী বসুমতীর বিয়োগে আমার বাল্যাবস্থাতেই পিতার সংসার-বিরাগ হয়। আমি সেই অবধি পিতা ভিন্ন আর কিছুই জানিতাম না। যদিও পিতা সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন তথাপি মমতাপ্রযুক্ত তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারেন নাই। আমি কিঞ্চিৎ বয়স্থা হইলে এক দিবস পিতা রাজ্যভার মন্ত্রীর হস্তে অর্পন করিয়া আমাকে বলিলেন “মা, অদ্যাবধি তুমি মন্ত্রীকে পিতৃজ্ঞান করিবে। তিনি যাহা বলিবেন তুমি কদাচ তাহা অমান্য করিবে না। আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার অভিলষিত পথে গমন করিতেছি।” ইহা শুনিয়া আমার শিরে বজ্রাঘাত হইল। মাতার বিয়োগজনিত শোক, তদুপরি আবার পিতার এরূপ মর্ম্মভেদি বাক্য শুনিয়া যুগপৎ উভয় শোকে আমি অধৈর্য্য হইয়া পিতার চরণ যুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পিতা আমাকে নানারূপ বুঝাইলেন কিন্তু আমার হৃদয় তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ না করিয়া আরও ব্যথিত হইতে লাগিল। আমি অনেক ক্রন্দন করিলাম, তথাপি পিতার গমনে স্থির নিশ্চয় দেখিয়া তাঁহাকে শেষে এই অনুরোধ করিলাম যে, যদি আপনি একান্ত গৃহে না থাকিবেন তবে আপনার অবশিষ্ট কাল আমাদের চম্পা নামক উদ্যানে অবস্থিতি করুন। আমিও সেই স্থানের শান্তিমন্দিরে থাকিব। আপনাকে

ছাড়িয়া আমি ক্ষণ মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না। আমি সেই স্থানে থাকিয়া প্রতিদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিব। ইহাতে পিতা অস্বীকৃত হইলেও মন্ত্রী মহাশয় পিতাকে বুঝাইয়া বলিলেন "যাবৎ ইন্দুমেধার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন না হয় তাবৎ আপনি উহার অভিলষিত স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস করুন।" মন্ত্রী মহাশয়ের কথায় পিতা ভিন্ন মত না করিয়া সেই অবধি তিনি এই চম্পা নামক সুন্দর তপোবনে ঈশ্বর চিন্তায় কালযাপন করিতেছেন। এবং আমিও সেই অবধি আমার এই শান্তিমন্দিরে অবস্থিতি করিতেছি। আমাদের স্বয়ম্বরপ্রথা থাকা হেতু আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। মন্ত্রী মহাশয় আমাকে গৃহে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত হই নাই। তবে সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছামত মন্ত্রী মহাশয় ও আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া আসি। আমি এই স্থানে আসিয়া অবধি প্রতিদিন পিতাকে দেখিতে যাই; অদ্যও সেই স্থানে গিয়াছিলাম। দৈবদুর্ব্বিপাকে পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমার এরূপ দশা ঘটিয়াছে। কুমার! আমি জন্মাবধি ভাগ্যহীনা! বাল্যাবস্থাতেই মাতৃবিয়োগ হয়—পরে পিতার সংসারবিরাগে মনে তিলার্দ্ধ সুখ নাই, এক্ষণে মনোমত পতি পাইয়াও যদি পতিপ্রেমে বঞ্চিত হই তাহা হইলে আর আমার জীবন ধারণে ফল কি? যতদিন বাঁচিব ততদিন এইরূপ দুঃখে দুঃখেই দিন অতিবাহিত করিব। হা অদৃষ্ট! তোমার কপালে এই ছিল!" এই বলিয়া রাজকুমারী রোদন করিতে লাগিলেন।

সুন্দরীকে পুনরায় রোদন করিতে দেখিয়া সহচরীগণ বলিল রাজকুমারি! আমরা পূর্ব্বেই আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলাম যে আপনি অজ্ঞাত-কুলশীল যুবরাজের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একবারে অধৈর্য্য হইবেন না। কিন্তু আমাদের কথা আপনি যেমন উপেক্ষা করিলেন এক্ষণে তদ্রূপ অপরিনামদর্শী পতঙ্গের মত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হউন।

সহচরীগণের তিরস্কার শুনিয়া চন্দ্রকেতু বলিলেন "সখিগণ! তোমাদের রাজনন্দিনীকে গঞ্জনা দিবার কোন কারণ নাই। তিনি যখন স্বেচ্ছায় আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তখন আমিও আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্যাবধি তাঁহাকে আমার সুখ দুঃখের ভাগিনী করিলাম। কিন্তু এখন পরিণয় প্রস্তাবে সম্মত হইব না। আমি যে আশায় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়াছি, অগ্রে আমার সেই আশা পূরণ হউক, পরে নিশ্চয়ই আমি শেষ প্রতিজ্ঞা পালন করিব।" ইহা শুনিয়া ইন্দুমেধার মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ হইল বটে, কিন্তু কঙ্কনময়ীর নাম স্মৃতি পথে উদিত হওয়ায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি চন্দ্রকেতুকে কোনরূপ উত্তর না দিয়া অবনত বদনে রহিলেন। চন্দ্রকেতু সুন্দরীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! কি নিমিত্ত সন্দেহ করিতেছ! তুমি নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকেই অঙ্কলক্ষ্মী করিব।

পরস্পরের কথোপকথনে ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে চতুর্দ্দিক হইতে আপন আপন আবাসে উপস্থিত হইতে লাগিল। দিনমণির অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ অংশুমালা

ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হওয়ায় দশদিক তমোময় ভস্মাবরণে আচ্ছন্ন হইল। প্রকৃতি সুন্দরী তপন দেবের বিরহে মনোদুঃখে কৃষ্ণবাস ধারণ করিলেন। নিশাচরগণ উল্লাসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কুমার চন্দ্রকেতু বলিলেন, হৃদয়ানন্দে! সন্ধ্যা সমাগত, আর আমার এস্থানে থাকা উচিৎ নহে, এইবার প্রফুল্লান্তঃকরণে আমায় বিদায় দাও যেন আমি কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমার মুখচন্দ্রমা দেখিতে পাই।

তখন ইন্দুমেধা বলিলেন, নাথ! এখনি কোথায় যাইবেন? এই ভয়ঙ্কর তমসাচ্ছন্ন শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যে একা কোথায় যাইবেন? যখন আমাকে শ্রীচরণের দাসী করিয়াছেন তখন এ দাসীর জীবন থাকিতে এ রজনীতে আপনি কোথাও যাইতে পারিবেন না। অদ্য রজনী আমার নিকট অতিবাহিত করুন, কল্য প্রাতে আমার পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চিত্রপুর যাইবেন। শুনিযাছি অনেক রাজকুমার সেখানে যাইয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাছে আমার অদৃষ্ট-দোষে আপনার সেই দশা ঘটে, এই ভযে তাহার উপায় উদ্ভাবন হেতু আপনাকে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ করিয়া বলিতেছি; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চিত্রপুর যাইলে মহা বিপদে পড়িবেন। যেহেতু আমার পিতা ভবিষ্যৎ বিপদ্নাশের নানা উপায় অবগত আছেন। তাঁহার নিকট হইতে সেই সমস্ত উপায় জানিয়া লইলে আর আপনাকে কোন প্রকার বিপদে পড়িতে হইবে না, আপনি চিত্রপুর যাইয়া সফলমনোরথ হইবেন। সুতরাং অদ্য রজনী এই স্থানে থাকিয়া কল্য প্রাতে

পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার অভিলষিত স্থানে যাইবেন।

সুন্দরীর অনুরোধে যুবরাজ অগত্যা সেই রজনী তথায় থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং ভাবিলেন, যদি তাঁহার দ্বারা কোন উপায় হয় তাহা হইলে এ সুবিধা ত্যাগ করা বিধেয় নহে। এই ভাবিয়া সুন্দরী-সহবাসে সেই স্থানে সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পর দিন প্রাতে যুবরাজ নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া ইন্দুমেধাকে বলিলেন, প্রিয়ে, এইবার তোমার পিতৃদেবের আশ্রমে লইয়া চল। আজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র সুন্দরী সহচরীগণের সহিত বেশভূষা করিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত দিব্য যানে আরোহনপূর্ব্বক মেধাতিথির তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

যাইতে যাইতে যুবরাজ চন্দ্রকেতু তপোবনের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে যেন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক প্রেমভাব প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়কে উৎফুল্ল করিল। তিনি হর্ষোৎফুল্লনেত্রে চতুর্দ্দিকে তপোবনের শোভা দেখিতে লাগিলেন। যুবরাজ দেখিলেন—কোথাও ময়ূর ময়ূরীগণ মনোল্লাসে নৃত্য করিতেছে, কোথাও মৃগকদম্ব নিঃশঙ্ক-মনে সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত একত্র বিচরণ করিতেছে, কোথাও হোম-গৃহ হইতে ধূমপটল উত্থিত হইয়া গগন প্রাঙ্গন আবৃত করিতেছে, কোথাও বিহঙ্গমগণ অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে তপোবন-বাসীর কর্ণকুহর শীতল করিতেছে। তপোবনের এইরূপ রমণীয়তা দর্শন করিয়া চন্দ্রকেতু সানন্দ চিত্তে বলিলেন, প্রিয়ে, এরূপ সুন্দর তপোবন আমি কখনও পরিদর্শন করি নাই। আহা!

এখানে যেন দয়া, স্নেহ, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সর্ব্বদাই বিরাজমান। ইহাদের ভয়ে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি রিপুগণ কোথায় পলায়ন করিয়াছে। আজ আমি ধন্য হইলাম। তপোবনের সমস্তই অদ্ভুত, অলৌকিক ও প্রীতিপ্রদ। তখন ইন্দুমেধা বলিলেন নাথ, এখানে থাকিলে যেমন চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়, এমন আর কোথাও হয় না। সেই কারণে আমি প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া থাকি। ক্রমে তাঁহারা আশ্রম সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে ইন্দুমেধা এক তেজঃপুঞ্জ পুরুষ মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন জীবিতনাথ! ঐ দেখুন, উনিই আমার পিতা। ইহাঁর নিকট হইতে নানা বিষয়ের মন্ত্র শিক্ষা করিয়া লইবেন, তাহা হইলে আর আপনাকে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে হইবে না। দূর হইতে চন্দ্রকেতু কৃষ্ণাজিনোপরি সমাসীন দেব মূর্ত্তিকে দেখিলেন, যেন—সাক্ষাৎ মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডদেব ধরাতলে অবতীর্ণ। তাঁহার মস্তকে জটাভার, গলদেশ ও বাহুযুগল রুদ্রাক্ষ মালায় পরিশোভিত এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রকে আচ্ছাদিত। সম্মুখে প্রজ্জলিত হোমকুণ্ড, পার্শ্বে কমণ্ডলু এবং তিনি ধ্যান-স্তিমিত-লোচন। এই ভাব দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যথার্থ ভগবান্ জ্ঞানে মনে মনে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তিনি যান হইতে অবরোহন করিয়া বলিলেন প্রিয়ে! এস আমরা সকলে পদব্রজে ঐ স্থানে যাই। তখন সকলে যান হইতে অবরোহন করিয়া পদ বিক্ষেপে সেই আশ্রমে উপনীত হইলেন।

সকলে ভক্তিভাবে রাজর্ষিকে প্রণাম করিলেন। পার্শ্বে—সুন্দরী ইন্দুমেধা সলজ্জভাবে সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া দণ্ডায়-

মান রহিলেন এবং সম্মুখে—যুবরাজ চন্দ্রকেতু জানুপাতিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! মহাত্মা মেধাতিথি ধ্যানস্তিমিত এবং সম্মুখে অনুগ্রহপ্রার্থী ভক্তজনগণ! যেন পর্ণকুটীর আজ শতচন্দ্রে পরিশোভিত দ্বিতীয় স্বর্গ। যুবরাজ রাজর্ষির বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে ভাবিলেন, আহা! ইনি যেন করুণ রসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, শান্তিলতার মূল এবং ক্রোধ-ভুজঙ্গের মহামন্ত্র। ইহাঁর কৃপানেত্রে পতিত হইলে যথার্থই আমার আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল। তিনি পুনর্ব্বার রাজর্ষিকে প্রণাম করিলেন। তখন মেধাতিথির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি হস্তোত্তলন পূর্ব্বক যুবরাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং ইন্দুমেধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মা! কল্যকার ঘটনা আমি সমস্তই অবগত আছি এবং আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা দুইজনে দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কাল যাপন কর। তখন কোন সহচরী বলিল ভগবন্! কৈ ইনিতো আপনার দুহিতার পাণিগ্রহণ করিলেন না? ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যুবরাজ কোথায় কঙ্কনময়ীর আশায় গমন করিতেছেন। কিছুতেই নিষেধবাক্য শুনিতেছেন না। যদি আপনি কোন রূপে বুঝাইয়া ইহাঁর গতিরোধ করিতে পারেন।

ইহা শুনিয়া রাজর্ষি মেধাতিথি বলিলেন, "মা ইন্দুমেধা! তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া কেন উতলা হইতেছ? যুবরাজের অদৃষ্টে যাহা

লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই ফলিতে হইবে। দৈবের উপর হস্তক্ষেপ করা কাহার সাধ্য ? তজ্জন্য তোমাদের ভাবনা বা দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবানের যেমন ইচ্ছা তাহাই হইবে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই কথা বলিয়া মেধাতিথি, নিজ দুহিতা ও সহচরীগণকে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া যুবরাজ-প্রমুখাৎ সমস্ত বিষয়ের পরিচয় লইলেন। চন্দ্রকেতুও নিঃশঙ্কমনে সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করিলেন। ইহা শুনিয়া যোগিবর যুবরাজের প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন "বৎস! প্রতিজ্ঞা পালন করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। প্রতিজ্ঞা-পালন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিই ভীরু ও কাপুরুষ। যাহা হউক বৎস! যদিও তুমি চিত্রপুরে নানারূপ বিঘ্ন ও বিপদে পড়িবে। তথাপি তোমার অদৃষ্ট গুণে তুমি সফল-মনোরথ হইবে, তুমি যেন কখন হতাশ হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে বিস্মৃতি হইও না। সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ রক্ষা করিবেন।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রকেতু বলিলেন "প্রভো! চিত্রপুরে বিপদে পড়িলে তাহার উপায় কি হইবে ? আপনি ইহার কোনরূপ উপায় নিরাকরণ করিয়া দিন।" ইহা শুনিয়া মেধাতিথি বলিলেন, বৎস! স্থির হও, আমি তোমাকে কতকগুলি মন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি সেই মন্ত্র প্রভাবে সহস্র বিপদে পতিত হইলেও মুক্তিলাভ করিবে। এই বলিয়া তিনি চন্দ্রকেতুকে নানা বিষয়ের মন্ত্র শিক্ষা দিলেন; এবং বলিলেন বৎস তুমি ধন্য! তোমার উপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকম্পা হওয়ায় তুমি শীঘ্র সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইবে। চিত্রপুরও তোমার করতলগত হইবে। এবং তুমি যে আশায়

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ অনায়াসে তদ্বিষয়েও কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু সাবধান! সুন্দরী পাইয়া যেন আত্মহারা হইও না। শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং আমার ইন্দুমেধার পাণিগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। এবং সেই সময় আমি—তোমাকে এক অদ্ভুত মন্ত্র প্রদান করিব তাহার প্রভাবে তুমি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারিবে তাহার নাম "প্রাণীসঞ্চালনী বিদ্যা"। তোমাকে আর একটি কথা বলি,—রূপে যেমন কঞ্চনময়ী, তেমনি বুদ্ধিতে আমার দুহিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তুমি ইহার বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্ব বিপদ হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবে। তুমি এই দুই অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়া অবস্থান কর। এই বলিয়া তিনি চন্দ্রকেতুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং চন্দ্রকেতুও তাঁহাকে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। এই সময় মেধাতিথি দুহিতাকে বলিলেন, বৎসে! আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি যেমন তোমার উপর পরিণয় সম্বন্ধে ভারার্পণ করিয়াছিলাম এক্ষণে তুমি উপযুক্ত পাত্রে আত্ম সমর্পন করিয়াছ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ইনি চিত্রপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। তুমি এতাবৎকাল ভাবি পতির মঙ্গল সাধন হেতু দেবার্চ্চনা করিবে। আর চন্দ্রকেতুর বিপদ নিবারণের নিমিত্ত আমি সমস্ত মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রফুল্লচিত্তে যুবরাজকে বিদায় দাও, যাহাতে বৎস চন্দ্রকেতু স্বকার্য্য সাধন করিয়া সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। তখন সকলে মহাতপা মেধাতিথিকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে বিদায় হইলেন।

এদিকে যুবরাজ চন্দ্রকেতু কিয়দ্দূর ইন্দুমেধার সহিত আসিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! এইবার আমায় বিদায় দাও। চিত্রপুর যাইয়া মনোভীষ্ট পূরণ করিয়াই সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিব। প্রিয়ে, আমার নিমিত্ত একদিনও সন্দিগ্ধচেতা হইও না, আমি যথাসময়ে আসিয়াই আবার তোমার বদনশশী নিরীক্ষণ করিব। আমার চিত্তচকোর তখন নিয়তই তোমার বদন-সুধাংশুর কিরণ পান করিবে। এইবার বিদায় দাও, একবার চন্দ্রানন তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া বল—যাও।" সুন্দরী তখন গমনোন্মুখ চন্দ্রকেতুর হস্ত ধারণ করিয়া ছল ছল নয়নে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! আপনাকে পাইয়া আমি মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! আমি এমনি হতভাগিনী যে আমার আশা না পুরিতেই সেই হৃদয়ের ধনকে বিদায় দিতে হইতেছে। হায়! যদি একান্তই যাইবেন তবে অধিনীকে ভুলিবেন না। যেন সুন্দরী পাইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ না হন। প্রাণেশ্বর! প্রাণ খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল কামনা করিতেছি, যেন অচিরে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হয়। প্রাণনাথ! এ অধীনীকে এই নির্জ্জন কানন মধ্যে একাকিনী ফেলিয়া যাইতেছেন, যেন অধীনীর সজল বদন স্মরণ থাকে।" তখন চন্দ্রকেতু ইন্দুমেধার চন্দ্রবদন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইওনা, আমি তোমারই, ত্বরায় আসিয়া আবার তোমার প্রেম সুধা পান করিব। প্রতিজ্ঞা পালন হেতু আমি চিত্রপুর যাইতেছি, নচেৎ আমি যাইতাম না। প্রিয়ে এইবার আসি"।—এই বলিয়া যুবরাজ সুন্দরীর সজল নয়ন নিরীক্ষণ করিতে করিতে সখিগণের নিকট বিদায় লইয়া

চিত্রপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দুমেধা এক দৃষ্টে চন্দ্রকেতুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং চন্দ্রকেতু এক একবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া সেই চন্দ্র বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আহা বিরহবিকারাচ্ছন্ন চিত্তের কি অপূর্ব্বভাব! তাঁহার মনে তখন কেবল ইন্দুমেধার মুখখানি উদয় হইতে লাগিল। যদিও তিনি কঙ্কনময়ীকামনায় চিত্রপুর যাইতেছেন তথাপি ইন্দুমেধার সেই সরলতাপূর্ণ বিনীত আচরণ, প্রেমপূর্ণ মধুর বচন ও বিদায় কালীন সজল নয়ন সততই মনে জাগরূক হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই জগজ্জন বিমুগ্ধকারিণী কঙ্কনময়ীর রূপরাশি মনে হওয়ায় আবার আশাপথে ধাবিত হইতে লাগিলেন। একবার ইন্দুমেধার বিদায় কালীন সেই মুখ-চ্ছবি, একবার কঙ্কনময়ীর মিলনেচ্ছা, এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি চিত্রপুরাভিমুখে চলিলেন। এদিকে ইন্দুমেধা চন্দ্রকেতুকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষন করিতে করিতে যখন আর দেখিতে পাইলেন না, তখন সখিগণ সহ নয়নের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম উল্লাস

কঙ্কনময়ীর সহিত চন্দ্রকেতুর বিবাহ ও স্বদেশাভিমুখে আগমন।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু, রাজর্ষি মেধাতিথি ও তৎকন্যা বুদ্ধিমতী ইন্দুমেধার নিকট সজলনয়নে বিদায় লইয়া, হংসরাজ-তনয়া কঙ্কনময়ী-কামনায় চিত্রপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মেধাতিথির আশ্রম হইতে চিত্রপুর বহু যোজন দূরে অবস্থিত। পন্থা নিতান্ত দুর্গম—পর্ব্বত, কানন, নদ, নদী ও বিশালবক্ষ হ্রদ-সমূহের দ্বারা সেই পথের দূরত্ব যেন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুবরাজ সাগরগামী বিপুলবেগ নদের ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কোনও বিপদে কাতর না হইয়া, চিত্রপুর নগর প্রাপ্তি আশায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে হিংস্র পশুগণ ও হিংস্রপশু অপেক্ষা ভয়ানক নরপশু দস্যুতস্করগণ, তাঁহার উপর বিবিধ উপদ্রব করিয়াও তাঁহাকে অভীষ্টপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। অসীম বলশালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবরাজের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না, তাঁহার হৃদয়াকাশে কল্পনার রাগে চিত্রিত অভিলষিত অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি প্রতিনিয়ত উদিত ছিল। বহুদিবসের

পথশ্রান্তির পর অনতিদূরে তিনি বিশালতোয়া এক স্রোতস্বিনী দেখিতে পাইলেন। অন্তিকাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহার নাম 'চন্দ্রভাগা' জানিয়া যুবরাজের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব এক আনন্দের উদয় হইল। বিহঙ্গমবর মানভাবের মুখে শুনিয়াছিলেন চন্দ্রভাগার অনতিদূরেই চিত্রপুর রাজধানী। তিনি অধিকতর আনন্দাধীর চিত্তে সেই নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তখন দিবাকর অস্তগমনোন্মুখ, পশ্চিমাকাশশায়ী। যুবরাজ পূর্ব্বদিঙ্মুখে যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঝলসিয়া যাইল। তিনি অগ্রভাগে চাহিয়া দেখেন কিঞ্চিৎ দূরে আকাশপথে প্রভাকর সদৃশ ভীষণ এক জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইতেছে। তাহার তেজঃ চতুর্দ্দিকে সমুৎকীর্ণ হইয়া সেই স্থল আলোকিত করিয়াছে ও তন্নিপতিত পান্থনয়ন উচ্ছলিত হইতেছে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিরীক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার হইল। অপরাহ্ণ সময়ে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় সম্ভবপর নহে, এবং পূর্ণচন্দ্রও কখন প্রখরমরীচি হয় না—তবে এ পদার্থটী কি? তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এদেশে কি দ্বিতীয় সূর্য্য দিবসে উদিত হয়!—কিম্বা এ কোন ঐন্দ্রজালিকের দেশ! কোনও ঐন্দ্রজালিক এই মায়াসূর্য্য রচনা করিয়া তাহার ইন্দ্রজালবিদ্যার নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এক ঐন্দ্রজালিকের হস্ত হইতে বহুকষ্টে উদ্ধার পাইয়া পুনরায় দ্বিতীয় মায়াবীর হস্তে পতিত হইতে হইল। কিন্তু মেধাতিথিদত্ত কবচের কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার মনে ভরসা ও সাহস আসিল। তিনি সেই অদ্ভুত ব্যাপার পরীক্ষা করিতে সেই দিকেই

ধাবিত হইতে লাগিলেন। যুবরাজের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ সুরম্য ও সুমিষ্ট ফলের উদ্যান, সুগন্ধ পুষ্পের উপবন সকল, দৃষ্টি গোচর হইল। সেই সকল বৃক্ষশাখায় বসিয়া নানাবিধ বিহঙ্গম মধুর কূজনে তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব রসের আবির্ভাব করিল। চন্দ্রকেতু কৌতূহলপরবশ চিত্তে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাঁহার বিস্ময়ের কারণ দ্বিতীয় প্রভাকর কিম্বা অন্য কোনও ঐন্দ্র-জালিক পদার্থ নহে;—তাহা এক নগরীর তোরণদ্বার মাত্র। রজত, কাঞ্চন ও বিবিধ মণিমাণিক্যে বিনির্ম্মিত সেই তোরণ অঙ্গে পশ্চিমদিগ্‌বিহারী সূর্য্যের রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় সেই অদ্ভুত বিস্ময়কর জ্যোতিঃ উদ্গত হইতেছিল।

সেই নগরীর জ্যোতির্ম্ময় অভ্রভেদী সিংহদ্বারের রচনাচাতুর্য্য দেখিয়া যুবরাজ বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। সেই তোরণের রচনাবলোকনে রাজধানীর সমৃদ্ধি-বিষয়ে মনে মনে কত আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তোরণসংলগ্ন রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র সশস্ত্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা উন্মুক্ত কৃপাণে চিত্রপুত্তলিকাবৎ অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই রাজধানী রক্ষা করিতেছে। কালান্তকযমসদৃশ তাহাদিগকে দেখিলে সাহসী ব্যক্তিদিগেরও হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। নগরপ্রবেশোন্মুখ যুবরাজের রাজোচিত পরিচ্ছদ ও ভুবনমোহন রূপরাশি দর্শন করিয়া কোনও মহাবংশীয় পুরুষবর সিদ্ধান্ত করিয়া প্রহরীগণ তাঁহাকে বাধা দিল না। নির্ভীকচেতা চন্দ্রকেতু জনৈক পদাতিকের নিকট নগরের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তদুত্তরে "চিত্র"—এই শব্দমাত্র শ্রুত হইতে না হইতেই বিপুল আনন্দে অবশেন্দ্রিয় হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায়

হইলেন। পরক্ষণেই আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রাপ্তাভীষ্ট সুরম্য হংসরাজধানী চিত্রপুর নগরীর বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাজধানীর অতুলনীয় শোভা তাঁহাকে সকল সময়েই চমৎকৃত করিতে লাগিল। সে শোভা বর্ণনাতীত। মানভাষের ভাষাও তাহার কিয়দংশ সম্যক্ চিত্রিত করিতে পারে নাই।

যুবরাজ বিচিত্রসৌধমালাপরিশোভিত রাজমার্গ দিয়া যতই প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার চিত্ত বিস্ময়ে ও আনন্দে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিঞ্চিৎপথ অগ্রসর হইতে না হইতেই তিনি লক্ষ্য করিলেন, রাজধানীর উৎসব আনন্দ যেন কিছু হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নাগরিকদিগের মুখে বিষাদের চিহ্ন ও পরিধানে শোকবাস; যেন বিনা কারণে অনেক বিপণি বন্ধ রহিয়াছে। অনেকের গতিবিধি ও কথা বার্ত্তায় যেন কি এক গভীর শোক ও নিরানন্দের ভাব বর্ত্তমান। সহসা শিবিকারোহনে নগরের বহির্দ্দেশ হইতে একজন অশীতিপর সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী প্রাসাদাভিমুখে আসিতে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। চন্দ্রকেতুর অপরূপরূপ সন্দর্শনে বিমোহিত ও তাঁহাকে উচ্চবংশীয় বিদেশীয় জানিয়া কুতুহলী হইয়া সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী যান হইতে অবতরণ করিয়া যুবরাজের সাদর সম্বর্দ্ধনা পুরঃসর নিকটস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজও আত্মপরিচয় দিয়া রাজ্যের কুশল ও শোককারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ যুবরাজের শিষ্টাচারে ও মিষ্টালাপে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কুমার, এই দেশের নাম চিত্রপুর। সূর্য্যবংশীয়

হংসরাজ এই রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি। তিনি নৃপোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া বহুবর্ষ ধরিয়া এই রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। আপনি নিজের চক্ষেই রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতেছেন। নরপতি হংসরাজের সুশাসনে যাবতীয় প্রজাবৃন্দ পরম আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে। সম্প্রতি রাজ্যমধ্যে একটী মহৎ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে; সেই হেতু পুরীমধ্যে এরূপ বিষাদদৃশ্য দর্শন করিতেছেন। সুকুমারী কঙ্কনময়ী হংসরাজের পরম লাবণ্যবতী চারুশীলা কন্যা।" শোককারণ উল্লেখ করিতে যাইয়া কঙ্কনময়ীর নাম উচ্চারণ করাতে যুবরাজ তাঁহার হৃদয়ানন্দিনীরই অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত বিহ্বল চিত্তে বলিলেন, "মহাশয়, শীঘ্রই শোকের কারণ বলুন, আমি হংসরাজতনয়া কঙ্কনময়ীর রূপ গুণের কথা সমস্তই শুনিয়াছি, তাঁহার কি কোন অশুভ আপতিত হইয়াছে? আপনি কঙ্কনময়ীর কথা স্মরণ করিয়াই শোকাশ্রুপাত করিতেছেন কেন?" সুধীর বৃদ্ধ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পরমস্নেহে যুবরাজের কর ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। "কুমার, অধীর হইবেন না। আপনি যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই বটে, সকল কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কুমারী-কঙ্কনময়ী-লাভাশায় কত রূপবান্ গুণবান্ রাজতনয় ভগ্নমনোরথ হইয়া উন্মত্তের প্রায় হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কত রাজকুমার কঙ্কনময়ীর প্রেমলাভে বিফলকাম হইয়া রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে ফিরিতেছেন। সেই অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী হংসরাজকুমারী আজ চারি পাঁচ দিন হইল কোথায় যে গিয়াছেন, এবং এখন যে তিনি কোথায় আছেন,

তাহা কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। তবে অনুমান হয় কোন এক ইন্দ্রজালবিদ্যানিপুণ মায়াবী তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কারণ, উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজধানী মধ্যে অশেষ ক্রীড়া কৌতুক পারদর্শী এক ঐন্দ্রজালিককে দেখিতে পাওয়া যায়, ও সেই দিবস হইতে তাহাকে আর দেখা যাইতেছে না। অপিচ, নগরের চারি পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরে সেই দিন হইতে ভীষণ এক অগ্নিস্তূপ প্রজ্জলিত রহিয়াছে। কেহই তাহার নিকটস্থ হইতে পারে না। যে কেহ অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার নিকটে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। এই হেতু, আমাদের সকলের বিশ্বাস, যে সেই মায়াবীই নৃপতির প্রাণসমা প্রিয়তমা কন্যাকে অপহরণ করিয়া সেই অগ্নিদুর্গ মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কঙ্কনময়ী এখনও জীবিত আছেন কি না, কে বলিতে পারে? তাঁহাকে উদ্ধারের শতচেষ্টা বিফল হইয়াছে। এখন পুরী মধ্যে রোদন ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না।”

কথা শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কঙ্কনময়ী-প্রেম-লালায়িত-হৃদয় চন্দ্রকেতুও বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকলেন্দ্রিয় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। হতচৈতন্য রাজকুমারকে ঘেরিয়া চারিদিকে, “হায়! হায়! কি হইল” শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে বৃদ্ধ যুবরাজের চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই সফলকাম হইলেন না। ইতোমধ্যে শোকসন্তপ্তচিত্ত হংসরাজের কর্ণে অলৌকিকরূপ-যৌবনসম্পন্ন বিদেশীয় যুবরাজের কথা প্রচার হইয়া পড়িল।

তিনি যুবরাজকে সাদরে রাজসভায় আনয়ন হেতু আদেশ করিলেন। বৃদ্ধ অচৈতন্য চন্দ্রকেতুকে শিবিকায় তুলিয়া রাজসভায় আনয়ন করিলেন।

তখন রজনী সমাগতা। যুবরাজের রূপে সভাস্থ দীপ সমুদয় হতপ্রভ হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নরপতির অমাত্যবর্গ, অনুচর ও পরিচর, সকলেই সেই বিগতজ্ঞান রাজকুমারের কামদেবলাঞ্ছিত অতুলনীয় শরীরসৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া অনিমিষনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এদিকে মোহাপনোদনের বিস্তর চেষ্টা হইতে লাগিল। বৃদ্ধের বদনে চন্দ্রকেতুর সবিশেষ পরিচয় ও বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নরপতি হাহাকার করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন,—"হায় আজ যদি আমার কঙ্কনময়ী জীবিত থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার কত আনন্দ। যোগ্যবরে কন্যারত্ন সমর্পন করিয়া রাজ্যভার জামাতাকে দিয়া আমার চিরসঞ্চিত অভিলাষ পূর্ণ করিতাম। হায়! বিধাতা যদি এরূপ সদ্বংশজাত, দিব্যকান্তি, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, প্রীতিময়হৃদয় যুবরাজকে আমার ভুবনললামভূতা কঙ্কনময়ীর করপ্রার্থী মিলাইয়া দিলেন, এসময়ে আমার জগৎপ্রার্থনীয় কন্যাকে কোথায় রাখিলেন। বিধাতঃ! আমি কত পাপই না করিয়াছি যে আমাকে এত মনস্তাপ পাইতে হইতেছে।" নৃপতি আর রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না।

যুবরাজের মুর্চ্ছাপনোদন হইলে তাঁহাকে সিংহাসনৈকপার্শ্বে বসাইয়া প্রজানাথ পুত্রাধিক স্নেহে তাঁহার শিরঃচুম্বন করিয়া অমৃতায়মান বচনে বলিলেন, "হৃদয়ানন্দ কুমার! আমি অমাত্যমুখে

তোমার পরিচয় শ্রবণ করিয়াছি। তোমাকে দর্শন মাত্রেই আমার হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়াছে। হায়! আজ যদি কঙ্কন-ময়ী আমার গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া থাকিত, তাহা হইলে স্নেহের কুমার দম্পতিকে সিংহাসনে বসাইয়া হৃদয়ের চিরবাসনা পূর্ণ করিতাম। হায়! হায়! কি অশুভক্ষণেই মায়াবী রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া ছিল!" রাজকুমার নরপতির পদধুলি গ্রহণ করিয়া প্রণতিপুরঃসর বিনয়নম্র বচনে বলিলেন, "নরনাথ! আপনি কাতর হইতেছেন কেন! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমাকে সহাস্য বদনে বিদায় দিন, আমি আপনার প্রিয়তমা কন্যাকে সেই মায়াবীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আমার এ নিকৃষ্ট জীবন চরিতার্থ করি। কোথায় কোন্ দিকেই বা সেই অগ্নিদুর্গ, তাহা আমাকে দেখাইয়া দিতে অনুমতি করুন।"

নরপতি কুমার চন্দ্রকেতুর এবম্বিধ সোৎসাহ বচন শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আপ্লুত হইয়া, রাজকুমারকে দ্বিতীয় বার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, যদি ভাগ্যক্রমে তোমাকে পাইয়াছি, কোন্ প্রাণে আবার তোমাকে রাক্ষসের কবলে সমর্পণ করিব। বৎস! আর আমার কন্যার উদ্ধারে কাজ নাই, তোমার করেই রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিব।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রকেতু বলিলেন, রাজন্! যে কার্য্য অনায়াস সাধ্য তাহাতে আপনি কেন প্রতিবাদী হইতেছেন? অনুমতি করুন, ভগবৎ কৃপায় এখনি আপনার কন্যাকে আনয়ন করি। চিত্রপুরাধিরাজ, চন্দ্রকেতুর উৎসাহ ও সাহস প্রকাশক বাক্য শুনিয়া অগত্যা যুবরাজের অভিপ্রায়ে অভিমতি প্রদান করিলেন।

অবশেষে অন্তঃপুরে মহিষীমণ্ডলে রাজকুমার, চন্দ্রকেতুর অনুপম রূপ গুণের কথা ও কঙ্কনময়ীর উদ্ধারের জন্য তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বার্ত্তা বিদ্যুৎবেগে প্রচালিত হইল। কঙ্কনময়ীর জননী চন্দ্রকেতুকে অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য নরপতির নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজকুমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার লাবণ্য-শিখা রমণীমণ্ডলীকে প্রজ্জলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই রমণীকুল তাঁহার সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইয়া পড়িল। রাজকুমার বিনয়সহকারে সকলেরই প্রতিজ্ঞা ত্যাগের অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া শেষে পরদিন প্রাতে সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন; এবং জগদীশ্বরের নিকট সরলচিত্তে শুভফলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই চন্দ্রকেতু বহু জন ও অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া রাজা ও রাজমহিষীচরণে প্রণামপুরঃসর সহাস্য বদনে বিদায় লইয়া রাজপুরুষ প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিলেন। প্রায় ক্রোশত্রয় পথ অতিক্রম করিয়াছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন দূরে ভীষণ একটী অগ্নি প্রজ্জলিত রহিয়াছে। তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর ভীম গর্জ্জন, অগ্নিশিখার ঘোর শব্দ ও তীক্ষ্ণ উত্তাপ সেস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অনুচর বর্গ সেই অগ্নির উত্তাপে এতদূর ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল যে আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। একে একে তাহারা সকলেই চন্দ্রকেতুর সমীপে বিদায় লইয়া ভবনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যুবরাজ মহর্ষি মেধাতিথি প্রদত্ত কবচের মাহাত্ম্যে অনুমাত্র ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত না হইয়া সেই করালশিখাগ্নি দুর্গাভিমুখে, ক্রমশই অগ্রসর হইতে

লাগিলেন। সেই অগ্নিস্তূপ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই যেন আরও অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভীষণতর ভাব ধারণ করিল। যুবরাজের অন্তঃকরণ কঙ্কনমনীপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত, তাঁহার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, সুতরাং কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া একাকী তাহার নিকটস্থ হইতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু অগ্নিশিখার সাতিশয় সন্নিকটে উপস্থিত হইলে সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার মানসে তথায় দণ্ডায়মান হইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরীক্ষা করিবার পর দেখিতে পাইলেন যে, সেই লেলিহানজিহ্বা অগ্নিমালার অভ্যন্তর হইতে অপরূপরূপরাশি সম্পন্ন কুর্দ্দনশীল একটী কুরঙ্গ শিশু উর্দ্ধে উদ্গত হইয়া জ্বালামধ্যে শূন্যে চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে বর্ণান্তর পরিগ্রহ করিয়া পুনর্বার নির্গত হইয়া সেই অগ্নিরাশিমধ্যে নির্ভয়ে ও অনায়াসে ক্রীড়া করিতেছে। যুবরাজ তাহা সন্দর্শন করিয়া তাহাকে মায়াবীর মায়া রচিত মৃগ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি মন্ত্রপূত বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। নিমিষমধ্যে সেই ক্রীড়াপর কুরঙ্গ বাণবিদ্ধ হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইল। নিমিষ মধ্যে সে স্থল তুমুল ধূলা, ধূম ও ভীষণ রবে আচ্ছন্ন হইল। যুবরাজের চক্ষু ও কর্ণ স্ব স্ব কার্য্যে কিছুক্ষণের জন্য অক্ষম হইয়া পড়িল। যুবরাজ নির্ভীক হৃদয়ে স্থির হইয়া একস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ভয়ানক অগ্নিরাশি কোথায় অন্তর্হিত হইল। প্রশস্ত প্রান্তর ব্যতীত সেস্থানে আর কিছুই নয়ন গোচর হইল না।

কঞ্চনময়ী-দর্শন-লোলুপ-হৃদয় যুবরাজ চন্দ্রকেতু বিন্দুমাত্র বিস্মিত না হইয়া সেই রমণীরত্ন সন্দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি শ্যামদূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরপ্রদেশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তের উদ্বেগ মন্দীভূত হইয়া কিঞ্চিৎ প্রশান্তভাব ধারণ করিলে, তিনি দূরে দ্বিতীয় এক অভিনব ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, বিশাল প্রান্তরের এক প্রান্ত প্রদেশে শূন্য পথে দিগ্‌বধূর বদন মণ্ডল আবরণ করিয়াই যেন, প্রকাণ্ড একটী চক্র বিদ্যুৎগতিতে অনবরত বিঘূর্ণিত হইতেছে; তিনি যতই তাহার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তদুত্থিত ঘোর ঘর্ঘরধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করতঃ তাঁহাকে বধিরপ্রায় করিয়া তুলিল; আরও দেখিতে পাইলেন যে কোন পশু, পক্ষী বা অন্য যে কোনও প্রাণী সেই চক্রের নিকটস্থ হইতেছে, তৎক্ষণাৎ সে সেই চক্রের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া, নিমেষমধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া দেহ ও জীবন হারাইতেছে। যুবরাজ এই ভয়াবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ইহাও সেই ঐন্দ্রজালিকের মায়াচক্র স্থির করিয়া, তাহার প্রতি মন্ত্রশর প্রয়োগ করিলেন। পরক্ষণেই সেই বিপুল চক্র অশনিনাদের ন্যায় শব্দ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইল। পুনরায় যেন সমস্তব্রহ্মাণ্ড ধূলারাশি ও ধূম্রপটলে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যখন সমস্ত নিস্তব্ধ ও আকাশ মণ্ডল পরিষ্কৃত হইল, তখন অদূরে একটী সুগঠিত ও সুসজ্জিত দুর্গ চন্দ্রকেতু দেখিতে পাইলেন। তাহার দ্বারদেশে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ভীষণকায় লৌহনির্ম্মিত কবাট ভিতর হইতে

আবদ্ধ। যুবরাজ দ্বারে আঘাত করায় দুর্গ মধ্য হইতে সিংহ-নির্ঘোষে কে এক ব্যক্তি দন্ত কড়মড় করিয়া রোষসংরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল, "রে দুর্বৃত্ত অসমসাহসী পামর! তুই কোন্ সাহসে এরূপ মৃত্যুর পথে আগমন করিয়াছিস্? তোর্ যদি বিন্দুমাত্র প্রাণের আস্থা থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া দুরভিলাষ পরিত্যাগ কর্। তুই জানিস্ আমার ভগ্নী প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তোর্ শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তুই অনাদর করিয়া তাহাকে অবমাননা করিয়া আসিয়াছিস্, দেখি তোর কামনা কিসে নিবৃত্ত হয়! কঙ্কনময়ী এক্ষণে আমার কবলিত, দেবরাজ ইন্দ্র আসিলেও আমার হস্ত হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।" যুবরাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, উৎফুল্ল হৃদয়ে অলক্ষিতে তাহার প্রতি মন্ত্রপূত শর নিক্ষেপ করিলেন। অবিলম্বে সেই শর, দুর্গকবাট ভেদ করিয়া দুর্গ মধ্যস্থ সেই পিশাচের হৃদয়কবাটে আমূল বিদ্ধ হইল। তখন ভীষণ চীৎকারে সেই রাক্ষস প্রাণত্যাগ করিল।

পরমুহূর্তেই যুবরাজ দেখিতে পাইলেন, কোথায় বা সে দুর্গ আর কোথায় বা সে মায়াবী, কিছুই নাই। কেবল বিশাল প্রান্তর চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে। সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নাই। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। যুবরাজ কঙ্কনময়ীদর্শন লালসায় উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কিছুই নয়ন গোচর হইল না। কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে দূরে একটী পদার্থ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তাহার সমীপে অগ্রসর

হইয়া দেখিতে পাইলেন একটী অপূর্ব্ব ষোড়শী মূর্ত্তি রমণী উপবিষ্ট,—করতলে কপোল সংলগ্ন; চিন্তামগ্ন; গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল নিপতিত হইতেছে। বিশাল নয়ন যুগল নিমেষশূন্য ধরণীপৃষ্ঠে আনমিত রহিয়াছে। যেন একটী শিশিরসিক্ত সদ্য প্রস্ফুটিত কমল ভূপৃষ্ঠে ধূলায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গ্রহণোন্মুক্ত পূর্ণ চন্দ্রমা নীলাকাশে প্রকাশিত হইয়া গগণপ্রাঙ্গন যেমন আলোকিত করে, তদ্রূপ সেই পূর্ণেন্দুবদনা ললনার অপূর্ব্ব রূপরাশি সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উদ্ভাসিত হইয়া রমনীয়তা বর্দ্ধন করিতেছে। যুবরাজ স্বর্গ-অতুলন-কান্তি সেই রমণীমূর্ত্তি বিমুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ক্রমশঃ যখন মোহ অপনীত হইল, চন্দ্রকেতু সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি দেখিলেন বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর মধ্যে ধূলায় শয়ান রহিয়াছেন; যাঁহার কমল আনন দেখিতে দেখিতে তিনি নিখিল জগৎ অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন, সেই সুন্দর মুখখানি তাঁহার বদনমণ্ডলে আনমিত রহিয়াছে। নিমেষহীন নয়ন যুগল তাঁহার নয়নোপরি নিক্ষিপ্ত। দুই এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তাঁহার কপোলে পতিত হইতেছে। তাঁহার শিরোদেশ সেই যুবতীর শীতল কোমল সুগোল উরূপরি সযত্নে স্থাপিত। রমণী অঞ্চলদ্বারা যুবরাজকে ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন। রাজকুমার চক্ষুরুন্মীলন করিতে না করিতেই যুবতী যুবকের সংজ্ঞালাভ হইয়াছে জানিয়া, রমণীসুলভ লজ্জারক্তিমকপোলে ধীরে ধীরে তাঁহার

শিরোদেশ নিজ উরুপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া বসিলেন। তাঁহার দৃষ্টি আগন্তুকের বদনমণ্ডল হইতে অপসারিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। যুবরাজ সম্পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করতঃ লজ্জাবনতমুখী রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! আজ আমার কি সৌভাগ্যের দিন। যাঁহার জন্য পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞানে মরণকে উপেক্ষা করিয়া দেশে দেশে অকাতরে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই রমণীকুলের সার-রত্ন, আমার হৃদয়নন্দনের বিকশিত পারিজাত, নয়নানন্দবর্দ্ধিনী সুকুমারী হংসরাজনন্দিনী, আমার নয়ন সমক্ষে বিদ্যমানা রহিয়াছেন। হে বরবর্ণিনি! আমি তোমারই দর্শনাশায় এই বিচিত্র-শক্তি মায়াবীর মায়াদুর্গমধ্যে উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করতঃ তাহার অচ্ছেদ্য মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, ব্যাধপাশ-মুক্তা কুরঙ্গিনীর ন্যায় সম্মুখে তোমায় দর্শন পাইয়াছি। হে কুরঙ্গ-নয়নে! একবার প্রসন্ন হইয়া এই আত্মহারা যুবকের প্রতি তোমার কুরঙ্গনয়নের কোমল অপাঙ্গ নিক্ষেপ কর।" মুক্তিদাতা প্রিয়দর্শন আগন্তুক যুবকের এবম্বিধ প্রণয়প্রার্থনাসূচক বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তরুণী লজ্জাবশতঃ অধিকতর অবনতমুখী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। প্রণয়বিহ্বল যুবরাজ কুমারীর মৌনে সম্মতিলক্ষণ বিবেচনায় সাহসী হইয়া তাঁহার করধারণ মানসে নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন। রাজকুমারী অমনি যেন প্রবুদ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রকেতু স্বীয় হৃদয়ানন্দিনীর এবম্বিধ বিরুদ্ধাচরণে

অপ্রতিভ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। অনেকক্ষণ কঙ্কনময়ীর গোলাপ কুসুম-সন্নিভ সংভ্রম-সংকুচিত আয়ত কপোলের দিকে কাতর নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ দুইজনে তদবস্থ হইয়া রহিলেন। পরে রাজকুমারী প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "পথিক, আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার পিতৃভবনে চল, ইহার উপযুক্ত আর্থিক পারিতোষিক তোমাকে প্রদান করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এরূপ অসংলগ্ন প্রলাপবাক্য কেন বলিতেছ। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইয়া নির্জ্জনে কুলবালিকার প্রতি এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার কেন করিতেছ। যুবক, সাবধানে থাকিও আপনার বিপদ আপনিই আনয়ন করিও না।" রাজ-নন্দিনীর এপ্রকার অনাদরব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়োন্মত্ত চন্দ্রকেতু মর্ম্মাহত হইয়া, রমণীর বিচিত্রভাবময় বদনের দিকে চাহিয়া, সেই স্থানে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে জানু পাতিয়া রমণীর চরণোদ্দেশে করপ্রসারণ করিতে করিতে বলিলেন, "অয়ি অনুরক্তহৃদয়ানভিজ্ঞে, হৃদয়োন্মাদিনি, প্রিয়তমে। কেন আর তোমার-প্রণয়বারি-পিপাসিত হৃদয়কে রৌদ্রবচনে সন্তাপিত কর? যদি হৃদয় দেখাইবার হইত, যদি তোমার দর্শনের জন্য আমার সকল বিপদের কথা তোমার সমক্ষে এক্ষণে বর্ণন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে, তোমার সুপবিত্র প্রণয় লাভের জন্য আমার হৃদয় কত অধিক লালায়িত।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে শুক মুখে শ্রবণ মাত্র তোমার রূপ গুণের কথা আমার হৃদয়কে কিরূপ উন্মত্ত-প্রায় করিয়াছে।”

যুবকের প্রণয়প্রার্থনা ও যুবতীর প্রত্যাখ্যানের অভিনয় কিয়ৎক্ষণ চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে সংবাদ পাইয়া চিত্রপুরাধিপতি হংসরাজ পরিজন ও যান সহ তথায় সত্বর উপনীত হইলেন। নরপতি প্রীতিবিস্ফারিতলোচনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া মহা সমারোহে সকলে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চিত্রপুর রাজধানীতে অদ্য আনন্দের সীমা নাই। হংসরাজ স্বকীয়বাসে উপনীত হইয়া ধনরাশি-বিতরণ, কারাবদ্ধ-উন্মোচন, প্রভৃতি নানাবিধ তৎকালোচিত কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং নগরবাসিদিগকে তিন দিবস কার্য্যাদি স্থগিত রাখিয়া মহোৎসবে যোগ দিতে আদেশ করিলেন।

রাজমহিষী অপহৃত রত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দ সাগরে ভাসমানা হইলেন। যুগলরত্নকে কোলে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না।

সেই রাত্রেই মহারাজের অভিপ্রায়মত রাজ্ঞী যুবরাজের সহিত পরিণয় বিষয়ে স্বীয় কন্যার অভিমতি অবগতির নিমিত্ত কুমারীর আপ্তসখী দিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজকুমারীর মৌনে সম্মতির লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া মহিষীর নিকট তাহাদের রাজবালার সহিত কথোপকথনের সারাংশ ব্যক্ত

করিল। মহিষী সেই আনন্দসংবাদ স্বীয় স্বামীকে জানাইয়া পাঠাইলেন। চিত্রপুররাজ অবিলম্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে আহ্বান করিয়া বিবাহের প্রশস্ত দিন স্থির করিলেন। সে দিন হইতে চতুর্থ রজনীতে পূর্ণিমা তিথিতে পরিণয়ের দিন অবধারিত হইল।

দেখিতে দেখিতে রাজধানীর আমোদ আহ্লাদে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। অদ্য কঙ্কনময়ীর সহিত যুবরাজ চন্দ্রকেতুর শুভ পরিণয়ের দিন উপস্থিত। যাঁহার জন্য যুবরাজ এত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন সেই জগজ্জন মনোমোহিনী, বরবর্ণিনী কঙ্কনময়ীর পাণিগ্রহণ করিবেন এই আশায় যুবরাজ আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিলেন। এই উৎসব হেতু সমস্ত নগরবাসী প্রজাবৃন্দ মহোল্লাসে স্বকীয় বাসভবনসকল নানাবিধ পত্রাবলী ও কুসুম-দাম দ্বারা অপূর্ব্বরূপে সজ্জীভূত করিল। চতুর্দ্দিকে শ্বেত, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা সকল উড্ডীন হইয়া নগরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। সকলেই মহানন্দে সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইলেন। রাজপ্রাসাদ রাজোচিত সজ্জায় সুশোভিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয়তা ধারণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত, সন্ধ্যা সমাগমে নগরবাসিগণ অপূর্ব্ব দীপমালায় স্ব স্ব নিকেতন আলোকিত করিল। মনে হইল যেন চিত্রপুর গৃহ গুলি লক্ষ লক্ষ তারকারাজিতে বিমণ্ডিত। এই অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়া রাজধানী যেন হাস্য করিতে লাগিল। আজ সকলেই আনন্দিত, কাহারও হৃদয়ে বিষাদের চিহ্ন মাত্রও নাই। চন্দ্রকেতু

মনে করিতে লাগিলেন, আজ আমি ধন্য হইলাম। শুক মুখে যাঁহার রূপ গুণানুবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক, যাঁহাকে পাইবার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম আজ আমার সেই শ্রমায়াস সার্থক হইল। যাঁহাকে প্রাপ্তির আশায় কত শত রাজতনয় আসিয়া হতাশ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে ফিরিয়া গিয়াছেন, কত শত রাজকুমার বিফল-মনোরথ হইয়া জন্মের মত সাধের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই ত্রিদিববাঞ্ছিত বরসুন্দরী কঙ্কনময়ী আজ আমার হৃদয়ের অধিষ্টাত্রী দেবী হইবেন। আজ আমার কি সৌভাগ্যের দিন! জগদীশ, তোমার করুণা না হইলে মানবের মনোরথ পূর্ণ হয় না। দয়াময়! চিরদিন যেন তোমার দয়ার পাত্র হইয়া থাকি। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে হংসরাজ ও তদমাত্য সপরিজন চন্দ্রকেতুকে সুসজ্জিত করিয়া দিব্য যানে আরোহণ করাইলেন। সারথি ধীরে ধীরে প্রাসাদাভিমুখে অশ্ব চালনা করিল। জনপদ মহা জনাকীর্ণ। পুরবাসিগণ কেহ বা প্রাসাদোপরি, কেহ বা গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রকেতুর রূপরাশি দেখিতে লাগিল। চন্দ্রকেতু দেদীপ্যমান দীপ মালায় আলোকিত ও সুশোভিত গৃহ গুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রজাগণের প্রগাঢ় ভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ক্রমে প্রাসাদ দ্বারে যান উপনীত হইল। রাজা চন্দ্রকেতুর হস্ত ধারণ করিয়া সভায় আনয়ন করিলেন। চন্দ্রকেতু অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপতলে সুসজ্জিত দিব্যাসনে উপবেশন করিলেন। চতুর্দ্দিকের দীপ-মালায় সভাগৃহ আলোকিত হওয়ায় চন্দ্রকেতুর বদনমণ্ডল অধিকতর লাবণ্যময় হইল। ধরাতলে যেন আজ শত চন্দ্রের

কঙ্কণবতীর বিবাহ বাসর।

(৮১ পৃঃ)

উদয়। হংসরাজ জামাতার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া সস্পৃহনয়নে বারম্বার সেই চন্দ্র বদন দেখিতে লাগিলেন। যথা সময়ে গুরুজনের আদেশ লইয়া হংসরাজ স্ত্রী-আচার জন্য যুবরাজকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পুরমহিলাগণ চন্দ্রকেতুর লাবণ্যশিখায় প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, আহা এমন রূপ কখনও দেখি নাই। কন্দর্পও চন্দ্রকেতুর রূপে পরাজিত। কঙ্কনময়ী প্রকৃতই ভাগ্যবতী। কঙ্কনময়ীর যেমন ত্রিদিবদুর্ল্লভ রূপ, তেমনি চন্দ্রকেতুর কন্দর্পবিনিন্দিত দেহকান্তি। এমন রূপের মিলন কোথাও দেখি নাই, যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। স্ত্রী-আচার সম্পন্ন হইলে রাজা নিজ দুহিতাকে আনয়ন করিয়া চন্দ্রকেতুকরে প্রাণপুত্তলিকাকে সমর্পণ করিলেন। সকলের নয়নে তখন দুই এক বিন্দু আনন্দবারি দেখা দিল।

এই রূপে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে পুরমহিলাগণ চন্দ্রকেতুকে বাসরগৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মহিলাগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। নানারূপ রসভাষে ও আমোদআহ্লাদে চন্দ্রকেতুর সুখ বাসররজনী অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেই সুখ নিশায় একবার ইন্দুমেধার মুখখানি মনে পড়ায় যুবরাজের চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণের জন্য নহে। উপস্থিত আনন্দ সমীরণে তাঁহার মুখচন্দ্রের ক্ষণবিবর্ণভাব ক্ষণেকের মধ্যে দূরীভূত হইল। সকলে মহান্ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুখের রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে মহিষী চন্দ্রকেতুকরে প্রাণের দুহিতাকে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সময় আনন্দে সকলের নেত্র বারিপূর্ণ হইল। মহিষী বলিলেন, "বৎস! আমার বড় সাধের কঙ্কন, আজ তোমার করে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। কখনও অনাদর করিও না ইহাই আমার অনুরোধ।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রকেতু শ্বশ্রূ চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি ভাবিত হইবেন না, আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞাকারী। মমতার ও স্নেহের পাত্রকে কেহ কি কখনও উপেক্ষা করিতে পারে? আপনার আদেশ আমি আমরণ প্রতিপালন করিব।" ইহা শুনিয়া রাণী নিজ দুহিতাকে বলিলেন "বৎসে! পতিই নারীর পরম গুরু, পতির যাহাতে সুখ ও আনন্দ উৎপাদন হয়, সর্ব্বদা তাহাই করিবে। তিনি যাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন এমন কার্য্য কদাচ করিও না। পতি রুষ্ট হইলে তুমি কখনও ক্রোধ প্রকাশ বা অভিমান করিও না।" এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন নবদম্পতি সুখে নিজ নিজ প্রেমালাপে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

যথানিয়মে উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইল। চিত্রপুরের অনতিদূরে একটী সুন্দর উপবন ছিল। নবীন দম্পতির বাসের নিমিত্ত তথায় একটী মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইল। তাহার নাম হইল বিলাসাগার। উদ্যানের নাম হইল বিলাসারাম। বিলাসাগারে যুবরাজ স্বীয় প্রণয়িনীর সহিত অসংখ্য তরুণী-অপ্সরা-সন্নিভ রমণীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু নবীনা প্রেমিকা কামিনী, কঙ্কনময়ীর প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া অপ্সরাবিনিন্দিত নবীন রমণীবৃন্দে পরিশোভিত বনভবনে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, কঙ্কনময়ীকে হৃদয়ে পাইয়া তাঁহার আর ইন্দুমেধার কথা মনে নাই। ইন্দুমেধার কিন্তু হৃদয়বল্লভের বিরহসন্তাপে জীবন কণ্ঠাগত-প্রায় হইয়াছে। প্রতিনিয়ত জীবিতেশের প্রত্যাগমন প্রত্যাক্ষা করিতেছেন। প্রতিবারেই নৈরাশ্যের তিক্তাস্বাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বদনচন্দ্র বিবর্ণ, নয়নদ্বয় জ্যোতিহীন ও হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে। অবিরত ভাবনায় তাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত ও বচন শৃঙ্খলাবিরহিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই অন্যমনস্কা থাকেন, একাকিনী থাকিতে ভাল বাসেন। তাঁহার শরীরের প্রতি তিলমাত্র যত্ন নাই। দেহ ক্ষীণ ও কান্তি মলিন হইতেছে। সকল বিষয়ে যেন তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। এখন চিন্তা ও রোদনই তাঁহার সম্বল হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্তার ন্যায় বিলাপ করেন, আবার কখনও বা আপনাকে প্রবোধ দিয়া গৃহ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু পরক্ষণেই কুমারের সে মোহন রূপ সে সুমধুর বচনবিন্যাস স্মরণ করিয়া মন আর স্থির রাখিতে পারেন না। সন্ধ্যাসমাগমে তটিনীর তীরে নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে, প্রাণদয়িতের আগমনের অপেক্ষা করেন, শেষে নিরাশচিত্তে নিঃশ্বাসমলিন ও অশ্রুসিক্ত মালাগাছটী স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার আপ্তসখীগণ ইহার কারণ বুঝিয়া অনেকবার প্রবোধ দিতেন, কত সান্ত্বনা বাক্য, আশার

কথা কহিতেন, কিন্তু কিছুতেই ইন্দুমেধা, যুবরাজবিয়োগে চিত্তস্থৈর্য্য রাখিতে সমর্থ হইতেন না। তাঁহার কুসুমসদৃশ সুকুমার বল্লভবিরহে সদ্যঃ-পাতি হৃদয়কে 'আশা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছে'

কিন্তু পরমেশ্বরের কি অদ্ভুত কৌশল! প্রেমের কি অপূর্ব্ব রহস্য! প্রেমিক যুগলের মধ্যে একতরের হৃদয় নিতান্ত কাতর হইলে অন্যতরের' চিত্ত আর স্থির থাকে না। প্রেমিকার গভীর-বেদনোত্থিত আকুল রোদন কি এক অভিনব উপায়ে অন্যের অলক্ষ্যে পার্থিব সাহায্য ব্যতিরেকেও, প্রেমিকের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। যখন রাজকন্যা ইন্দুমেধার এইরূপ অবস্থা তখন যুবরাজ চন্দ্রকেতু সুরম্য আরামনিকেতনে ললনাকুলতিলকভূতী কঙ্কনময়ীর প্রেমসাগরে ভাসমান। হঠাৎ একদিন তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার সুখ-সম্ভোগ রসহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে যে বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করিতেন, এখন যেন সে সকল বিষয়ে কিসের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এখন কঙ্কনময়ী তাঁহার নিকটে তেমন আর ভাল লাগে না। ইহার কারণ কি যুবরাজ প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে ইন্দুমেধার কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। বিদায়কালীন তাঁহার সেই বাষ্পাকুল মুখখানি, সেই করে ধরিয়া গদগদ স্বরে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে শপথ করান, সেই নম্র, শান্ত গম্ভীর অথচ হাস্যময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল।

যুবরাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কঙ্কন-ময়ীর নিকটে সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করিলেন। সেই

সরলা শান্তবুদ্ধি ইন্দুমেধার জন্য তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। তখন তিনি প্রিয়তমা কঙ্কনময়ীকে বলিলেন "প্রিয়ে! আমি বহুদিবসাবধি স্বদেশ, পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমি ইহলোকে কি পরলোকে আছি, কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছি তাহার কোনও সংবাদ তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। না জানি, আমার অদর্শনে তাঁহাদের কতই না কষ্ট হইতেছে। তনয়হারা হইয়া স্নেহময়ী জননী হা পুত্র হা পুত্র করিয়া হয়ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পিতা আমার উপর কত আশাই না করিয়াছিলেন, বৃদ্ধকালে আমি তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, আমার হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় আবার তাঁহাকে সেই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইতেছে। আমি এমনই কুলাঙ্গার তাঁহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য কাঁদাইয়া তুচ্ছ নিজের সুখের জন্য অবিরত বিব্রত থাকিয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আমার অভাবে তাঁহাদের এখন কি দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিতেও আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগের চরণ দর্শন করিবার জন্য, তাঁহাদিগের চরণ যুগল ধারণ করিয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা চাহিবার জন্য, আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। হৃদয়েশ্বরি! আমি একবার স্বদেশে গমন করিব। আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও।"

হৃদয়বল্লভের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে রাজকুমারী সন্তাপিত

হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে বলিতে লাগিলেন—"জীবিতনাথ! দাসী তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছে? কি অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? ঐ প্রেমময় মুখখানি আমার নয়নের তারকার সমান হইয়াছে। তোমার অদর্শনে দেহে কি প্রকারে জীবন থাকিবে? নাথ! তোমার বিরহ সহিতে হইবে ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রিয়তম! তুমি না থাকিলে আমার এ শ্মশানবাসে কি প্রয়োজন? তুমি যেখানে যাইবে আমিও ছায়ার মত সেখানেই যাইব। শুনিয়াছি, তোমার রাজধানী এস্থল হইতে বহুযোজন দূরে অবস্থিত। কত কানন ভূধররাজি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। আমারও বহুদিবসের সঞ্চিত অভিলাষ—প্রকৃতির বিলাসক্ষেত্র বিশাল শৈলমালা, বিস্তীর্ণ তটিনী, সুদূরব্যাপ্ত বিপিন শ্রেণী নিজের নয়নে দেখিব। সেখানে তোমার সহিত নির্জ্জনে বিহার করিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান থাকিব। প্রাণেশ্বর! পিতৃসমীপে বিদায় লইয়া চল দুইজনেই তোমার পিত্রালয়ে গমন করি।" যুবরাজ সাদরে রাজনন্দিনীর প্রেমঢলঢল আনন-শতদলে চুম্বন করিয়া তাঁহার নবনীতসুকুমার দেহলতাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তবে তাহাই কর, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অনন্তর চন্দ্রকেতু হংসরাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক স্বদেশ প্রত্যাগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। নৃপতি জামাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"হায়

হায়! আমার কি দুর্দৈব; আমি করতলে সুধাকর পাইয়াও হারাইতেছি। আমি তোমাকে পাইয়া যে আশালতার মূলে বারিসিঞ্চন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাতে মুকুলোৎদগম হইতে না হইতেই উন্মূলিত করিতেছ। কুমার, আমি যে মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্রসন্তান নাই, তুমি পুত্রোচিত কার্য্য করিবে। তোমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করি, বৃদ্ধ হইয়াছি, আর আমি কত দিন রাজ্যভার বহন করিব, অচিরে তোমার হস্তে রাজ্যশ্রী ন্যস্ত করিয়া একাকী নির্জ্জনে ধর্ম্মচিন্তা করিব। বিধাতা আজ সে আশালতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। বৎস, হৃদয়ানন্দ, কোন্ প্রাণে তোমাকে নয়নের অন্তরাল করিব! তোমার অদর্শনে কি প্রকারে এ অন্ধকার গৃহে বাস করিব? তোমার বিরহে তোমার মাতৃস্বরূপা শ্বশ্রূঠাকুরাণী কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন? তিনি যে তোমাকে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বিবেচনা করেন?"

হংসরাজের এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে যুবরাজ ব্যাকুলচিত্তে বিনয়ার্দ্রবচনে কহিলেন—"পিতঃ, আপনি যাহা বলিলেন তৎসমুদয়ই যথার্থ, আমার অভাবে এ রাজপুরীর কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমি আপনাদের সকলেরই পরম স্নেহের পাত্র হইয়াছি। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আপনি বিজ্ঞ, হৃদয়বান্, চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনাদের আলয়ে এই কয়দিনের জন্য অবস্থান করায় আপনারা আমার বিচ্ছেদাশঙ্কায় এতাদৃশ পীড়িত হইতেছেন, তাহা হইলে, আমার সেই স্নেহময়ী জননী স্নেহপূর্ণহৃদয় জনক আমার অদর্শনে কতই না কষ্ট পাইতেছেন, আমাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয় কতই না লালায়িত হইয়াছে? রাজন্, আমি

পিতৃভবনে অধিক দিন অবস্থান করিব না, শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আপনার কন্যাও আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আপনি সানন্দচিত্তে আমাদিগকে বিদায় দিন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন নির্ব্বিঘ্নে গৃহে উপস্থিত হই।” চিত্রপুরাধিপতি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াও কর্ত্তব্যানুরোধে অগত্যা জামাতার আবেদনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

যুবরাজ সস্ত্রীক স্বদেশ প্রত্যাগমনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নৃপতির আদেশক্রমে বিরাট আয়োজন হইল। রাজকুমারী কঙ্কনময়ী যুবরাজসহ জননীর চরণ দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। গমনোন্মুখ প্রাণের পুত্তলি নিজ দুহিতা ও পুত্রসম স্নেহময় যুবরাজকে দেখিয়া রাণী অত্যন্ত মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। কঙ্কনময়ী জননীর অঞ্চল ধরিয়া ক্রোড়ের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। যুবরাজের নেত্রেও দুই এক বিন্দু বারি পরিদৃষ্ট হইল। চন্দ্রকেতু কহিলেন মা। আবার আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব তজ্জন্য আর আক্ষেপ কি! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিরাপদে গৃহে পৌঁছিয়া জনক জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারি। জননী দুহিতার হস্ত গ্রহণ করিয়া জামাতার করে সংলগ্ন করিয়া বলিলেন “বাছা, আমার এই একমাত্র প্রাণের দুহিতাকে তোমার করে ন্যস্ত করিয়াছি, আপদে বিপদে ও সম্পদে সকল সময়ে রক্ষা করিও। যেন সতিনীর নিকট দুহিতার অনাদর না হয়। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দুইজনে মনের সুখে গৃহধর্ম্ম পালন কর। মঙ্গলময় মঙ্গল করুন।

যেন নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পার।” অনন্তর মাতৃচরণে বিদায় লইয়া নব-দম্পতি অন্যান্য গুরুজন দিগের চরণে প্রণাম করিয়া সখীগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির বিরহে নলিনীদল যেমন ম্লান হয় তদ্রূপ সখীগণ, আসন্ন স্বজনবিচ্ছেদে মলিন রাজদম্পতির মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া ছল ছল নয়নে বলিলেন আমরা কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তখন কঙ্কনময়ী সখীগণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন ভগিনীগণ! আমরা আবার আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। যুবরাজ কহিলেন সখিগণ! পিতামাতার জন্য আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে তাই যাইতেছি। শীঘ্র আসিয়া তোমাদের সহিত আবার মিলিত হইব। এই বলিয়া সখীগণের নিকট বিদায় লইয়া রাজদম্পতি রাজান্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। চন্দ্রকেতু হংসরাজ চরণে প্রণাম করিয়া দিব্যরথে আরোহন করিলেন। মহিষী আপনি হস্ত ধারণ করিয়া কন্যাকে স্বর্ণশিবিকায় উঠাইয়া দিলেন। সখীগণ গবাক্ষ দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং পুরনারীগণ প্রাসাদোপরি উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন। তখন হংসরাজাজ্ঞায় শুভ সময়ে সকলে জয়ন্তীনগরাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। যুবরাজের সমভি-ব্যাহারে প্রথমতঃ একদল পদাতিক সৈন্য অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া করে পতাকা ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার পরে অশ্বারোহিগণ বীরদর্পে মেদিনীপৃষ্ঠ কম্পিত করিয়া জয়োল্লাসে নানা ভঙ্গি করিয়া বিলম্বিত গতিতে চলিতে লাগিল।

তদনন্তর শত সহস্র নিষাদী সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অম্বরপথে পতাকা সকল উড্ডীন করতঃ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। তৎপশ্চাৎ মহামূল্য রত্নখচিত দিব্যরথারোহণে যুবরাজ চন্দ্রকেতু, পরে স্বর্ণশিবিকায় সুন্দরী কঙ্কনময়ী বধূবেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চতুঃপার্শ্বে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী রক্ষকগণ শাণিত খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া কালান্তক "যম সদৃশ ভীষণ ভাবভঙ্গি প্রদর্শন পূর্ব্বক যাইতে লাগিল। তৎপরে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার যানাদিতে বাহিত হইতে লাগিল। বিবিধ রত্নরাজি, মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি যুবরাজ চন্দ্রকেতু চিত্রপুরাধিরাজের নিকট হইতে বিদায় কালীন বিবাহের যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছেন। গমন কালীন সুপ্রশস্ত রাজরথ্যা সকল পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত হওয়ায় নগরী অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতে লাগিল। যে যে পথে সদল বলে দম্পতির সমাগম হইতেছিল, বোধ হইতেছিল যেন একটা বহু লোকাকীর্ণ সুসমৃদ্ধ নগরী চলিয়া আসিতেছে। বোধ হইতেছিল যেন ইন্দ্রের অমরাবতী স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যে কোন গন্তব্য স্থানাভিমুখে ছুটিতেছে।

চন্দ্রসমুজ্জ্বল রজনী সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পদ্মপ্রফুল্ল সরোবর সহসা ছিন্নকমল হইলে, উৎসবাকুল দেবীমণ্ডপ সহসা প্রতিমাবিহীন হইলে যেরূপ হতশ্রী হয়, নবদম্পতির বিরহে চিত্রপুর রাজশ্রী সেইরূপ মলিন হইয়া পড়িল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই বিষাদ-সূচক ধ্বনি, সেই দিকেই শোকস্রোত উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাজদম্পতি শোক সাগরে মগ্ন, আত্ম-

পরিজন সকলেই বিষণ্ণ, সকলেরই মুখের ভাবে প্রকাশ পাইতেছে যেন তাহারা কি মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়া দৈববশে তাহা হারাইয়াছে। কিন্তু সময়ই শোকসন্তপ্তের শ্রেষ্ঠ ভেষজ। যে কাল বর্ষাকালীন স্রোতস্বিনীর তটপ্লাবক উদ্দাম বেগকে মন্দীভূত করে, সেই কালই রাজপুরীর উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ ক্রমশঃ হ্রাস করিতে লাগিল।

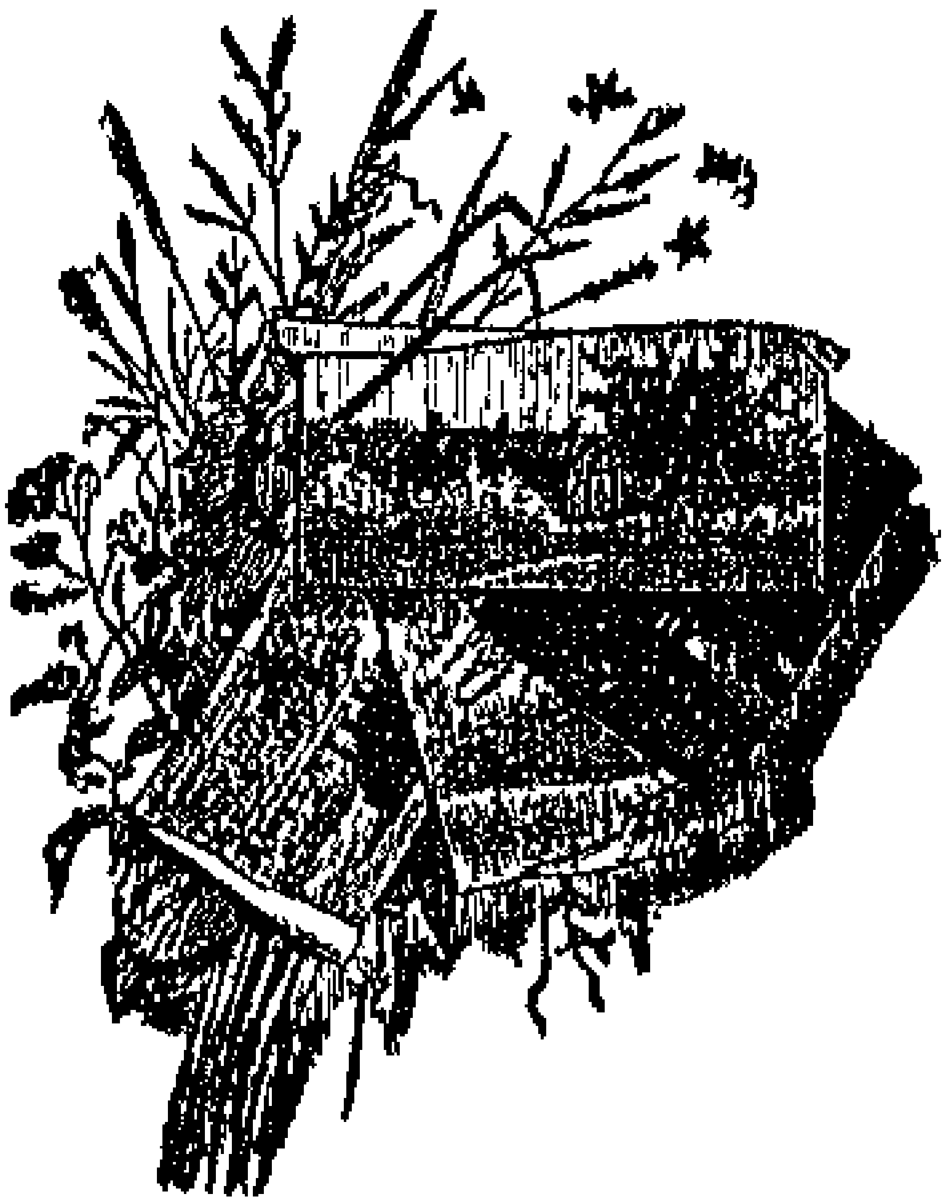

ষষ্ঠ উল্লাস

ইন্দুমেধার সহিত চন্দ্রকেতুর বিবাহ, সোমজিতের সহিত সাক্ষাৎ এবং বানররূপ প্রাপ্ত হওন।

মহাসমারোহে গমনকালে যুবরাজের চিত্ত জনকোলাহলে অস্থির থাকিলেও মধ্যে মধ্যে তাহা ইন্দুমেধার প্রণয় স্মৃতির প্রতিবিম্ব সম্পাতে আকুল হইয়া উঠিতে ছিল। তিনি মেধাতিথির আশ্রমসান্নিধ্য দিয়া গমন করিতে আদেশ করিলেন। ক্রমে তাহার অনতিদূরে আসিয়া ধূলিপটল সহিত জনকলরব সমস্ত উদ্যানভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিশাল উদ্যান মধ্যে মেধাতিথির সুরম্য অট্টালিকা। দূর হইতে তাহার শিরোদেশ দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে যুবরাজের হৃদয়ে আনন্দরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার দিকে অনিমিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

ইন্দুমেধা এই লোকসমাগম ও জনকোলাহলে সন্ত্রস্ত হইয়া সমস্ত ব্যাপার নিজ নয়নে নিরীক্ষণ করিবার মানসে প্রাসাদের ছাদে আরোহন করিলেন। প্রথমতঃ ধূলিপটলে সমস্ত আচ্ছন্ন থাকায় কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল পশ্বাদির কণ্ঠ-

শব্দ ও জনকলরব তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। ক্রমে যত সেই সকল রব ও জনতা উদ্যানের মধ্য দিয়া অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তত তাঁহার চিত্ত ভয়ে বিহ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে সমস্ত জানিবার জন্য সহচরীকে আদেশ করতঃ নিজে একান্ত চিত্তে সেই জন সমাগমের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা ইন্দুমেধার বাম বাহু স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় এক অজ্ঞাত আনন্দরসে আপ্লুত হইল। তাঁহার চিত্ত প্রাণেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রত্যূষকালীন প্রিয় সমাগমের স্বপ্ন ইন্দুমেধার আজ সফল হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন সুসজ্জিত বৃহৎ উচ্চ যানে বিবিধ মনোহর বেশ ভূষায় শোভমান একটী যুবক। দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। চারিচক্ষুর মিলন হইল। ঘোরা রজনীর অপগমে উষার কনক হাস্যরেখার ন্যায় মধুর আনন্দরেখা উভয়ের আননমণ্ডলে প্রতিভাত হইল। উভয়ে পরস্পরের দিকে আত্মবিস্মৃত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সহচরী ইন্দুমেধাকে সংবাদ দিতে আসিল। দেখিল ইন্দুমেধা জ্ঞানশূন্যা বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া প্রাণবল্লভের দিকে চাহিয়া আছেন।

কতক্ষণ পরে ইন্দুমেধা আত্মসংবরণ করিয়া সখীকে অনুজ্ঞা করিলেন "শীঘ্র তাঁহাকে সমাদরে প্রাসাদে আনয়ন কর। সখি! আজ আমার স্বপ্ন সার্থক হইল। তিনি আমাকে ভুলেন নাই। হৃদয়েশ্বর আমার নিকট সমাগত।"

রাজনন্দিনী ইন্দুমেধা স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া সাদর

সম্ভাষণ পূর্ব্বক নব-দম্পতিকে বিশ্রামাগারে লইয়া গেলেন। অনুচরদিগকে যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য দাস দাসী দিগকে আদেশ করিলেন।

বিশ্রাম ভবনে আগন্তুকদ্বয়ের সুনির্ম্মিত সুখাসনে উপবেশনানন্তর ইন্দুমেধা পরিচারিকাবর্গকে তাঁহাদের ক্লান্তিদূরীকরণার্থ বীজনাদি নানা প্রকার শুশ্রূষার অনুজ্ঞা করিলেন। পরে তন্নিকটস্থ স্বীয় আসনে সুখাসীন হইয়া কঙ্কনময়ীর দিকে প্রফুল্ল মুখখানি ফিরাইয়া বলিলেন। "ভগি! অদ্য আমার সুপ্রভাত! তোমার স্বর্গ-অসুলভ রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য আমার চিত্ত অত্যন্ত আগ্রহাকুল ছিল। অদ্য চক্ষুঃ কর্ণ উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিতেছি। সুখের ও শ্লাঘার বিষয় যে যুবরাজের প্রীতি তোমার তুল্য ললনার উপর নিপতিত হইয়াছে। যুবরাজের মুখে বোধ হয় হতভাগিনীর বিষয় শুনিয়া থাকিবে। আমিই সেই ইন্দুমেধা, তোমার সোদরসদৃশা ভগিনী। আমার সৌভাগ্য যে তুমি কান্তসমভিব্যাহারে দীনের এ হীন কুটিরে পদার্পণ করিয়াছ।" পরে প্রাণপ্রিয় চন্দ্রকেতুকে সম্বোধন করিয়া রমণী-জন-সুলভ সলজ্জনয়নে বলিলেন—কুমার, কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। তোমার অদর্শনে আমার দিবসগুলি যে কত কষ্টে গিয়াছে তাহা কেমন করিয়া বর্ণন করিব। অদ্য কাহার সুপ্রসন্ন বদন দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলাম যে, তোমার সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবমূর্ত্তি পুনর্ব্বার অবলোকন করিলাম। হে প্রিয়দর্শন, অদ্য আমি কত ভাগ্যবতী, যে তুমি কঙ্কনময়ী তুল্য সুরূপা সদগুণবতী রাজনন্দিনীকে অঙ্কলক্ষ্মী

করিয়াও এ অধিনীর জন্য কাতর হইয়াছ, তাঁহাকে সঙ্গিনী করিয়াও দাসীর ভবনে শুভাগমন করিয়াছ। যদি আমার সৌভাগ্য বশতঃ পুনরায় আসিয়াছ, আমি শীঘ্র তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব না। তোমাদিগের সুখে সুখিনী হইয়া দাসীবৎ তোমাদিগের চরণসেবা করিব।

চারুনেত্রা কঙ্কনময়ী সহাস্য বদনে বলিলেন—"দেবি! এতগুণ না থাকিলে, রাজকুমার এতাদৃশ চমৎকৃত হইবেন কেন? অসীম সুখজাতের মধ্যে থাকিয়াও ঐ চিত্তললাম মুখমণ্ডল দর্শনের জন্য, ঐ বিনয়নম্র মিষ্টবচনাবলী শ্রবণের জন্য এতাদৃশ ব্যাকুল হইবেন কেন? চাটুকারদিগের মুখে প্রতিনিয়তই আমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া আমার কর্ণ বধির হইয়াছে তজ্জনিত গর্ব্ব অদ্য তোমার ঐ দিব্য কান্তি অবলোকনে খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। অদ্য আমি ধন্য হইলাম। তোমার ন্যায় দেবীর ছায়া স্পর্শেও আমাদিগের ন্যায় সামান্যা নারীকুলের পুণ্য হয়।"

নৃপনন্দন চন্দ্রকেতু ইন্দুমেধার এতাদৃশ ভদ্র আচরণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বলিলেন—"বরবর্ণিনি! তোমাদের উভয়ে মধ্যে এরূপ সংপ্রীতিদর্শনে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইলাম। কেন না হইবে যে সহকারে মাধবিকা পুষ্পপল্লবে সুহাসিনী হইয়া বিজড়িত থাকে, তাহাতে কি নবমল্লিকা স্বীয় লতা পাশ বিস্তারিত করিয়া পরম আনন্দে তাহার কুসুমরাজির আমোদ বিকীরণ করে না? আশা করি তোমাদের দুইজনের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও প্রেমভাব এইরূপ সরল ও অনাবিল চিরদিন থাকিবে।

তাঁহারা বিগতক্লান্তি হইলে ইন্দুমেধা তাঁহাদিগের স্নান

ভোজনাদির আয়োজনের জন্য দাস দাসীদিগকে আদেশ করিয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে তত্তৎ স্থানে লইয়া গিয়া বিশিষ্ট পরিচর্য্যা করিলেন।

ভোজন বিশ্রামানান্তর জলগৃহে সকলে সমবেত হইলে, চন্দ্রকেতু ইন্দুমেধার সমীপে আত্মবিবরণ বর্ণন করিতেছেন ইত্যবসরে রাজর্ষি মেধাতিথি তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাযোগ্য অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর সকলে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে বিজ্ঞপ্রবর বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। "বৎসগণ, অদ্য তোমাদিগকে একত্র সমবেত দেখিয়া আমার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব এক আনন্দরসের উদয় হইয়াছে! আমার চিরদিনের সঞ্চিত অভিলাষ অদ্য ফলোন্মুখ। বৎস চন্দ্রকেতু, সুকুমারী রাজকুমারী কঞ্চনময়ী তোমার হৃদয়ের একদেশ অধিকার করাতে স্বার্থনিবন্ধন আমার হৃদয়ে ঈর্ষাভাবের আবির্ভাব হওয়া দূরে থাকুক, তাহাতে আমি অদ্য পরম সুখী হইয়াছি। মানব-হৃদয়-রহস্য বিষয়ে আমার যদি বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমার অনুদারচিত্তে অসন্তোষ উৎপন্ন হইতে পারিত। সেই পুরুষ-হৃদয়তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাদিগকে এক্ষণে কয়েকটী কথা কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর :—

বৎস, পুরুষ ও নারীজাতির হৃদয়ে অন্য অনেক বিষয়ে সাম্য থাকিলেও একটী বিষয়ে সবিশেষ বৈষম্য আছে। নারীগণের হৃদয় স্বভাবত একমুখি, পুরুষের হৃদয় প্রায়শই বহুমুখি বা সর্ব্বতোমুখি। রমণীর প্রেমমুগ্ধ হৃদয় এক পুরুষহৃদয়ের দিকে

প্রধাবিত হয়, তাহার জন্য লালায়িত হয়, তাহাকে না পাইলে অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করে; কিন্তু পুরুষের একমাত্র প্রেমাধার হৃদয় বহু রমণীর প্রেমের আশ্রয় স্থল হয়। রমণীর প্রিয় এক হয়, পুরুষের প্রিয়া একাধিক হইতে পারে। এই সত্য-নিয়মের যাথার্থ্য বাহ্য জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়; স্রোতস্বিনী বহু পল্লী, অটবী, অতিক্রম ও উর্ব্বরিত করিয়া এক সাগর বা হ্রদের অভিমুখে ধাবমানা হয়; শেষে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে তাহাতে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু সেই একই সিন্ধু বা হ্রদের বক্ষে কত শত নদী আসিয়া অনন্ত আশ্রয় লয়। বিরাট বিশাল হৃদয় সমুদ্র অক্ষুণ্ণ অক্ষুব্ধ অক্লান্ত অন্তঃকরণে বহু প্রবাহিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিধাতার সেই সত্য নিয়মের উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক সহকার তরু কেবল মাধবিকার অবলম্বন নয়, মুঞ্জরিত নব মল্লিকাও তাহার অঙ্গে বিজড়িত হইয়া পরম প্রীতিতে উভয়েই একই সমীরণে আনন্দিত হৃদয়ে আন্দোলিত হয়। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিপুঙ্গবেরা এই হেতু বহু বিবাহের রীতি সমাজ মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। দশরথ প্রভৃতি নরপতিবৃন্দ একাধিক পত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের কোন দোষ সংস্পর্শ হয় নাই। এই হেতু তোমার অন্য দুই পত্নী বর্ত্তমান সত্ত্বেও পুনরায় তোমার করে আমার দুহিতাকে অর্পণ করিবার কিছু মাত্র দ্বিধা নাই। সুতরাং তোমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আমার দুহিতা ইন্দুমেধার পাণিগ্রহণ কর। পুরুষ-হৃদয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমাকে যে উপদেশ দিলাম তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তোমার বহু বিবাহ

হইলেও ইহা দোষাবহ নহে। বৎস পাণিগ্রহণের কল্য অতি সুন্দর দিন, সুতরাং কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আমার চিরসঞ্চিত আশা পূর্ণ কর। তোমরা আজ বিশ্রাম কর, কল্য আমার আদেশমত কর্ম্ম করিবে; এই বলিয়া রাজর্ষি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তিন জনে তথায় পরস্পর কথোপ-কথনে সুখে নিশাতিপাত করিলেন। পর দিবস প্রাতে মহর্ষি নিজ দুহিতা ইন্দুমেধা ও যুবরাজ চন্দ্রকেতুকে উপবাস করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সমস্ত দিবস উপবাসান্তে সন্ধ্যাসমাগমে যথা-রীতি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মেধাতিথি যুবরাজকরে ইন্দুমেধাকে অর্পণ করিলেন। সখিগণ আনন্দে শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরি-পূরিত করিল। বিবাহান্তে রাজর্ষি চন্দ্রকেতুকে বলিলেন বৎস, কল্য প্রাতে একাকী আমার আশ্রমে সাক্ষাৎ করিবে এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। বরকন্যা সুসজ্জিত বাসগৃহে সখিগণ পরি-বেষ্টিতা হইয়া হাস্য কৌতুকে পরমানন্দে নিশা যাপন করিলেন।

পর দিন প্রাতে চন্দ্রকেতু মেধাতিথির আশ্রমে গমন করিয়া মহর্ষিকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহর্ষি সানন্দ-চিত্তে বলিলেন—"বৎস, কবে আবার তোমাদিগের দর্শন লাভ করিব তাহার স্থিরতা নাই। বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার দিবস আসন্ন হই-য়াছে আবার দেখিতে পাইব কিনা তাহারও নিশ্চয় নাই। অতএব বিদায় কালে তোমাকে একটী অমূল্য বিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা সাদরে গ্রহণ কর। ইহার উপকারিতা অনেক আছে, কিন্তু ইহা বৃথা প্রয়োগ করিও না, কিম্বা কাহাকেও এ বিষয়ের কোনও রূপ সন্ধান দিও না। ইহা হৃদয়সন্নিহিত

প্রিয়তম বন্ধুর নিকটেও গোপনে রাখিবে। কাহাকে ইহা কখনও প্রকাশ করিও না, করিলে বিপদে পড়িবে। এই বিদ্যা আমি কোন বৃদ্ধ তপস্বীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি এতদিন ইহা গোপন রাখিয়া আসিয়াছিলাম। এখন আর আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই। তুমিই আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব; তোমাকেই ইহা আমি দান করিয়া আত্মপ্রীতি লাভ করিব। বৎস, ইহার নাম প্রাণিসঞ্চালনী বিদ্যা। এই বিদ্যাপ্রভাবে তুমি অন্যের মৃত শরীরে নিজ প্রাণ প্রবেশ করাইয়া তাহাকে সজীব করিতে পারিবে এবং পুনর্ব্বার নিজ দেহে প্রবেশ করিয়া নিজেকে পূর্ব্ববৎ সজীব করিতে পারিবে। তোমাকে ইহার মন্ত্রাদি সকল প্রকরণই শিখাইয়া দিতেছি। সাবধান হইয়া সমস্ত গ্রহণ কর।”

তৎপরে বৃদ্ধ উক্ত প্রাণিসঞ্চালনী বিদ্যার মন্ত্রাদি সমস্ত প্রকরণই যুবরাজকে শিখাইয়া দিলেন। পরে এই মন্ত্র সকলের নিকটে গোপন রাখিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিলেন। অনন্তর রাজর্ষি মেধাতিথি শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক যুবরাজকে বিদায় দিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু মেধাতিথির আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া ইন্দুমেধার নিকট উপনীত হইলেন। পরে তাঁহাকে গৃহ গমনেচ্ছা প্রকাশ করায় ইন্দুমেধা কিছু দিন সেই স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু যুবরাজ নানা কারণ দেখাইয়া সেই দিনই যাইবার জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন। চন্দ্রকেতুর গমনে স্থির নিশ্চয় দেখিয়া ইন্দুমেধা কঙ্কনময়ীর নিকটে গিয়া তাঁহার মনোভাব জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, দিদি

তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার এ বিষয়ে আমার উত্তর প্রতীক্ষা বৃথা।” তখন ইন্দুমেধা যুবরাজের মতেই মতপ্রদান করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় তাহাদের গমনের বৃহৎ আয়োজন হইল। কঙ্কনময়ী ও ইন্দুমেধা সখিগণ সহ যুবরাজকে লইয়া মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি মেধাতিথি সাশ্রু নয়নে চন্দ্রকেতুকে বলিলেন, বৎস! আমার ইন্দুমেধার তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। সুখ দুঃখে তুমি সর্ব্বদা দেখিও। মহর্ষি কঙ্কনময়ীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, মা! তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ইহাকে দেখিও এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি যেন তোমাদের মনে কখনও দ্বেষভাব না আসে। তৎপরে তিনি ইন্দুমেধাকে বলিলেন, মা পতি পরম গুরু সর্ব্বদা ইহার আদেশ পালন করিবে। তোমাকে অধিক আর কি বলিব তুমি নিজে বুদ্ধিমতী সমস্তই জান। এই বলিয়া তিনি সকলের শিরশ্চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে চন্দ্রকেতুর পিতৃভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

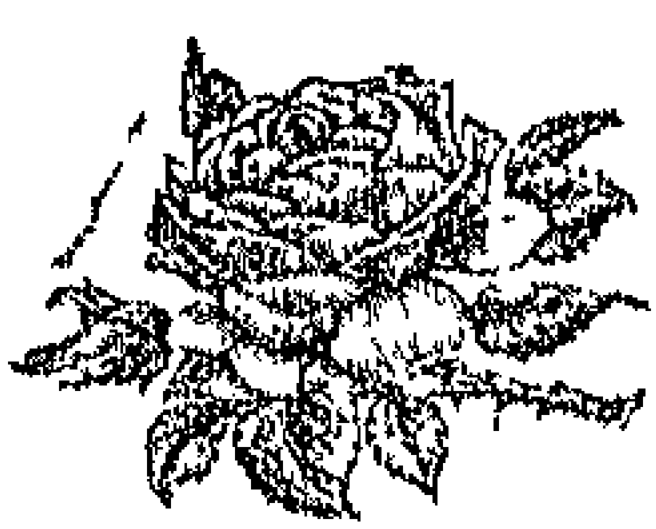

সপ্তম উল্লাস

যুবরাজের সোমজিৎ সহ সাক্ষাৎ এবং তৎকর্ত্তৃক বাণর রূপ পরিবর্ত্তন।

নৃপনন্দন চন্দ্রকেতু পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে সদলবলে তথা হইতে নির্গত হইয়া কয়েক যোজন পথ অতিক্রম করতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুরম্য বনপার্শ্বে প্রশস্ত মাঠের উপরে নিশা যাপনার্থে শিবির সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সঙ্গভ্রষ্ট হৃদয়সখা মন্ত্রিতনয় সোমজিৎ দীনবেশে পাদচারে সেই দিকে আগমন করিতেছেন। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতপদে তৎসকাশে গমন করিয়া শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে পরস্পরের ভুজপাশে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল রহিলেন। চন্দ্রকেতু বলিলেন "সখে, আজ আমার কি আনন্দের দিন। তোমায় যে আর কখন দর্শন পাইব আমার এমন আশা ছিল না। মনে বড় ভাবনা হইয়াছিল যে কিরূপে একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করি। যখন তোমার জনক জননী তোমার জন্য অস্থির চিত্ত হইয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইব। এই ভাবনায় আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া

ছিলাম। তাই আজ তোমার দর্শন পাইয়া সে ভাবনা দূর হইল। বন্ধুবর, প্রিয়তমা কঙ্কনময়ীলাভ অদ্য আমার সার্থক হইল। সেই লক্ষ্মীস্বরূপা কামিনীর সাহচর্য্য লাভের ফলস্বরূপ তোমার ন্যায় মিত্রকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম। আমরা এই স্থলেই রাত্রি যাপনোদ্দেশে শিবির সংস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। ভ্রাতঃ, বহুদিনের পর তোমার সহিত একত্র অবস্থান করিয়া জীবনের গূঢ়তম রহস্য সকল ও স্বস্ব বৃত্তান্ত সকল বিবরণ করিয়া হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিব। চল, অদ্য রাত্রি উভয়ে এই শিবিরে অবস্থান করি।" মন্ত্রিপুত্রও পরম আহ্লাদিত চিত্তে রাজপুত্রের কথানুসরণ করিলেন। রাজকুমারের অনুমতিক্রমে তিনটী স্বতন্ত্র শিবির সংস্থাপিত হইল। একটীতে বন্ধুদ্বয়ের অবস্থানের জন্য, অন্যটী রমণীদ্বয়ের জন্য ও তৃতীয়টীতে অন্যান্য পরিবারবর্গ ও পশ্বাদি অবস্থান করিবে। সন্ধ্যাকালীন ভোজনান্তে স্থির হইল যে তিনি তত্রত্য উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন ও চিত্ত বিনোদনার্থ কয়েক দিবস সেস্থলে অবস্থান করিবেন।

মন্ত্রিপুত্রের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রগৃহে বন্ধুযুগলের নানাবিধ কথোপকথনান্তে নিশা অধিক হইয়াছে জানিয়া রাজপুত্র চন্দ্রকেতু মিত্রবরকে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে দিয়া পত্নীপ্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমারী কঙ্কনময়ী ও ইন্দুলেখা বহুক্ষণ ধরিয়া বল্লভের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই একত্র বসিয়া নানাবিধ হাস্য পরিহাস গল্প ও কথোপকথন করিতেছিলেন। যুবরাজ তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া উভয়কে

বক্ষে ধারণ করিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে চন্দ্রকেতু বলিতে লাগিলেন। "প্রিয়ে অদ্য আমার মিত্রবর মন্ত্রিপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি আমার অন্বেষণে বহুস্থান পরিভ্রমণের পর আমার অজ্ঞাতসারে এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে সাদরে এখানে আনিয়া বিশ্রামার্থ বস্ত্রগৃহ প্রদান করিয়াছি। তিনি এক্ষণে নিদ্রাভিভূত। কল্য প্রাতঃকালে তাঁহাকে তোমাদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিব। তাঁহার স্বভাব নিতান্ত সরল ও সাধু। তাঁহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।" তচ্ছ্রবণে ইন্দুমেধা বলিলেন, "প্রিয়তমের মুখে বন্ধুবর্গের কথা বহুবার শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শনের জন্য আমাদিগের চিত্তে কৌতুহল হইয়াছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে একবার দর্শন করিলে কিম্বা তাঁহার সহিত একবার কথোপকথন করিলে বিশেষ কোনও দোষ নাই। কিন্তু একটী কথা আমার মনে উদয় হইতেছে, তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই তিনি কি প্রকৃতির লোক। পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি পুরুষ মানুষ সুবিধা ও সুযোগের অভাবে রমণী সমাজে ও পুরুষসমাজে সাধু ও সচ্চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; কিন্তু এমন সময়ও আসিতে পারে যে সেই স্বর্গসরল সাধু সৎস্বভাব নরাধমের দ্বারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন হেতু অনুশোচনার কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। হইতে পারে আপনার বন্ধু সেই সকল পুরুষ অপেক্ষা সাধু ও সৎ। অধীনীর এ বিষয়ে কোনও আপত্তি নাই, ইহা প্রাণকান্তের ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করিতেছে। এক্ষণে রজনী অধিক হইয়াছে। সমস্ত দিন পথ ক্লান্তির পর নিদ্রা সকলেই নগন প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। আমি অদ্য আপনাকে একটী কথা বলিব মনে করিতেছি যদি অভিরুচি হয় শ্রবণ করিলে নিতান্ত বাধিত ও অনুগৃহীত হইব। আমাদের উভয়েরই আপনি ধর্ম্মতঃ পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের উভয়েরই ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া আপনার অমায়িক স্বভাবের বিপরীত ও অভিপ্রেত নহে। কিন্তু উভয়কে সন্তুষ্ট করা সুকঠিন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বিবেচিত হইতেছে যে এই কাজ করিলে উভয়কে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করা যাইতে পারিবে। আপনি আমাদিগের দুইজনের সহবাসে রাত্রি যাপনের বার স্থির করুন। এক যামিনীতে প্রিয় ভগ্নী কঙ্কনময়ীর গৃহ আলোকিত করিবেন দ্বিতীয় রজনীতে অধীনীর গৃহে পদার্পণ করিবেন। আমার যেরূপ বিশ্বাস প্রিয় ভগ্নী কঙ্কনময়ীর ইহাতে অমত নাই। আমি তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিতেছি।" কঙ্কনময়ী এই প্রসঙ্গে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দপুলকিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা এ সকল বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করিবেন আমার সেই ব্যবস্থাই শিরোধার্য্য। আপনি আমার সপত্নী হইলেও আপনাকে সপত্নী বলিয়া আমার ধারণা নাই। আপনাকে আমার পরম হিতৈষিণী বলিয়া বিশ্বাস আছে। আপনার যাহা অভিরুচি তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ মত ইহা আমার সরল অন্তঃকরণের কথা"।

সরল হৃদয়া মুগ্ধা কঙ্কনময়ীর অমৃত নিস্যন্দিনী বাক্য পরম্পরা

শ্রবণে উভয়ে বিশেষ প্রীত ও হৃষ্ট হইলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্না ইন্দুমেধা পুনরায় বলিতে লাগিলেন। "নাথ, অদ্য তবে সোদর প্রতিমা কঙ্কনময়ীর সহিত অবস্থান করুন, আমি কেবল আপনার একটী প্রেমগর্ব্বিপূরিত চুম্বন গ্রহণ করিয়া তাহার সুখময় স্মরণ লইয়া অদ্যকার মত নিজ প্রকোষ্ঠে একাকিনী নিশা অতি-বাহিত করি। প্রভাত কালেই হৃদয় নাথের দর্শন আশায় হৃদয়কে আশ্বাস দিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিব।" যুবরাজ প্রেমগদগদচিত্তে ইন্দুমেধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার কপোলে ও নয়নে শত শত চুম্বন প্রদান করিয়া তাঁহাকে সে রজনীর মত তাঁহার স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে বিদায় দিলেন। ইন্দুমেধা অনিমেষ নয়নে কান্ত বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে কঙ্কনময়ীর প্রকোষ্ঠ হইতে অপসৃত হইলেন।

রজনী বিগতা হইলে যুবরাজ প্রিয়তমা কঙ্কনময়ীর কক্ষ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক শান্তশীলা প্রেমময়ী ইন্দুমেধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিত্রবর মন্ত্রিতনয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামাদির পর বন্ধুযুগল একত্র সমাসীন হইলে বিবিধ কথোপকথনান্তর চন্দ্রকেতু স্বীয় পত্নীভাগ্যের কথা উত্থাপন করিলেন; এবং প্রিয় বন্ধুকে তাঁহাদিগের সহিত দেখা ও আলাপ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সচিবসুত ইহাতে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"সখে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিব ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। কিন্তু ভ্রাতঃ আপনার প্রেয়সীগণ এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন ত? তাঁহাদের স্বস্ব অভিমতি ব্যতীরেকে

আমার দর্শনলাভের প্রয়াস করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও অসমসাহসের কার্য্য। বন্ধুবর, ভবদীয় কল্পনময়ী লাভে আমার আনন্দের পরিসীমা নাই; কেন এ আনন্দ সম্যক্ বুঝিতে পারিনা। হয়ত তাঁহার চরণ দর্শন আমার ইহ জীবনে কখনও সম্ভবপর না হইতে পারে। তবে তাঁহার রূপ ও গুণের কথা আপনার বদনে শ্রবণ করিয়া আমি শ্রবণ ও চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারিব আশা করি।" যুবরাজ কহিলেন, "ভ্রাতঃ, এত সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? যাঁহারা আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী তাঁহারা এতাদৃশ নিকৃষ্টহৃদয়া নহেন। তাঁহারা এবিষয়ে স্বস্ব অভিমতি প্রদান করিয়াছেন। অদ্যই চল সন্ধ্যার পরে তাঁহাদের সহিত তোমার আলাপ ও পরিচয় করিয়া দিই।" মন্ত্রিপুত্র আনন্দচিত্তে রাজকুমারের বচনে স্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া উভয়ে উপযুক্ত সাজসজ্জা করিতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত। বস্ত্রগৃহের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে স্বর্ণদীপ সকল প্রজ্জ্বলিত হইল। বন্ধুদ্বয় সুরম্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুরে তাঁহাদিগের আগমন সংবাদ প্রেরণ করিয়া উৎফুল্লহৃদয়ে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। প্রস্থানের প্রাক্কালে যুবরাজ ও মন্ত্রিপুত্র উভয়েরই বাম অক্ষি ও বাম অঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছিল; কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল থাকায় কেহই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। সুন্দরী যুগল তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র উভয়ে আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশনার্থ সুখাসন প্রদান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূরে সম্মুখীন হইয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। পতিমিত্রে দর্শনে

বালিকা কঙ্কনময়ীর লজ্জাভাব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাকে সমধিক লাবণ্যবতী দেখাইতে লাগিল। হৃদয়দেবের সন্তোষার্থ ইন্দুমেধা অদ্য রমণীসুলভ লজ্জাসঙ্কোচ গোপন রাখিয়া সবিশেষ যত্ন সহকারে মন্ত্রিপুত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। প্রখর বুদ্ধি ইন্দুমেধা তাঁহার ভাবভঙ্গী দর্শনে ও কথাবার্ত্তা শ্রবণে সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া লইলেন। তিনি ইহার বিষয় সে সময়ে কাহাকেও বিন্দু বিসর্গ জানিতে দিলেন না। মন্ত্রিপুত্র ইন্দুমেধার ভদ্র আচরণে ও সরল সাধু আলাপনে সম্প্রীত ও আপ্যায়িত এবং কঙ্কনময়ীর সলজ্জ অবস্থান ও সলজ্জ সম্ভাষণে অপহৃতহৃদয় হইলেন। তাঁহার চিত্তপতঙ্গ কঙ্কনময়ীর সৌন্দর্য্যশিখায় আকৃষ্ট হইল। তাঁহার বদনে ও নয়নে সে ভাব ঈষৎ প্রকাশিত হইলেও তিনি বিশেষ যত্নে তাহা গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ইন্দুমেধার কাছে তিনি ধরা পড়িলেন। ইন্দুমেধা তাহা তাঁহাকে বুঝিতে দেন নাই। নানাবিধ সংলাপানন্তর ইন্দুমেধা বলিতে লাগিলেন। "বন্ধুবর, অদ্য আপনার সন্দর্শনে ও আপনার সহিত সুখ আলাপনে আমাদিগের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসের সঞ্চার হইল। অদ্য আমাদিগের সুপ্রভাত আপনার ন্যায় মিত্র প্রবরের সহিত আমাদিগের আলাপ হইল। কিন্তু বলিতে সংকুচিত হইতেছি, আমাদিগের এই আনন্দ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইতেছে। আপনার বন্ধু আমাদিগের সহিত শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি আপনাকে এরূপ একাকী দেখিয়া হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করেন; আমরাও আর একজন হৃদয়সঙ্গি-

হিতা সঙ্গিনী প্রাপ্ত হইলে সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারি। অতএব আমার ইচ্ছা, আপনি আপনার অভিলাষানুযায়িনী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অশেষগুণযুতা ললনার হৃদয়াধিষ্ঠাতা ভর্ত্তৃদেবতা হয়েন। সংসারে একাকী থাকা বিধাতার নিয়ম বিরুদ্ধ; একথা আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে কি অধিক বুঝাইব। আপনাকে দর্শনাবধি আমার চিত্তে একটী কথা সর্ব্বদাই আন্দোলিত হইতেছে। আমাদের সহিত চন্দ্রকলা নাম্নী ভদ্রবংশজাতা, বয়ঃস্থা, পরমা সুন্দরী, সুবুদ্ধিশালিনী, অশেষগুণযুক্তা একজন সঙ্গিনী আসিয়াছেন। তিনি প্রিয়ভগ্নী কঙ্কনময়ীর আপ্ত-সখী। তাঁহারই দেশে তাঁহার পিতৃভবন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে তিনি রাজকুমারীর সহচরী হইয়াছেন। তিনি অশেষ বিদ্যা পারদর্শি ও হৃদয়াভিরামবিবিধগুণান্বিতা এবং আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্তা। তাঁহাকে আপনার বামভাগে বসাইতে পারিলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দের অপূর্ণ অংশটী আর থাকে না। আমার কেন, আমাদের সকলেরই অনুরোধ ও একান্ত প্রার্থনা যে আপনি আমাদিগের এই আশা সফল করেন। তাহা হইলে এই স্থলেই কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া আমরা প্রিয় সখীর মঙ্গলমিলনোৎসবে মত্ত হই।"

সচিবকুমারের হৃদয়ে যে কামবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহাতে, ইন্দুমেধার এ সমস্ত কথাই অন্য সময়ে কর্ত্তব্য বোধ হইলেও এক্ষণে ভস্মসাৎ হইয়া যাইল। তিনি হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া ইন্দুমেধার অনুরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বলিতে লাগিলেন—"ভদ্রে, আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন,

তাহাতে আমার অনুমোদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এবং আপনার অনুরোধ পালন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু বিশেষ কোনও কারণ বশতঃ আপনার এ দয়ালু অনুরোধ প্রতি-পালনে পরাঙ্মুখ হইতেছি। শুভে, বন্ধুবরের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া অবধি আমি এতদিন কেবল নিবিড় বন ও উপবন, গিরি ও প্রান্তর সকল পরিভ্রমণ করিতেছি। লোকালয়ে আমি থাকিতাম না ও থাকিতে ভালও বাসিতাম না। প্রকৃতিসুন্দরীর লীলাময় স্থানসমূহ পরিভ্রমন করিয়া শৈলশ্রেণীর স্বর্গঅসুলভ শোভা সকল সন্দর্শন করিলে, নির্ঝরি মালার ভাবময় সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, বিবিধ বিহঙ্গমকুলের মনোহারি কলতানে একবার কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করিলে, এ মায়াময় সংসারে প্রবেশ করিতে আর ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা হয় মরজগতের সেই স্বর্গধামে চিরদিনই প্রকৃতি দেবীর সহিত বাস করি। কল্যানি, আমার আর স্বইচ্ছায় পরিণয় পাশ গল দেশে বন্ধন করিয়া সংসার রঙ্গস্থলে নৃত্য করিবার অভি-লাষ নাই। বিশেষতঃ আমার পত্নী বর্ত্তমান। এক পত্নী সত্বে পুনরায় অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবার বা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার আর অভিলাষ নাই। সৌভাগ্যক্রমে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, আপনারা দেশে প্রস্থান করিলে আমি পুনরায় আমার প্রিয়ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। পুনরায় রমণীভার স্কন্ধে লইবার আমার বাসনা নাই। রমণীকুল দূর হইতে দেখিতে ভাল; তাঁহাদিগের সহিত কোনও রূপ সম্পর্ক বা সম্বন্ধ না থাকা শ্রেয়স্কর। এই কয়েক বৎসর স্বাধীন পরিভ্রমণে ও স্বাধীন চিন্তায় আমার ধারণা হইয়াছে যে রমণীই জগতে যত

অনর্থের মূল। তাঁহাদিগকে দূরে রাখা আত্মহিতার্থী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ আমার গুরুদেবের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদেব আমার নিকটবর্ত্তী এক নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া আমি বহু দিন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অনুরোধমতে এবং আমার বিবেচনায় আমি বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইতেছি। এজন্য আমি আপনাদিগের ন্যায় বিদুষী রমণীগণের নিকটে সবিনয় ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

মন্ত্রিপুত্রের এতাদৃশ কপট জ্ঞানগর্ভ বচনে প্রবঞ্চিত হইয়া রাজনন্দনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তাঁহার প্রতি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু ইন্দুমেধা তাঁহার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, সেখানে নির্ব্বেদের তিলমাত্র অঙ্কুর নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন—সচিব পুত্রের সকল বাক্যই ছদ্ম। তিনি আর কিছুই বলিলেন না, কেবল বাহ্যতঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্যান্তরের ছলনা করিয়া কঙ্কনময়ীকে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। তখন মন্ত্রিপুত্র নিজ চিত্তগৃহ অন্ধকারময় দেখিয়া রাজপুত্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় অবস্থান কক্ষে আসিয়া লাবণ্যময়ী কঙ্কনময়ীর হৃদয়োন্মাদক রূপরাশি ও তাঁহার সুধা-নিন্দিত বচনাবলীর বিষয়ে অবিরত চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে হস্তগত ও স্বীয় অঙ্কলক্ষ্মী করিবার অশেষ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এই সন্ন্যাসংলাপনের পর হইতে চন্দ্রকেতু সাধু ও সৎস্বভাব জ্ঞানে স্বীয় মিত্রকে যতই বিশ্বাস করিতে লাগিলেন, বিশ্বাস-

ঘাতক মন্ত্রিতনয় গোপনে ততই রাজপুত্রকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার প্রণয়িনী কঙ্কনময়ীকে প্রাপ্তি বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে তাঁহার অবারিত-গতি ছিল। তিনি ইচ্ছামত ললনা-যুগলের সমীপে যাইয়া ইচ্ছামত নানাবিধ গল্প ও কথাবার্ত্তা কহিতেন। চন্দ্রকেতু না থাকিলেও তিনি অনেক সময়ে তাঁহাদিগের নিকটে থাকিতেন ও গোপনে কঙ্কনময়ীর চিত্তা-কর্ষণের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সময়ে এবং অসময়ে অন্তঃপুরে গতায়াতের বিষয় রাজপুত্র জানিয়াও তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না; এবং বন্ধুবরের সংসার বৈরাগ্যভাব মোচন হইবে এই আশায় তাহাতে তিনি অধিক সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইন্দুমেধা এ সমস্তই বুঝিতে পারিতেন। মন্ত্রিপুত্র তাঁহাদিগের নিকটে আসিলে তাঁহারা নিজে নিজে সাবধান থাকিতেন এবং কঙ্কনময়ীকে অনেক সময় তাঁহার সহিত স্বাধীন ভাবে কথোপকথন করিতে ও মিশিতে দিতেন না। তাঁহার হইয়া তিনি নিজে অনেক কথা বলিতেন। কখনও বা তাঁহাকে পতিমিত্রের সম্মুখে উপস্থিত করাইতেন না। কিঞ্চিৎ অসুখের ভান করিয়া সপত্নীকে স্থানান্তরে রাখিতেন। স্বয়ং অটল এবং স্থির। প্রথমতঃ স্বামীকে এবিষয়ে কোনও কথাই বলিতেন না। মন্ত্রিপুত্রকে যে অবিশ্বাস করেন একথা তাঁহাদের কাহাকেও ঘুণাক্ষরে বুঝিতে দিতেন না। সহজে যদি ইহা হইতে নিষ্কৃতি পান, সহজে যদি স্বামীর বন্ধুর প্রতি এতাদৃশ অন্ধ বিশ্বাসে কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কঙ্কনময়ীকে সকল কথাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাতে স্বামীর কিঞ্চিন্মাত্রও অসন্তোষ

হয় এরূপ কার্য্য করিতে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। সরলা হরিণী ব্যাধকে দেখিলে যেরূপ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। মুগ্ধা বালিকা কঙ্কনময়ী মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া সেরূপ সন্ত্রস্ত হইলেও প্রকাশ্যে কোনও কথা বলিতেন না কিম্বা কোনও বিরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতেন না।

মন্ত্রিপুত্র তাঁহাদিগের সমীপে অত্যধিক স্বাধীনতা গ্রহণ করাতে একদিন ইন্দুমেধার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সেই দিবস রজনীযোগে চন্দ্রকেতু তাঁহার প্রকোষ্ঠে রাত্রিযাপনার্থ আগমন করিলে সুস্থ হইবার পরে ধীরে ধীরে তাঁহার অতি বিশ্বস্ত বন্ধুবরের বিষয়ে দু'একটী কথা জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজের কর্ণে সে সকল কথা, হিতগর্ভ হইলেও, স্থান প্রাপ্ত হইল না। তিনি সে সকল ইন্দুমেধার অতিবুদ্ধিতাহেতুক বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সুবুদ্ধি ইন্দুমেধা অরণ্যে রোদন বিবেচনা করিয়া সে যামিনীতে সে সম্বন্ধে আর কোনও কথা কহিলেন না।

একদিবস অপরাহ্ণে দুই বন্ধু সন্ধ্যা-সমীর-সেবনার্থ শিবির হইতে বহির্গত হইয়া এক অতি নির্জ্জন মনোরম স্থানে আসিয়া উভয়ে স্ব স্ব হৃদয়ের কথা কহিতে লাগিলেন। যুবরাজ, কঙ্কনময়ী ও ইন্দুমেধা প্রাপ্তির বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে বসিলেন। ইন্দুমেধার সহিত বিবাহ; বিদায় কালে রাজর্ষি মেধাতিথির উপদেশ সমস্তই যথাযথ বর্ণন করিতে করিতে সহসা তাঁহার নব বিদ্যাদান ও তদ্গত গোপনীয় উপদেশের নিকট আসিয়া চন্দ্রকেতু হঠাৎ গল্প বন্ধ করিলেন, যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন .

কোনও বাধা বশতঃ তাহা আর বলিতে পারিলেন না। পরে অন্য ভাবে আত্মবিবরণ শেষ করিলেন। মন্ত্রিপুত্র সেরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও সন্তোষকর উত্তর পাইলেন না। তাঁহার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিবার জন্য অস্থির হইলেন। কিন্তু সেদিন যুবরাজকে আর কোনও কথা না বলিয়া উপায়ান্তরে তাহা জানিয়া লইবেন স্থির করিলেন, এবং তাহার জন্য সচেষ্ট রহিলেন। মন্ত্রিপুত্রের মনোগত ভাব এবং স্বার্থসাধনোদ্দেশে ছলনাবৃত্তির কণামাত্র চন্দ্রকেতু বুঝিতে সক্ষম হইলেন না।

অনন্তর যখন মন্ত্রিপুত্রের অন্তঃপুরে প্রসার ও স্বাধীনাচরণ নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইল এবং ললনাদ্বয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন একদিন ইন্দুমেধা স্বামীকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অপিচ ইন্দুমেধার প্রতি চন্দ্রকেতু কিঞ্চিৎ বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ইন্দুমেধা বিফলমনোরথ ও হতাশ হইয়া সেই চেষ্টা হইতে বিরতা হইয়া নিজে সাবধান থাকিবেন স্থির করিলেন।

মন্ত্রিপুত্র এ সকল বিষয়ে আভাস পাইয়া তাঁহার চাতুরীজাল অধিকতর বিস্তারিত করিলেন। এবং সরলচিত্ত রাজকুমারকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত করিলেন। প্রতিনিয়তই তাঁহার গোপন চেষ্টা হইল কি উপায়ে সুন্দরী কঙ্কনময়ীকে লাভ করিতে পারেন। হৃদয় লাভের চেষ্টা বিফল হইলেও তাঁহার সুন্দর দেহ লাভের আশায় উন্মত্ত হইলেন।

শিবিরের অনতিদূরে একটী মনোরম উদ্যান। তাহাতে নানা জাতীয় পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ সমূহ পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত হইয়া আগন্তুকের নয়নানন্দকর হইয়া ক্ষুধা দূর করিতেছে। বিবিধ পক্ষিকুল মধুর কূজনে সে উদ্যানের মনোহারিত্ব অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে বিচিত্র সোপানাবলী পরিশোভিত বিশাল একটী দীর্ঘিকা নানাজাতীয় জলচর জীবের এবং কমল প্রভৃতি বিবিধ জলজলতার আশ্রয় স্থল হইয়া আছে। বন্ধুযুগল যখনই ভ্রমণে বাহির হইতেন তখন তাঁহারা সেই সোপানে বসিতেন। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই সুরম্য স্থানে বহুক্ষণ কথোপকথনের পর উভয়ে মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন।

মন্ত্রিপুত্র বিশেষ সতর্কভাব সহিত রাজনন্দনকে মদ্যরসে প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। নিজেও অল্পাধিক পান করিলেন। রাজকুমারের হৃদয় সুরাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া গেল, তাঁহার হৃদয় অনর্গল হইল, হিতাহিত বিবেক লোপ পাইল। মন্ত্রিপুত্র উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া নানাবিধ কথার পর প্রসঙ্গক্রমে সে দিবসের মেধাতিথির উপদেশের কথা তুলিলেন। কপট মায়া প্রকাশ করিয়া বন্ধু বলিলেন। "ভাই চন্দ্রকেতু, বিবাহ করিয়া তোমার চরিত্রে একটা বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি, তুমি আমাকে আর তাদৃশ বিশ্বাস কর না। আমি সে জন্য মর্ম্মাহত হইয়া আছি। সখে, তোমার সে দিনের ব্যবহার আমার হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছে। আমার অনেক সময় ইচ্ছা হয় বন্ধুবরের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারান অপেক্ষা জীবন হারান মঙ্গল। সখে, আমাকে সে দিনকার কথা কেন গোপন করিলে? ভাই, আজ

যদি তাহা প্রকাশ না কর তাহা হইলে এই ছুরিকা তোমার হস্তে দিতেছি ইহা সবলে আমূল আমার বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দাও, আমি এ অবিশ্বাসের জ্বালাযন্ত্রনা হইতে চিরজীবনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করি। তোমার ঐ বিমল প্রেমময় বদন চাহিয়া আমি ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া যাই। ভ্রাতঃ অদ্য তাহা আমাকে বলিতেই হইবে।" নৃপনন্দন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বন্ধুর হাত হইতে ছুরিকা লইয়া খাপিকা মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "সখে, ইহার জন্য এত মনঃপীড়া পাইতেছ, আমিত তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভ্রাতঃ, আমি তোমার নিকট শত দোষে অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর। আমি অদ্য এখনই তোমাকে গোপনীয় সমস্ত কথা প্রকাশ করিতেছি।" রাজকুমার মেধাতিথি প্রদত্ত প্রাণসঞ্চালনী বিদ্যা প্রকরণ মন্ত্র মন্ত্রিপুত্রকে শিখাইয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। মন্ত্রিপুত্র আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে সাধুবাদ দিয়া বন্ধুবরকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিতনয় প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "সখে, নবশিক্ষিত বিদ্যাটী অত্যন্ত অদ্ভুত অনেক সময়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পরীক্ষা না করিলে সহজে ইহার সাফল্য বিষয়ে সন্দেহ দূর হয় না। আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, ইহার সত্যাসত্যতা অদ্যই পরীক্ষা করি। রাজপুত্র বলিলেন, "তাহার জন্য চিন্তা কি, চল শিবিরে প্রত্যাগমন করি, পথে কোন মৃতদেহ প্রাপ্ত হইলে অধীত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে"।

উভয়ে উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। [illegible]

সূর্য্যরশ্মিতে আলোকিত। অনতিদূরে একটী মৃত মর্কটদেহ দৃষ্ট হইল। উভয়ে পরমাহ্লাদে তৎসমীপবর্ত্তী হইলেন। যুবরাজ কাল বিলম্ব না করিয়া মন্ত্র ও প্রক্রিয়াদ্বারা তদ্দেহে নিজ-প্রাণ সঞ্চালিত করিলেন। যুবরাজের জীবন-শূন্য দেহ বাতাহত কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হইল। মায়াবী ছলপটু মন্ত্রিপুত্র তৎক্ষণাৎ নিজ প্রাণ চন্দ্রকেতুর প্রাণ-হীন দেহে সঞ্চালিত করিয়া তদ্দেহ-সংলগ্ন অসি দ্বারা নিজদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই শোণিত-রঞ্জিত তরবারি হস্তে বানর দেহধারী যুবরাজের অভিমুখে ধাবিত হইল। বিশ্বাসঘাতকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রকেতু-জীবনানুপ্রাণিত বানরদেহ প্রাণপণে পলায়নপর হইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহন করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ শাখায় বসিয়া নিজ অতি-বিশ্বাসের কুফলের তিক্তাস্বাদন উপভোগ করিতে লাগিলেন। অনুশোচনায় হৃদয় বিদারিত হইতে লাগিল। তিনি দরবিগলিত ধার নয়নে বিশ্বাসহন্তা এবং প্রাণহননব্যাকুল মিত্রাধমের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

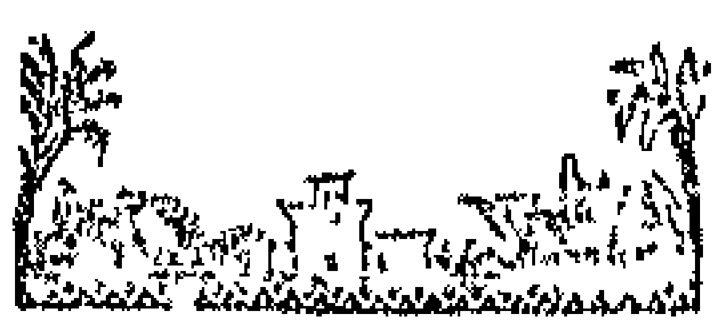

অষ্টম উল্লাস

যুবরাজের পুনর্দেহলাভ ও সোমজিতের ছাগরূপে পরিবর্ত্তন।

যুবরাজরূপী মন্ত্রিপুত্রের আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু কপটীর মায়া বুঝা ভার। সে কপট বিষাদে অভিভূত হইয়া স্থিরচিত্তে ধীরে ধীরে শিবির অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার বস্ত্র ও দেহ শোণিতে সিক্ত, নিষ্কোষিত অসি শোণিতরঞ্জিত। বদনমণ্ডলে আনন্দ ও উদ্বেগের চিহ্ন প্রকাশমান, সে তাহা ছল শোক চিহ্নে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন শিবিরে ফিরিল, তখন জগৎ অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছিল। মন্ত্রিপুত্র সমভিব্যাহারে রাজপুত্রের আগমনের জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। রাজপুত্রকে ঈদৃশ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট ও ভয়চকিতচিত্তে তাঁহার নিকটে ধাবিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিল। কপটী মন্ত্রিপুত্র মায়াশোক প্রকাশ করতঃ "হা হতোহস্মি" বলিয়া ধরাতলে বসিয়া পড়িল। যেন সে কত না বিষণ্ণ, বন্ধুবিয়োগে কত না কাতর, কত না শোকবিহ্বল!

শোকের আতিশয্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে মায়াবী বিলাসবিনাসিত

কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"হায় হায়, অদ্য আমার কি দুর্দ্দৈব! হারানিধি পাইয়া আজ আবার তাহাকে হারাইলাম। হায়, নিষ্ঠুর কাল, যদি পুনরায় কাড়িয়া লইবি, তবে তাহাকে এত দিনের পর আবার দিলি কেন? অদ্য কি কুক্ষণেই ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম! সন্ধ্যা রাক্ষসী চিরদিনের মত বন্ধুবরকে লইয়া মহা অন্ধকারে লুকাইল!" এবম্বিধ নানা প্রকার বিলাপের পর আমূল বৃত্তান্ত বিবরণার্থ অনুরুদ্ধ হইলে রাজনন্দনবদনে বচন নিঃসৃত হইল, "আমরা দুই বন্ধুতে উদ্যানের অনতিদূরে মাঠের উপর বসিয়া সন্ধ্যাকালীন পশ্চিমাকাশের বিচিত্র শোভা দর্শন করতঃ সানন্দ ও নির্ভীক চিত্তে গল্প করিতেছিলাম। বন্ধুবর মন্ত্রিপুত্র আমার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে ছিলেন। সহসা ভীম গর্জ্জনে আমরা চমকিত হইলাম। চক্ষুর নিমেষ না পড়িতে পড়িতে, পশ্চাতে চক্ষু ফিরাইতে না ফিরাইতে, মিত্রবরের স্কন্ধে এক দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল লাফাইয়া পড়িল। তদণ্ডেই সেই ভীষণ পশু তাঁহাকে কবলিত করিয়া তীরবেগে পলায়ন করিল। আমিও এই সুশানিত তরবারি হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম! ব্যাঘ্র মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পশ্চাৎ না ফিরিয়া ক্রমাগত দৌড়িল। আমিও তৎপশ্চাতে। ক্রমে নিবিড় অরণ্য মধ্যে সে প্রবেশ করিল। দূর হইতে বন্ধুর কাতরোক্তি শ্রবণগোচর হইল। ক্রমে অস্ফুট হইয়া নিস্তব্ধ হইল, আমিও সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। এক স্থানে শার্দ্দূলকে দেখিতে পাইলাম—বন্ধুর মৃত দেহের উপর বসিয়া আছে। বন্ধুর স্কন্ধদেশ ভগ্ন হইয়াছে—অবিরল ধারায় শোণিত নির্গত হইতেছে, হিংস্রক তাহা আনন্দে লেহন

করিতেছে। আমি তাহাদের পশ্চাতে; হতজ্ঞানপ্রায় নিশ্চেষ্ট দাঁড়াইয়া আছি। পরক্ষণে সবলে আমি সুধার তরবারি বন্ধুহন্তার শিরে বসাইয়া দিলাম। সে দ্বিখণ্ড হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।”

কপটীর হৃদয়ভূমি নয়ন জলে আর্দ্র হইল। যেন আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল,—“পরে উভয় মৃত দেহ ঐ দীর্ঘিকাপার্শ্বে আনয়ন করিয়া, এই অসির দ্বারা শতখণ্ড করিয়া জলাশয়ের মধ্য স্থলে নিক্ষেপ করিলাম। ভাবিলাম এই তরবারি আঘাতে আমি আত্মহত্যা করি। হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে হইল, আমি মরিলে কি হইবে। সংসারে আমার কার্য্য এখনও সংসাধিত হয় নাই, বন্ধুর কার্য্য এখনও করিতে হইবে আত্মীয় জনের কার্য্য আমা কর্ত্তৃক এখনও সম্পন্ন হইবে—নতুবা ব্যাঘ্র আমাকে আক্রমণ করিল না কেন, আমাকে তাহার কবলে লইয়া শমনসদনে প্রেরণ করিল না কেন? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, চিত্ত বন্ধুবরের নিকটে রাখিয়া শোকাকুল হৃদয় লইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছি।” ছাদ্মিকের বিলাপের ভঙ্গীতে সকলেই তাহার কথা অবর্থক বলিয়া গ্রহণ করিল। শিবিরস্থ যাবতীয় ব্যক্তি প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ভাষী মন্ত্রিপুত্রের অ' লমরণে শোক প্রকাশ করিল। মন্ত্রিপুত্রের শার্দ্দূল অপঘাতের কথা অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল শিবির অদ্য রজনীতে নিবিড় শোক তিমিরে সমাচ্ছন্ন।

চন্দ্রকেতু-দেহাবৃত মন্ত্রিপুত্র সোমজিৎ অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। বাহিরে শোক প্রকাশের উৎকট চেষ্টা। তজ্জনিত চিত্তচাঞ্চল্য শতগুণ

বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বদনে অবিরত বন্ধুবরের বিয়োগপ্রকাশক কাতরোক্তি। ইন্দুমেধা স্বহস্তে তাহার দেহ সংলগ্ন শোণিতাদি বিধৌত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করা হইল। ইন্দুমেধা নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে তাহার চিত্তাস্থৈর্য্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এবং বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতেছেন। মন্ত্রিপুত্রের তাহাতে যেন অধিকতর শোকাগ্নি সন্দীপিত হইতেছে। মায়াবী মানব-স্বভাববিশেষজ্ঞ। তাহার কাপট্য সহজে পরিস্ফুট হইবার নয়। নানাবিধ প্রলাপ ও বিলাপ বাক্যে মানসিক তুমুল ভাবসংগ্রাম ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। অন্যে সহজেই তাহার সহজ অর্থ বুঝিয়া লইবে। কিন্তু রাজনন্দিনী ইন্দুমেধার ধীশক্তি সাধারণ স্ত্রীজাতির ধীশক্তি অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। প্রকৃত তাদৃশ অবস্থায় মনুষ্যের যেরূপ চিত্ত চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, অপ্রকৃত চন্দ্রকেতুর চিত্ত-চাঞ্চল্যে ইন্দুমেধা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষ্য করিলেন। তাঁহার নিকটে বন্ধুবিপ্রয়োগে বন্ধুজনোচিত শোক-প্রকাশের বিলক্ষণ আতিশয্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার সন্দেহ হইল যেন তাহা যথার্থ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নহে। যেন তাহা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। অনেক সময়ে তাঁহার সান্ত্বনাপ্রদানাবসরে চন্দ্রকেতুদেহধারীর ভাবপরিবর্ত্তনের ও চাঞ্চল্যসংমিশ্রিত ঔৎসুক্যের ও কিঞ্চিৎ ভয়োদ্বিগ্নতার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। নিতান্ত শোকাকুল ভাবে পরিদৃশ্যমান হইলেও, তিনি দেখিলেন, তাহার নয়নদ্বয় কামাগ্নিসংধুক্ষিত হইয়াছে। অশ্রুসিক্ত নয়নের কটাক্ষ অনেক

সময়ে কঙ্কনময়ীর বিকচকমলসন্নিভ সুকুমার গণ্ডদেশে প্রবিদ্ধ হইতেছে। প্রকৃত চন্দ্রকেতুর কটাক্ষ হইতে তাহা ইন্দুমেধার চক্ষে বিভিন্নতর বোধ হইল।

সহসা ইন্দুমেধার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মানসিক পর্য্যাকুলতা কাহাকেও না জানিতে দিয়া কার্য্যান্তরব্যপদেশে ইন্দুমেধা নিজকক্ষে আগমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তালতা বহুশাখাসমন্বিতা হইয়া বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তিনি কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিচারিকাবৃন্দকে কক্ষাভ্যন্তর হইতে অপসারিত করিয়া তিনি অকূল চিন্তা-সাগরে নিমগ্না হইলেন। তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, যে তাহাদিগের প্রভু কুটিরে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে অগ্রে জাগ্রত করিয়া দেয়। অদ্য যামিনীতে যুবরাজের ইন্দুমেধার কুটিরে অবস্থানের সময়। ইন্দুমেধা চিন্তাক্লিষ্ট অন্তঃকরণে কান্তাগমন পথ চাহিয়া শয্যায় শুইয়া রহিলেন। তিনি প্রথমতঃ ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার চিত্ত এরূপ অস্থির হইল কেন? ইহার অবশ্যই কোনও গূঢ় কারণ আছে। মন সর্ব্বগ ও সর্ব্বজ্ঞ। মন অগ্রে অশুভ জানিতে পারিয়া অজ্ঞাতে অস্থির হইয়া উঠে।

ইন্দুমেধার নিকটে অদ্যকার ব্যাপার সমস্ত ঐন্দ্রজালের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। যাঁহাকে রক্তাক্তকলেবরে ইতিপূর্ব্বে দেখিলেন, তাহাকে প্রকৃত হৃদয়ানন্দন নৃপনন্দন চন্দ্রকেতু বলিয়া তিনি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিলেন না। চন্দ্রকেতুর স্বভাব ও বচনসম্ভাষণ হইতে উপস্থিত

পুরুষের স্বভাবাদির প্রভেদ তাঁহার বিবেচিত হইল। তবে ইনি কে? অবয়বে ত কিছুই প্রভেদ নাই। বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তাহা যুবরাজের। হস্তস্থিত তরবারি চন্দ্রকেতুরই হস্তাভ্যস্ত অসি। কথাবার্ত্তা বিশেষ পরিচিতের ব্যতীত অন্য কাহারও তাদৃশ হইতে পারেনা। কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত যুবরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে ইন্দুমেধার হৃদয় কিছুতেই চাহিতেছে না। হৃদয়তত্ত্বজ্ঞা জ্ঞানবতী ইন্দুমেধা এ রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থা হইতে পারিলেন না। সহসা তাঁহার মনে অন্য একটী জ্বালাময়ী ভাবনার উদয় হইল। তবে কি এ কোন প্রেতযোনি স্বামীর অনিষ্ট সাধন করিয়া তাহার রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আসিয়াছে? তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। ক্রমে ভাবনায় অধীর হইয়া নিদ্রাদেবীর শরণ লইলেন। সর্ব্বচিন্তাসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী তাঁহার কোমল কর ইন্দুমেধার যুগল নয়নে মার্জ্জন করিলেন। ইন্দুমেধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রা আসিল বটে কিন্তু সঙ্গে তাহার সহচরী স্বপ্নদেবী। ইন্দুমেধার নিদ্রা গাঢ় নয়, তিনি স্বপ্নে নানা বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যেন তাঁহারা দুই সপত্নী হৃদয়দয়িতের সমভিব্যাহারে সুদূর উত্তুঙ্গ এক শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। উচ্চদেশাধিরোহণে ক্লান্তিবশতঃ এক বনস্পতিমূলে তিন জনে উপবেশন করতঃ শ্রান্তি দূর করিতেছেন। তাঁহাদের পার্শ্ব দিয়া একটী নির্ঝরিণী কল কল স্বরে অপুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন গতিতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তাহার মধুর

সঙ্গীত বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমগণের কল তানে সংমিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছে। তাঁহারা তিন জনে প্রণয়ামোদে উৎফুল্ল-হৃদয়, পরস্পরের বদন চাহিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছেন। সহসা তাঁহাদিগের সমীপে অতর্কিতে এক যোগী সমাগত। যোগিবর তরুণবয়স্ক ও প্রিয়দর্শন। তাঁহারা চমকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সসম্ভ্রমে যোগিরাজকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন, আগন্তুক অমনি যুবরাজের হস্ত ধারণ করতঃ বাধা দিয়া স্বস্থানে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে বসিলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন হস্তে কমণ্ডলু ও যষ্টি। যোগী মিষ্টভাষী; কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কথোপকথনের মধ্যে তাঁহার চঞ্চল নয়ন প্রতিনিয়তই সুন্দরী কঙ্কনময়ীর দিকে প্রধাবিত হইতেছিল। ইন্দুমেধার অন্তরে কিঞ্চিৎ সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি তাহা গোপন করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতেছেন। হটাৎ যোগীর বেশপরিবর্ত্তন হইয়া গেল, মহাকায় এক দানব তাঁহাদের সম্মুখে। তাহার হস্তে বিশাল তরবারি, দেখিতে দেখিতে সেই তরবারি যুবরাজের বিরাট বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল। কঙ্কনময়ী মূর্চ্ছিতা। চন্দ্রকেতুকে হত্যা করিয়াই দানব সেই মৃত দেহে নিজ প্রাণ-সঞ্চালন করিয়া মূর্চ্ছিতা কঙ্কনময়ীকে কক্ষে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন, তাহার নিজ দেহ নিমেষ মধ্যে সমস্ত বায়ুতে মিশাইয়া যাইতেছে। ইন্দুমেধা চীৎকার করিতে যাইতেছেন, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি "হা নাথ! বলিয়া পার্শ্বস্থ স্বীয় কান্তকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কোথায় চন্দ্রকেতু; পার্শ্বে তাঁহার কেহই নাই, তাঁহার

শয্যা অদ্য শূন্য। অদ্য রজনীতে যুবরাজের ইন্দুমেধার গৃহে শুভাগমনের কথা। ইন্দুমেধার চিত্ত চঞ্চল হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত কথা মনে আসিল। নিদ্রার পূর্ব্বে যুবরাজরূপী কাহাকে দেখিয়াছিলেন, কঙ্কনময়ীকে কাহার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার মনে বিষম ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহার চিত্তে সন্দেহ অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইল—অদ্য রজনীতে স্বামী তাঁহার নিকটে আসিলেন না কেন? তাঁহার ভ্রম হইবার কথা নহে। তিনি অবিলম্বে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে নিকটস্থ পরিচারিকাকে হৃদয়েশ্বরের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা ভর্ত্রীকে কাতর স্বরে সংবাদ দিল, যে তাঁহার জীবিতনাথ অদ্য যামিনী কঙ্কনময়ীর গৃহে বঞ্চন করিতেছেন। তাহারা আরও বলিল যে ইন্দুমেধা তাঁহাদের নিকট হইতে উঠিয়া আসিবার পরে তাহারা যুবরাজকে অধিকতর প্রফুল্ল দেখিয়াছে। কঙ্কনময়ীকে কি কথা বলিয়া ভুলাইয়াছেন। তাঁহারা এখন কঙ্কনময়ীর গৃহে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। সুচতুরা ইন্দুমেধা এতাবৎ শ্রবণ মাত্র সন্দেহপীড়িতচিত্তে তাহাদিগকে দূরে থাকিতে বলিয়া স্বয়ং কঙ্কনময়ীর গৃহের দ্বার সমীপে আগমন করিলেন। গৃহমধ্যে একটী ক্ষীণজ্যোতিঃ দীপ জ্বলিতেছিল। দেখিলেন পর্য্যঙ্কে উভয়ে শয়ান। কঙ্কনময়ী নিদ্রিতা। যুবরাজবেশী কপটনিদ্রাভিভূত। তাহার মুখের দিকে চাহিলেই চক্ষুষ্মান্ বুঝিতে পারেন যে তাহার চিত্তসমুদ্রে চিন্তাতরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে। তাহার হৃদয়ে যেন ঘোর অশান্তি। পাপীর পাপ কর্ম্ম অবসানে বদনমণ্ডলে অনুতাপ ও আবেগের যে সকল চিহ্ন

প্রকাশ পায় তাহার আননে সে সমুদায়ের অপ্রতুল ছিল না। একবার একবার তাহার ভীত চঞ্চল নয়ন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইতেছে আবার ভীতচকিতভাবে দ্রুত নিমীলিত হইতেছে।

ইন্দুমেধা ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া সেই বিচিত্র-ভঙ্গিময় বদনপানে নিমেষশূন্য নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তিনি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ, যেন চিত্রে আলিখিত।* ছাগ্নিকের চক্ষু উন্মীলিত হইল; নয়নপথে স্থির নিশ্চল দেবীমূর্ত্তি দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া পর্য্যঙ্ক হইতে সবেগে অবতীর্ণ হইল। যেন কি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, সেই দুঃস্বপ্নের কোন ভীমা মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে সমাগত, তাহার চৈতন্য প্রায় লোপ পাইতেছে—এক-দৃষ্টিতে ইন্দুমেধার দিকে তাহার বিস্মিত ও ভীত নেত্রযুগল নিপতিত রহিয়াছে। যেন পাপী তাহার শাসিকার সমক্ষে সমানীত। তাহার দেহ কম্পিত, হৃদয় কম্পিত, নয়ন প্রজ্জ্বলিত। বদনমণ্ডলে অনুতাপ, ক্রোধ ও সন্ত্রাসের লক্ষণসকল প্রতিফলিত। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া ইন্দুমেধার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"প্রিয়ে, অসময়ে এখানে এভাবে কিহেতু আগমন? আমি অদ্য একটা দুষ্ট স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সহসা তোমাকে নিকটে দেখিয়া আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। অদ্য আমার চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে। বন্ধুবিয়োগে আমার হৃদয় নিতান্ত বিধুর হইয়াছে।" ইন্দুমেধা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"প্রিয়দর্শন, ওরূপ চঞ্চল হইবেন না—চিত্ত স্থির করুন, চিন্তা মন হইতে বিদূরিত করুন। তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছিল তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া সুস্থ আছেন, তাঁর জন্য আর ভাবনা কি ? আপনি ওরূপ ভয় পাইতেছেন কেন, হৃদয় ওরূপ কম্পিত হইতেছে কেন ? পুনরায় শয্যা গ্রহণ করুন, নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লউন, তিনি সকল চিন্তা অপনোদন করিবেন। আপনার এরূপ বিকৃত অবস্থা দর্শনে প্রিয়ভগ্নী কঙ্কনময়ী, দেখিতেছি, সবিশেষ ভয় পাইয়াছে ; আমিও অদ্য একটী দুঃস্বপ্ন দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, একাকিনী শয্যায় থাকিতে না পারিয়া ভগ্নীকে ডাকিতে আসিয়াছি। দিদি, এস দুইজনে অদ্য আমার কক্ষে রাত্রিযাপন করি, যুবরাজ বন্ধুবিয়োগে ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনি সুস্থ চিত্তে নিদ্রা যান।" ইন্দুমেধার ইঙ্গিতমাত্র সরলা কঙ্কনময়ী তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

উভয়ে বিহ্বল ও চঞ্চল চিত্তে ইন্দুমেধার প্রকোষ্ঠে আসিয়া সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। বালিকাযুগলের চিত্ত চকিত ও চিন্তাকুল। বিষম সন্দেহ ইন্দুমেধার মনে উপস্থিত। উভয়ে কিয়ৎকাল নীরব ও নিস্পন্দ রহিলেন। পরে কোমল-ভাষিনী ইন্দুমেধা বলিতে লাগিলেন। "ভগ্নি, তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ ? তোমাকে অদ্য এরূপ ভাবে আপনার গৃহে ডাকিয়া আনিলাম কেন ? তুমি সরলা বালিকা, তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। হয় ত আমাদের কি সর্ব্বনাশই না হইয়াছে। স্বপ্নই বা সত্য হয়। হয় ত, যাঁহার অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তোমাকে এখানে আনিলাম, তিনি আমাদের হৃদয়বল্লভ রাজনন্দন নহেন !" কঙ্কনময়ী বলিলেন—"দিদি, আমারও আজ মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, আমি কিছুই বুঝিয়া

উঠিতে পারিতেছি না। রাজকুমারের স্বভাবে অদ্য সবিশেষ ভাবান্তর দেখিতেছি। বন্ধুর শোকে এমন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অদ্য যেন কি এক বিভীষিকা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। তিনি অদ্য আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। মন চিন্তাভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। কি কারণে বুঝিতে পারি নাই, তিনি আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। দিদি, ইহার কারণ কি, তুমি যদি বুঝিতে পারিয়া থাক, আমার কাছে গোপন করিও না।" ইন্দুমেধা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"রুক্মন, সুস্থির হও, উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের ঈশ্বর সহায়। সত্যই যদি আমাদের কোনও বিপদ সমাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এস আমরা সর্ব্ববিপদহারী মধুসূদনের নাম হৃদয়ে স্মরণ করিয়া সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করি। কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আমিও এখন ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার সংশয় হইয়াছে।—উপস্থিত স্বামিদেহধারী পুরুষটী আমাদের সেই হৃদয়াধিদেব নৃপনন্দন নহেন। ভগিনি, ভীত ও কিংকর্ত্তব্যমূঢ় হইবার প্রয়োজন নাই। হইতে পারে, আমার সন্দেহ অমূলক। আমার এখনও পরীক্ষা অবশিষ্ট আছে।" তিনি একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কমলে, শিবির-রক্ষকদিগের মধ্যে আমার এই আদেশ প্রচার করিয়া দাও, যে—অদ্য রাত্রিতে আমরা দুইভগ্নী এই প্রকোষ্ঠে শয়ন করিব, কেহই যেন অদ্য এ অন্তঃপুরে না আসিতে পারে, যুবরাজই হউন, কিম্বা অন্য কেহই হউন অদ্য

যেন কেহই এস্থানে প্রবেশলাভ করিতে না পারে।” সেবিকা যথাজ্ঞা বলিয়া আদেশপালনোদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

যথাসময়ে নায়িকেরও এ আদেশ কর্ণগোচর হইল। সে নীরবে শয্যা হইতে উঠিয়া সন্ত্রস্তপদে বহির্বাটীতে আগমন করতঃ তত্রত্য একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন গ্রহণ করিল। এসংবাদ ইন্দুমেধা-সকাশে উপস্থিত হইলে, তিনি শিরে করাঘাত করিয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“দিদি, সত্যই অদ্য আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। এব্যক্তি প্রকৃত জয়ন্তী-রাজতনয় নহেন। কোনও দৈত্য তাঁহার কায়া ধারণ করিয়া আসিয়াছে।” ইন্দুমেধার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কঙ্কনময়ী বজ্রাহতের ন্যায় মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিবিধ সুশ্রূষার পর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া চমকিত হরিণীর ন্যায় বিহ্বলচিত্তে ইন্দুমেধার পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“দিদি, আমাকে সকল কথা খুলিয়া বল, আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।” বুদ্ধিমতী রাজনন্দিনী বলিতে লাগিলেন—“কঙ্কন, এব্যক্তি যদি প্রকৃত আমাদের ভর্ত্তা হইত, তাহা হইলে, তাঁহা হইতে এরূপ কার্য্য কথনই সম্ভব হইত না, আমাদের ঐ আদেশে তাঁহার এরূপ সভয়চিত্তে বহির্দ্দেশে অবস্থানের কোনই কারণ ছিল না। তিনি আমাদের স্বামী, অমাদের সহস্র আদেশ থাকিলেও তিনি অনায়াসে ও অবাধে আমাদের কুটিরে আসিয়া আমাদের বিসদৃশ অনুজ্ঞার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। অন্ততঃ আমাদিগকে কোনও কারণে ভীত জানিয়া অভয় প্রদান করিতে আমাদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য পরিচারিকামুখে সংবাদ পাঠাইতেন। তিনি

সে সকল কিছুই করিলেন না। পাপীর চিত্ত সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তা সে শঙ্কা সহেতুকীই হউক্ আর অহেতুকীই হউক্। বোন্, একটা কথা স্মরণ করিয়াই আমার বড়ই ভয় হইতেছে। আমার মনে পড়িতেছে, বিবাহান্তে বিদায়কালে পিতা আমার প্রাণনাথকে একটী গুপ্ত মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছিলেন। সে মন্ত্রবলে তিনি স্বীয় প্রাণ অন্য দেহে সঞ্চালিত করিতে পারিতেন। তিনি সে মন্ত্র অন্য কাহাকে প্রাণান্তেও বলিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় পিতার সেই আদেশ অপালনে আমাদের এই অনর্থ আপতিত হইয়াছে। অগ্র হইতেই আমার মন্ত্রিতনয় সোমজিতের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাহার অবিরত চেষ্টা আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। অন্য কোন উপায়ে কৃতকার্য্য না হইয়া, বোধ হয় অবশেষে তাহার কর্ত্তৃক আমাদের এই সর্ব্বনাশকর উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। সরলান্তঃকরণ রাজনন্দন স্বীয় অভিন্নহৃদয় বন্ধুবরকে সম্ভবতঃ সেই গুপ্ত মন্ত্রের কথা কহিয়াছেন।” রাজনন্দিনী আর বলিতে পারিলেন না, মস্তকাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রবল আতঙ্কে ও ব্যাকুল ক্রন্দনে রজনী অতিবাহিত হইল। বিপদবারণ শ্রীমধুসূদনের চরণে সকল উদ্ধারের ভার অর্পণ করিয়া দুইজনে সুস্থ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই সংবাদ পাইলেন সর্ব্বত্র আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, যে যুবরাজ অদ্যই সস্ত্রীক স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিবেন। সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত। শিবিকাও দ্বারস্থ। রাজকুমারীদ্বয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ ব্যথিতান্তঃকরণে স্ব স্ব শিবিকারোহণ করিলেন।

সানুচরপরিচর সপ্রাণ চন্দ্রকেতুদেহ নৃপতনয়াযুগলের সহিত যানারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। শিবিরের অনতিদূরে গজনক্রেনগর। গজনক্রেশ্বর পরমধর্ম্মপরায়ণ নরপতি। সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় সেই রাজধানীর বহির্দ্দেশে শিবির সংস্থাপিত হইল; নৃপতির গোচরেও সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি জয়ন্তী-রাজতনয়ের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীতচিত্তে বিবিধ উপঢৌকনসহ তাঁহাদিগকে প্রাসাদে আনয়ন করিলেন; এবং বাসের জন্য রাজরথ্যাপার্শ্বে প্রাসাদ সন্নিকটস্থ একটী সুরম্য রাজহর্ম্ম্য প্রদান করিলেন। নৃপনন্দিনীযুগলের দুইটী স্বতন্ত্র অট্টালিকা অবধারিত হইল। কিন্তু কঙ্কনময়ী ইন্দুমেধারই আবাসে অবস্থান করিলেন।

সন্ধ্যাপগমে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বঞ্চক কঙ্কনময়ী দর্শনলাভার্থ সুন্দরীদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ইন্দুমেধার উপদেশমত কঙ্কনময়ী বাহ্যতঃ তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া মধুর আলাপে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। বিশেষ কোনও কারণের ভান করিয়া রাজকুমারী মন্ত্রিতনয়কে স্বীয় অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতেন না। সর্ব্বদা অন্যমনস্কা থাকিলেও কঙ্কনময়ীর ভাবান্তর উন্মত্তচিত্ত সোমজিৎ লক্ষ্য করে নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে মায়াবী কঙ্কনময়ীদর্শনলালসায় অন্তঃপুরে আগমন করিত, এবং সর্ব্বক্ষণই সে উভয় রাজনন্দিনীকে একত্র অবস্থিত দেখিতে পাইত। নির্জ্জনে কঙ্কনময়ীদর্শন তাহার ঘটিয়া উঠিত না, ইন্দুমেধাকে স্থানান্তরে প্রেরণের তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইত।

এইরূপে গজনক্রনগরে তত্রত্য নৃপতির আদর সম্বর্দ্ধনায় বাহ্যতঃ পরম সুখে তাহাদের কয়েকদিবস অতীত হইল। কার্য্যকার্য্যতত্ত্বজ্ঞ সচিবতনয় সোমজিৎ পরমরমণীয় নৃপনন্দনের দেহে অবস্থান করিয়া গজনক্রেশ্বরের বিপুল প্রীতি ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিল। নৃপতি অনেক কার্য্যে সোমজিতের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং সোমজিৎও তাহার বহুবিধ অভিলাষ নৃপতির দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিত।

গজনক্রনগরে ও গজনক্রেশ্বরে যুবরাজরূপী মন্ত্রিতনয়ের অশেষ প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু গৃহে তাহার সুখস্বাচ্ছ-ন্দ্যের কিয়ৎপরিমাণে বিঘ্ন পরিলক্ষিত হইল। তাহার ভয় ইন্দুমেধায়, আশঙ্কা যুবরাজের মর্কটদেহে। ইন্দুমেধার দুর্লক্ষ্য ক্রম বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে কোথায় কি শিলাস্তূপ অকস্মাৎ পতিত হইবে, এই ভয় তাহার মনে নিত্য জাগরূক রহিল। তাহার আরও সংশয় হইল, বুঝিবা অপরিসীম-মেধাবিনী ইন্দুমেধা তাহার কার্য্যকলাপের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিবা কণ্ঠস্বরে সিংহবেশের ভিতরে ধূর্ত্ত শৃগালকে চিনিতে পারিয়াছে। এই আশঙ্কায় ধূর্ত্ত ইন্দুমেধার সহিত একত্র অবস্থান ও কথোপকথন অধিককাল করিতে পারিত না; সে সময়ে তাহার বোধ হইত যেন শত ইন্দুমেধার চক্ষু তাহার দেহ ভেদ করিয়া হৃদয়ের দ্বারে গিয়া আঘাত করিতেছে; তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। অনুসন্ধানপর ইন্দুমেধার দৃষ্টি যতই তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাহার চন্দ্রকেতুর বানরদেহ হইতে আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে বানর মাত্রেই

তাহার নয়নে তীক্ষ্ণধার স্থিরলক্ষ্য শূলস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। বানর দেখিলেই তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

দুষ্টবুদ্ধির একদিন হটাৎ মনে উপস্থিত হইল, বানরগণের ভয়ে আর প্রাণ রাখা দায় হইয়াছে, অতএব জগতের যাবতীয় বানরকুলকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে তাহাতে যে সিদ্ধসার্থ হইবে, সহসা রাজ্যে এ অবৈধ কামাচারা-মুজ্ঞা প্রচার করিলে, লোকের মনে বিশেষতঃ ইন্দুমেধার চিত্তে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, এবং মনোরথ সাফল্যের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। আকুলচিত্তে সোমজিৎ বহুক্ষণ চিন্তা করিল। অকস্মাৎ বাল্যকালের বীরকেতুরাজ্যের একটী ঘটনা তাহার মনে উদিত হইল। এক সময়ে নরপতির অশ্বশালায় অগ্নুৎপাত হয়। তাহাতে অনেক বহুমূল্য অশ্বের দাহহেতু প্রাণসংশয় হইয়াছিল। কিন্তু অশ্বচিকিৎসকগণ অগণন বানরের বসায় তাহাদিগকে নীরোগ করিয়া তুলে। বানরের বসা অশ্বদাহের প্রকৃষ্ট ঔষধ। এই ব্যাপার স্মৃত হওয়াতে দুষ্টের চিত্ত আশ্বস্ত হইল, বদনমণ্ডল প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল—গজনক্রেরাজের বিপুলসংখ্য অশ্বশালায় কৌশলক্রমে অলক্ষিতভাবে অগ্নিসংযোগ করিতে হইবে। অকৃতজ্ঞ নরাধম মন্ত্রিপুত্র পরম হিতৈষী গজনক্রেশ্বরের এই নির্নিমিত্ত অপরিমেয় অনিষ্টসাধন এবং নিরীহ পরমোপকারক অশ্বসমূহের ও বানরকুলের জীবন-সংহার করিতে কৃতসংকল্প হইল।

সেইদিন রজনীযোগেই ছদ্মবেশে মন্ত্রিপুত্র স্বয়ং অশ্বশালায় গোপনে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। পুঞ্জীকৃত বিশুষ্ক ঘাসাদিতে

অগ্নি প্রযুক্ত হওয়াতে অচিরাৎ বিপুল নৃপাশ্বাগার জ্বলিয়া উঠিল। সহস্র জনের সহস্র চেষ্টা দাবাগ্নিবৎ সেই অনল নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইল না। বিশাল অশ্বভবনে প্রচণ্ড অগ্নিশিখার সহিত বিরাট কোলাহল সমুত্থিত হইল। বদ্ধগ্রীবপাদ দগ্ধ-সর্ব্বাবয়ব তুরঙ্গমগণের মরণকালীন কাতর হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। কাহারও বা প্রচুরলোমশ অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কাহারও বা শিরোদেশ ফাটিয়া গেল, কাহারও বা চক্ষু ফুটিয়া যাইল; কেহ বা দগ্ধরজ্জু হইয়া স্বাধীনপদে প্রজ্জ্বলিত সর্ব্বাঙ্গে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অশ্ব-শালায় মহান্ সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

শত সহস্র অশ্বের প্রাণ নিহত এবং তদধিক বাজিবর আহত হইয়া অনন্ত যন্ত্রণা পাইতে লাগিল। অবিলম্বে রাজাদেশে দেশবিদেশ হইতে অগণন অশ্বচিকিৎসক আহূত হইল। তাহারা সকলেই একমত হইয়া বানরবসা অশ্বদাহযন্ত্রণা-অব্যা-হতির প্রকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নিরূপণ করিল। বহুতর বানরের জীবনসংহারের প্রয়োজন। রাজাদেশ প্রচারিত হইল—যে কেহ বানর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিবে তাহাকে প্রত্যেক শাখামৃগের মূল্যস্বরূপ শতমুদ্রা প্রদান করা হইবে। প্রকৃতি পুঞ্জ প্রচুর ধনলোভে মর্কটান্বেষণে ব্যাপৃত হইল। সোম-জিতের মনোরথসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইল। যেখানে যে বানর প্রাপ্ত হইত প্রজাগণ তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে উপস্থিত করিত। তত্রত্য বানরবংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইল। গজনক্রনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বিরলবানর দেশ হইয়া

পড়িল। নিরীহ পশুগণ ধৃত হইয়া সোমজিতের নিকটে নীত পরীক্ষিত ও নিহত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র শাখামৃগ বিনাশ করিয়াও দুরাত্মা সোমজিতের তৃপ্তি হইল না। তখনও তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এখনও সেই লক্ষ্যস্বরূপ বানরটী ধৃত ও নিহত হয় নাই। সেই চন্দ্রকেতুপ্রাণ বানরটী মন্ত্রিপুত্রের সমীপে আনীত হইলেই ছাদ্মিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার কোনও না কোনও বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইবে। বানরদেহধারী যুবরাজের কোনও না কোনও গুণ কপটবন্ধু সোমজিতের নয়নে প্রকাশমান হইবে। এতাবৎ কাল তাদৃশ কোনও বানর নীত ও নিহত হয় নাই। বানর যতই দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল, সোমজিৎ ততই চিন্তিত ও শঙ্কিত হইতে লাগিল, ততই বানরের মূল্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; একটী বানর আনিয়া দিয়া ক্রমে দরিদ্র ব্যাধগণ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিতে লাগিল।

গজনক্রনগরের কয়েক ক্রোশ দূরে একটী গ্রামে একজন অতি দীন ব্যাধ পত্নী ও পুত্রকন্যা সহ বাস করিত। তাহার অতি কষ্টের সংসার। কতদিন অনাহারে দিন কাটিয়া যাইত। যেদিন পক্ষী শিকারে মিলিত তদ্বিক্রয়লব্ধ ধনে খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া অতি ক্লেশে আহারের সংস্থান হইত। অনেকদিন কিঞ্চিৎ খাদ্য পুত্রকন্যার মুখে দিয়া আপনারা অনাহারে থাকিত। ক্রমে অনাহারে ও ভাবনায় ব্যাধের দেহ ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িল। শিকারে অশক্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। ব্যাধপত্নী একদিন ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া গজনক্ররাজের বানর-বিনাশের বার্ত্তা শ্রবণ করিল। গৃহে আসিয়া স্বামীকে বলিল "দেখ, রাজা

বানর হত্যা করিতেছেন ; যে কেহ বানর ধরিয়া তাঁহার নিকটে দিতেছে, সে হাজার হাজার টাকা তাঁহার নিকট হইতে পাইতেছে। তুমিও কল্য প্রাতঃকালে শিকারে বাহির হও ; কতদিন আর এ কষ্ট সহ্য করিব ; দেবতার কৃপায় একটী বানর শিকারে মিলিলে আমাদের এ কষ্ট আর থাকিবেনা ; পুত্র কন্যা খাইয়া বাঁচিবে। কল্যই শিকারে বাহির হও ; আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছি।"

পরদিন প্রত্যূষেই নিজের অনিচ্ছাসত্বেও স্ত্রীর প্ররোচনায় লুব্ধক বানর-শিকারে বহির্গত হইল। কোথায় বানর মিলিবে। বহুতর বানর ধৃত হওয়াতে অবশিষ্টেরা ভয় পাইয়া সে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া বহু দূরে পলাইয়া গিয়াছে। একটার পরে একটী করিয়া অনেকগুলি জঙ্গলে ব্যাধ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল ; ক্রমে বেলাও কাটিয়া গিয়া অপরাহ্নকাল আসিয়া পড়িল, তাহার কোনও পশুই লাভ হইল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জঙ্গল ত্যাগ করিয়া সে এক গ্রাম্যপথে অবতীর্ণ হইল। নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে ধীরে ধীরে যেদিকে চরণ চলে সেই দিকেই চলিতে লাগিল। মনে মনে সংকল্প করিল, অদ্য বানর না পাইলে গৃহে ফিরিবে না ; এইরূপে অনাহারে পত্নীপুত্রের বহুদূর ব্যবধানে থাকিয়া দেহত্যাগ করিবে।

ঘটনাক্রমে বানররূপী চন্দ্রকেতু দুষ্ট সোমজিতের কার্য্যকলাপের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীতচিত্তে পলায়ন করিয়া সেই দিন সেই গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছেন। রাত্রিযোগে পলায়নপর হয়েন দিবাভাগে কোনও গুপ্তস্থানে পড়িয়া থাকেন। অনাহারে ও

প্রাণ-আশঙ্কায় দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। চলিবার শক্তি নাই। একটী বৃক্ষের তলে লতাগুল্মাদির অন্তরালে মৃতপ্রায় বানরদেহে যুবরাজ পড়িয়া আছেন।

ব্যাধ অন্যমনস্কভাবে সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে দূরে বনের ভিতরে একটী মৃত জীবদেহ পতিত দেখিতে পাইল। যতই তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাহার চিত্ত আনন্দ ও আশায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে বানর দেহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া হায় হায় করিয়া শিরে করাঘাত করতঃ বসিয়া পড়িল। বলিতে লাগিল, "বিধাতা যদি এত কষ্ট দিয়া একটী বানর শিকারে মিলাইল! তাহা দেখিতেছি মরিয়া গিয়াছে। মৃত বানরে কোনও ফলোদয় নাই। হায় হায় আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ।" ক্রমে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেই বানর অতি ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কাতর স্বরে মনুষ্য কণ্ঠে "জল" এই শব্দটী উচ্চারণ করিয়া বদন ব্যাদান করিল। ব্যাধের হৃদয় যুগপৎ আনন্দ, বিষাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। আনন্দ—বানর জীবিত আছে; বিষাদ—বানর মৃতপ্রায়; বিস্ময়—বানর-কণ্ঠে মনুষ্য-স্বর। পরক্ষণেই তাহার ব্যাধের হৃদয় হইলেও করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল। বানর পলাইয়া যাইবে কিম্বা সেখানে পড়িয়া থাকিবে এ তর্ক তাহার মনে উঠিবার পূর্ব্বে সে নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জল আনিতে ছুটিল। নিজ বস্ত্র জলে সিক্ত করিয়া তাহা আনিয়া বানরের মুখে কিঞ্চিৎ প্রদান করাতে, মৃত প্রাণী যেন পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বানরকে সজীব দেখিয়া লুব্ধক হৃষ্টচিত্তে দৃঢ়রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে যাইতেছে দেখিয়া মর্কটদেহ যুবরাজ বলিলেন—"ব্যাধ, বারিদানে আমার জীবন বাঁচাইয়াছ; এক্ষণে পুনরায় হত্যা করিবার পথে কেন লইয়া যাইতেছ? আমি তোমার কোনও অপকার করি নাই। তুমি আমাকে রাজসমীপে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিবে বাসনা করিয়াছ; কিন্তু সে দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। দেখ, সামান্য কলাবর্ত্ত অর্থের জন্য একজন নিরপরাধী জীবকে মৃত্যুমুখে পাতিত করা ইহার তুল্য অহিতকর কার্য্য ও মহাপাতক জগতে আর কি আছে? জগতে সুখ দুঃখ কয় দিনের জন্য; আজ তুমি রাজা হইয়া কাল পুনরায় পথের ভিখারী হইতে পার; আজ ব্যাধবৃত্তি অবলম্বনে অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেছ, ঈশ্বরের কৃপায় কল্যই তুমি রাজাধিরাজ হইতে পার; কিন্তু তাহা তোমার সঙ্গে যাইবে না। যাহা তোমার সঙ্গে যাইবে, তাহার জন্য কিছু করা উচিত। তুমি এরূপ মহাপাপ করিয়া ইহ ও পরকালে কষ্ট পাইবার পথ প্রশস্ত করিতেছ। আমার প্রতিদানে রাজা তোমাকে যে ধন অর্পণ করিবেন, গৃহে না আনিতে আনিতে দস্যুগণ নিমেষমধ্যে সে সমস্তই অপহরণ করিয়া লইতে পারে; তখন তুমি যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই হইবে। তবে তাহার জন্য, সেইরূপ দুষ্কর্ম্মের জন্য এত প্রয়াস কেন? আমাকে ছাড়িয়া দাও, ঈশ্বর দেহীর প্রাণদান করিয়াছেন আহারও প্রদান করিবেন।" বানরমুখে এতাদৃশ উপদেশগর্ভ বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ব্যাধ কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল বটে কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"শিকার, তুমি

যেই হও, এখন আমার হস্তগত হইয়াছ তোমাকে এক্ষণে ত্যাগ করিয়া আমি মূঢ়ের মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না। ইহকালের লক্ষ্মীকে চরণে ঠেলিয়া পরকালের সদ্‌গতি লাভ করিতে চাহি না। তোমাকে পাইয়াছি, বাঁধিয়া রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া আমার দারিদ্র্যদশা ঘুচাইব, আমি এই পর্য্যন্ত জানি; পরে তোমার কি হইবে আমার তাহা ভাবিবার প্রয়োজন বা ইচ্ছা নাই। আরও এক কথা, আমরা ব্যাধজাতি প্রাণি-বিনাশ আমাদের ব্যবসায়, আমার নিকটে তোমার সদুপদেশ অরণ্যে মুক্তাবিক্ষেপের ন্যায় নিরর্থক।" লুব্ধকের সংকল্পের কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকেতু বিনয় সহকারে বলিল,—"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, কিন্তু আমাকে আর বন্ধনে কষ্ট দিও না; আমি তোমারই সহিত তোমার গন্তব্য স্থানে যাইতেছি।" ব্যাধ বানরের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিল বটে কিন্তু সাবধানতাসহ তাহাকে স্বগৃহে লইয়া চলিল।

অদ্য ব্যাধগৃহে মহা উল্লাস। তাহার পত্নীও আজ ভিক্ষাতে কিঞ্চিৎ অধিক আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কল্য প্রাতেই বানরকে রাজভবনে লইয়া গিয়া বিপুল ধনের অধিকারী হইবে। বানরকে মহাযত্নে সংগোপনে একস্থানে আবদ্ধ করিয়া আহারাদি প্রদান করিল। শেষে রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত ও নিস্তব্ধ হইলে বানর ব্যাধপত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মাতঃ, আমি বানর হইলেও মনুষ্যের ন্যায় বাক্‌শক্তি আছে; ইহাতে বিস্মিত হইও না; সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি এক্ষণে তোমার সন্তানতুল্য, আমি তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি, তোমার শরণাগত, তোমার প্রতিপাল্য;

আমার কোনও অহিতাচরণ করা তোমার ন্যায় সাধু ও কোমল-হৃদয়া রমণীর কর্ত্তব্য নহে।" ব্যাধপত্নীর চিত্ত দ্রব হইল বটে কিন্তু বলিল, "বাছা, আমাদের অদৃষ্ট ও অবস্থা নিতান্তই মন্দ; কি করি, অনন্যোপায় হইয়া এরূপ পাপ ইচ্ছা করিয়াছি।" বানর সাহস পাইয়া বলিল, "মাতঃ, কল্যই আমাকে রাজভবনে উপস্থিত করিবেন না, দুই এক দিবস আমাকে এখানে অবস্থান করান; শরণাগত-বাৎসল্যে আপনাদের মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর সমস্তই দেখিতে পান—তাঁহার অগোচরে মানুষ কোনও কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহে। আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে তিনি আপনাদের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত করিবেন শীঘ্রই আপনাদের সাংসারিক কষ্ট দূর হইবে।" ব্যাধপত্নী বানরের বদনে এরূপ সুমিষ্ঠ ও সাধুক্তি-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ শিথিলসঙ্কল্প হইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল এবং বলিল,—"বৎস, কল্য আর তোমাকে রাজসমীপে যাইতে হইবে না, কল্য পুনরায় স্বামী শিকারেই বহির্গত হইবে; যদি ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুকূল হয়েন কল্য তাহা জানা যাইবে; কল্য যদি প্রচুর শিকারলব্ধ ধন মিলে তাহা হইলে আরও একদিন তোমাকে এস্থলে রাখিয়া দিব। পরে কি হইবে এখন তাহা বলিতে পারি না।"

গজনন্দনগরে রাজপ্রদত্ত হর্ম্ম্যে অবস্থান কালে সেই দিবস ইন্দুমেধার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইল। তিনি কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। "হায়, অদ্য, না জানি আবার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত। বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট মন্ত্রিপুত্র আবার কি দুরভিসন্ধি করিয়াছে। আমাদের জন্য

আবার কি নূতন বিপজ্জাল প্রস্তুত করিয়াছে। অথবা স্বামীর আজ কোনও নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। হয়ত বা তিনি কোথায় কোন দুর্গত অবস্থায় অধিকতর বিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার বিপদ না হইলে আমার মন এরূপ অস্থির হইবে কেন? মনের গতি সর্ব্বত্র। মন সমস্তই জানিতে পারে। দুষ্ট সোমজিৎ যে বানরকুলবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছে নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোনও রহস্য আছে। কোনও বানরদেহে হয়ত বা আমাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব লুক্কায়িত আছেন। হয়ত বা অদ্য আমাদের হৃদয়-নাথ বানরদেহে ধৃত হইয়া বধ্যস্থানে নীত হইতেছেন। আমাদের সর্ব্বনাশের যে টুকু অবশিষ্ট ছিল অদ্য তাহা পূর্ণ হইবে!” ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তায় ও আশঙ্কায় সপত্নীদ্বয়ের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষেই লুব্ধক অস্ত্রশস্ত্রাদি সুসজ্জিত করিয়া পশু-বিহঙ্গাদি শিকারে বহির্গত হইল। ভাগ্যক্রমে সেদিন তাহার বহুবিধ শিকার মিলিল। সে সকল বিক্রয় ও প্রচুর আহার্য্য ক্রয় করিয়া দ্বিপ্রহরের মধ্যে ব্যাধ হৃষ্টানন্দে বানর ও ইষ্টদেবকে ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এইরূপ প্রতিদিন ব্যাধ শিকারে বহির্গত হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও দারিদ্র মোচন হইল। বানরের প্রতি দম্পতির যত্ন ও মায়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কয়েকদিবসের মধ্যে তাহারা মানবভাষী বানরের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। অবসর পাইলেই বানর তাহা-দিগকে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ দিত, সাংসারিক কার্য্যের হিতাহিত

বিচার করিয়া দিত, অনেক সময়ে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী বানরের উপদেশানুসারে কর্ত্তব্য অবধারণ করিত এবং সাংসারিক নানা-বিষয়ে তাহার উপদেশ ও আদেশ পালন করিত। বানরের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়াও তাহারা তাহাকে কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিতে লাগিল। বানরকে ইষ্টদেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজা করিয়া এবং তাহার নির্দেশানুসারে কার্য্য করিয়া অবিলম্বে ব্যাধগৃহে চঞ্চলা কৃপাদৃষ্টি করিলেন। লুব্ধক ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ সর্ব্বহিতকর ব্যবসাদিতে ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিল। কিন্তু নরভাষী বানরটীকে তাহারা সাতিশয় সংগোপনে রাখিয়া দিল। পার্শ্ববর্ত্তী জ্ঞাতি কুটুম্বগণে তাহার আকস্মিক দশাবিপর্য্যয়ে বিস্মিত হইত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাধদম্পতি পরমেশ্বরের প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি ও তৎকারণ তাঁহার কৃপার কথা বলিত।

ঘটনাক্রমে সেই ব্যাধের গৃহের পার্শ্বে একদিন পদ্মভূতি নামক এক বণিক আসিয়া আবাসস্থান নির্ণয় করিল। নিশাশেষে বনিক প্রত্যহ ব্যাধগৃহ হইতে শিশুকণ্ঠে উপদেশমালা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইত। ব্যাধকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ শাখামৃগের সন্ধান পাইল। বানরকে দর্শন করিয়া এবং তাহার মুখে নানাবিধ সার-গর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি বণিকের সবিশেষ কৌতুহল ও আস্থা জন্মিল। তাহাকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। পুত্র ও মিত্রতুল্য বানরের বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাধদম্পতি রোরুদ্যমান কণ্ঠে বণিকের

পদধারণ করিয়া তাহাকে এই অহিতকর অভিলাষ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু ধন থাকিলে প্রায়শঃ মনও কঠিন হয়। বণিকও বানরলাভে কৃতসংকল্প হইল। তাহার বিনিময়ে ব্যাধকে প্রচুর ধনরাশি প্রদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। উভয় পক্ষের নির্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া বানর ব্যাধকে বলিল। "মহাশয়, আমাকে কৃতঘ্ন বিবেচনা করিবেন না। এপর্য্যন্ত আপনারা আমার অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন অদ্য এই শেষ অনুরোধটী রক্ষা করুন। আমার বিবেচনায় ইহাতে আপনাদের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বণিক্ আমাকে আত্মসকাশে রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। ইঁহার ধনবল ও জনবল আছে। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আমাকে না প্রাপ্ত হইলে জনবলে আমাকে আপনাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। শেষ উপায়ে আপনাদের বিপুল অর্থসঞ্চয়ের সুযোগনাশ ব্যতীত অন্যবিধ অনর্থ ঘটিতে পারে। আমার মায়া ত্যাগ করুন। সময়ের তুল্য ভেষজ আর নাই। সময় পুত্রশোকাগ্নিও নির্ব্বাপিত করে। আমি কয়দিনই বা আপনাদের ক্রোড়ে বসিয়াছি আমার জন্য এতাদৃশ অধীর হওয়া আপনাদের সংগত নহে। আপনারা ভয়ার্ত্তকে অভয় ও আশ্রয় দিয়াছেন এই সুকৃতিজনিত পুণ্যহেতু ঈশ্বর আপনাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এই পুণ্য হেতু, আপনাদের কখনও অমঙ্গল হইবে না। আর আমি যে স্থলেই থাকি না কেন, আশ্রয়দাতা পিতৃমাতৃতুল্য আপনাদের স্নেহ ও যত্ন কখনই বিস্মৃত হইব না সুবিধা পাইলেই আপনাদের দর্শন করিয়া যাইব। বণিক্‌ভবনে যাইতে আমারও চিত্ত নিরতিশয় অধীর ও দুঃখার্ত্ত হইয়াছে।

কিন্তু দৈবের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কাহারও ক্ষমতার ভিতর নহে। বণিক্ গৃহে যাইয়াও গজনক্ররাজের বানরবংশ নিপাতরূপ প্রবল বহ্নি হইতে বন্ধনস্বরূপ আমাকে রক্ষা করিতে আমি সচেষ্ট থাকিব। তাহার জন্য আপনাদের চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে আমাকে বিদায় প্রদান করিয়া বণিকের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া পরম সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করুন।" বানরের এবম্বিধ সর্ব্বত্র হিতকর বাক্য-নিচয় শ্রবণ করিয়া বণিকের তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল এবং অবিলম্বে ব্যাধকে মূল্য ও পারিতোষিক স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বানরকে নিজ আলয়ে আনয়ন করিল।

বণিক্‌গৃহেও বানর সবিশেষ আদর সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিল। বণিকপ্রবর পদ্মভূতি মৃগতনয়াজ্ঞা বানরকে পরম-মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইল। বানরের ইচ্ছাসত্ত্বেও বণিক্ তাহাকে গোপনে রাখিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা করিত না। সর্ব্বদাই তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া নানাবিধ গল্প ও শাস্ত্রালোচনায় সময়াতিপাত করিত। মধ্যে মধ্যে সাতিশয় অনুরুদ্ধ হইয়া বানরদেহী চন্দ্রকেতু প্রকারান্তরে আত্মঅবস্থা বর্ণন করিলেন। তিনি নিয়তই আত্মগোপন করিতেন; তিনি পূর্ব্বে কোনও মনুষ্য ছিলেন, দুর্দ্দৈববশতঃ এরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন---ইহাতেও রাজাদেশরূপ প্রাণাত্যয়ে মহা বিপদ্ আছে সহৃদয় বণিকের নিকটে তাহাও কীর্ত্তন করিতেন। বণিক্ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,---সহজে তিনি বানরকে রাজসমীপে প্রেরণ করিবেন না।

কয়েক দিবসের মধ্যেই এই অদ্ভুতচরিত্র বানরের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রত্যহ দলে দলে লোক আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইত, বানরও সমাগত লোকদিগকে আদর সম্বর্দ্ধনা করিয়া সবিশেষ উপদেশদানে আপ্যায়িত করিত। ক্রমে এই বানরের বার্ত্তা রাজপুরে প্রবেশ করিল। এ সংবাদ কৃতঘ্ন সোমজিৎ ও তীক্ষ্ণধী ইন্দুমেধা উভয়েরই মনে আশার সঞ্চার করিল। কৃতঘ্ন ভাবিল এইবারে ধরাধাম হইতে আমার সুখের কণ্টকতরু উন্মূলিত করিব,—ইন্দুমেধা ভাবিলেন এইবারে প্রাণপতি নিজ কায় লাভ করিতে পারিবেন। উভয়ের সন্দেহ রহিল না যে বণিক্‌পালিত বানরদেহই উভয়ের অভিলষিত পদার্থ। কিন্তু কেহই একথা ও এই গোপনহর্ষ কাহাকে জানিতে দিল না।

রাজপুত্রদেহী সোমজিৎ রাজাদেশ লইয়া সেই বানর আনয়নার্থ প্রচুর ধন দিয়া বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিল। তাহারা পদ্মভূতি বণিকের সমীপে আসিয়া বিনয়সহকারে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল। আরও বলিল যে গজনক্ররাজ বানরের বিনিময়ে দ্বিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বণিকবর রাজাদেশ অবগত হইয়া চিন্তাকুল হইয়া নীরব আছেন এমন সময়ে বানর তাঁহাকে সজল নয়নে করজোড়ে কহিল,—"মহাশয়, রাজার আদেশ অবহেলা করিবেন না। তাহাতে অশেষ বিপত্তি। তাঁহার প্রতিশ্রুত প্রচুর অর্থও হস্তগত হইবে না, পক্ষান্তরে, রাজভৃত্যগণ আপনার ক্রোড় হইতে আমাকে লইতে আপনাকে সবিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিবে। অকারণ বিবাদ ও লোকক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। অতএব নিরপরাধী আপনার প্রতি অনুরক্ত কতিপয় সেবকের

প্রাণ অকারণ ত্যাগ করাইবার বিনিময়ে, আমার এই নিরর্থক দুঃখ সংকুল বানর জীবন শত্রু হস্তে প্রদান করিয়া সকলকে অভয় প্রদান করুন এবং আপনিও বিপন্মুক্ত হউন। ইহারা রাজার আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছে, শান্ত ভাবে না হয় দুর্দান্ত ভাব প্রদর্শন করিবে। আপনি বিজ্ঞ আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমার নিয়তি যদি ইহাই হইয়া থাকে, রাজার উপকার যদি আমার প্রাক্তনের ফল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেহই তাহা নিবারিত করিতে সমর্থ হইবে না। পৌরুষ অপেক্ষা দৈব বলবত্তর। ইহা পণ্ডিতেরাই বলিয়া থাকেন। আমি মরণের জন্য ভীত নহি; এবং তাদৃশ মৃত্যুও সুখের। আমার জীবন লইয়া যদি একটী প্রাণীরও জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাঅপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে। অতএব রাজপ্রেরিত অর্থ লইয়া আমাকে উঁহাদের সহিত রাজভবনে প্রেরণ করুন। সেস্থানে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। একজন নিরপরাধী বানরের প্রাণ গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের, যদি কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে তাহাতে বাধা দেওয়া বিবেচকের কার্য্য নহে। বিধাতার কার্য্যের গূঢ় রহস্য সম্যক্ অধিগম করা সসীমবুদ্ধি মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহার মনে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে। হয়ত এই অবসরে তিনি আমার ও জগতের কোন হিতসাধন করিবেন। যাহা হউক ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কোন ফল নাই। রাজাদেশ অবশ্য প্রতিপালনীয়। প্রাণ লইয়া যাইতে না পারিলে, প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাকে যাইতে হইবে।" বানর এবম্বিধ সন্নীতিপূর্ণ বাক্য নিচয় বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে, বণিক্ বলিল, "নিশ্চিতই তোমাকে যদি মৃত্যুর

জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজসদনে যাইতে হয়, তাহা হইলে বল আমিও তথায় যাইতেছি, মহাসমারোহে আমার ক্রোড়ে সমাসীন হইয়া করিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে গমন কর। জগতে তোমার দিন যদি ফুরাইয়াই যায় তবে তোমার গুণাবলী আর অপ্রকাশিত থাকে কেন? তোমাকে অনেকে দেখে নাই, তাহারা নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করুক।"

রাজভৃত্যগণও তাহাতে সম্মত হইল। বণিকের নিদেশ মত সমস্ত আয়োজন হইল। সুসজ্জিত শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে নানা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উভয়ে উপবেশন করিল। অনুচরবর্গ পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। এই সুন্দর ও অপূর্ব্ব অভিযান দর্শনার্থ অগণন নরমুণ্ডের সমাগম হইল। সমবেত জনমণ্ডলীকে বানর সময়োচিত উপদেশ দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার সুমিষ্ট ক্ষীণ স্বর মহাকলরবে মগ্ন হইয়া সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল না।

মহা সমারোহে শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে বণিকবরের ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া সুসজ্জিত বানরবপু গজনক্র নগরাভিমুখে গমন করিতেছে, এই বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, সমাগত জনমণ্ডলী সকলেই উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দর্শনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বানরের বাক্য কেহ সুস্পষ্ট শ্রবণ করিল না বটে, কিন্তু সকলেই তাহার অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। যথার্থ রাজ-সন্নিধানে নীত হইতেছে স্মরণ করিয়া সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। ফলতঃ, বানরের দর্শন মাত্রেই সকলে তাহার একমাত্র পক্ষপাতী হইয়া পড়িল।

সেই বিচিত্র অভিযানের সহিত জনমণ্ডলী কুতূহলী হইয়া ধীর পদে রাজ ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ

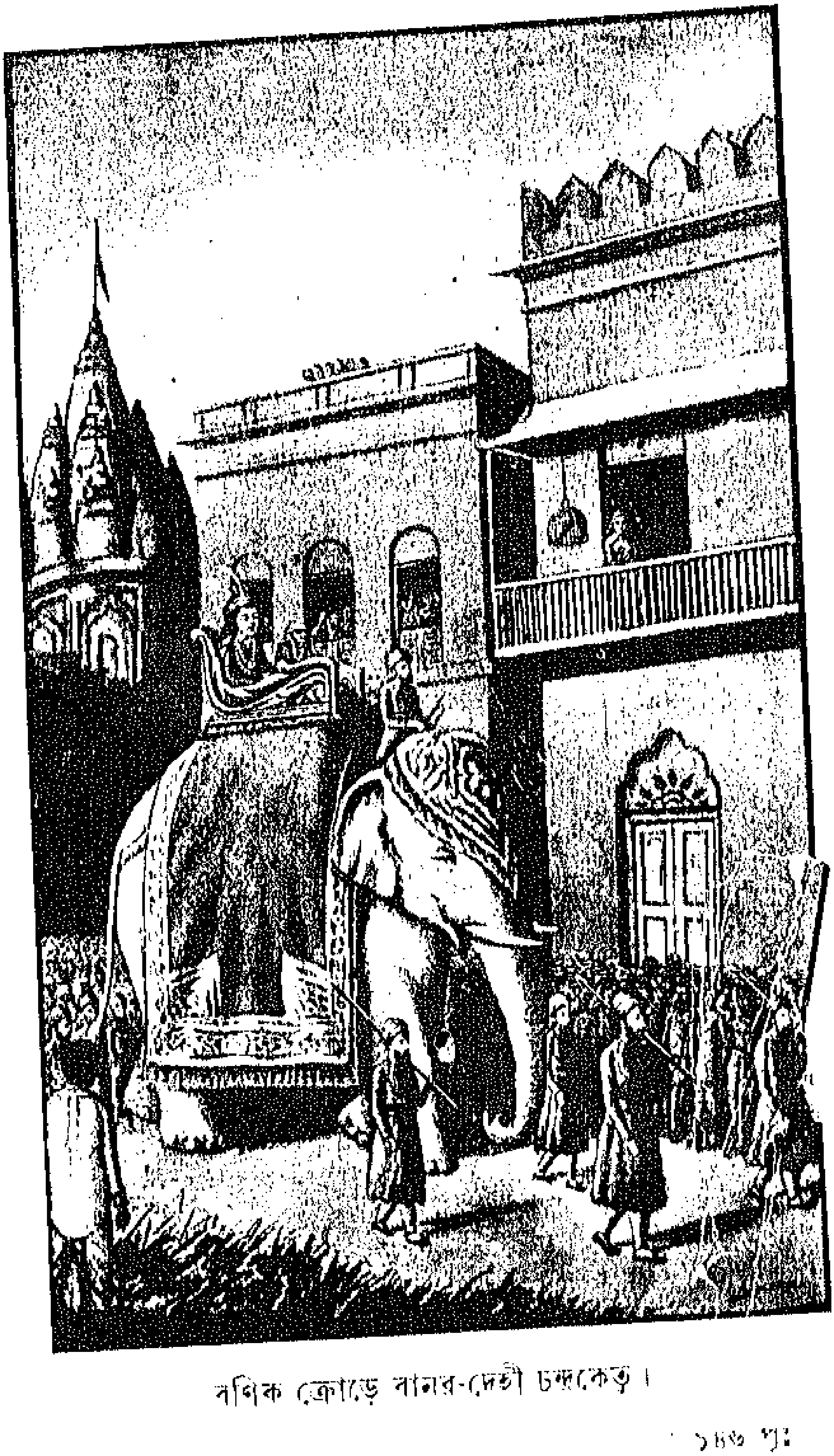

বণিক ক্রোড়ে বানর-বেশী চন্দ্রকেতু।

১৪৩ পৃঃ

The Indian Art School, Calcutta.

তাহারা ইন্দুমেধা ও কঙ্কনময়ীর অট্টালিকা পার্শ্বে উপনীত হইল। বহুপথ অতিক্রমে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; শান্তিনিবারণার্থ সেস্থানে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহারা বিশ্রাম করিল। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া সপত্নীদ্বয় নিজ হর্ম্ম্যোপরি কোনও এক প্রকাশ্য স্থলে অবস্থান করিয়া বানরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যে স্থলে বানর বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইল, সেস্থান হইতে রমণীযুগলকে স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়; এবং চিনিতে পারা যায়। কাতরা নির্ণিমিষনয়নে অবলোকন তৎপরা অর্দ্ধাঙ্গিনী দ্বয়কে দেখিয়াই বানররূপী যুবরাজ চিনিতে পারিলেন। উভয়ে আকুলভাবে পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বদনে কোনও বাণী নাই; নয়নে শত বার্ত্তার আদান প্রদান হইয়া গেল। ইন্দুমেধা ও চন্দ্রকেতু উভয়েই স্ব স্ব মনোভাব সংকেত দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন; কাহারও অপরের যাথার্থ্যবিষয়ে সন্দেহ রহিল না। যুবরাজের বিহ্বল নয়নে নৈরাশ্য ও ইন্দুমেধার চঞ্চল নয়নে আশা প্রতিফলিত হইল। ইন্দুমেধা সময়ক্ষেপ না করিয়া উদ্দেশ্য সাধনার্থ আনীত নিকটস্থ শুকপক্ষীটীকে বানরকে দেখাইয়া হত্যা করিলেন। সংকেত বুঝিয়া স্বর্ণসুযোগ প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ নিজ প্রাণ সঞ্চালনী বিদ্যাপ্রভাবে বানর দেহ ত্যাগ করতঃ অবিলম্বে ইন্দুমেধার করতলগত বিহগ শরীরে নিজ আত্মাকে সঞ্চারিত করিলেন। সমস্তই সংশ্লিষ্ট জনত্রয় ব্যতীত সকলেরই অগোচরে সম্পাদিত হইল। পুনর্জ্জীবিত শুক পক্ষীটীকে লইয়া সপত্নীদ্বয় নিজ প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন।

সহসা বানরকে মৃত দেখিয়া সকলেই অধিকতর বিস্মিত হইল। বিষয় আনন্দে পরিণত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল ঘাতক হস্তে প্রাণ বিনাশ স্থির জানিয়া বানর আপনারাদেহ পূর্ব্বেই

ত্যাগ করিল। বণিকবরও এইরূপ চিত্তকে প্রবোধ দিয়া আত্ম সম্বরণ করিল। অবিলম্বে বানরের মৃত্যুসংবাদ সকল স্থানে প্রচারিত হইল। যুবরাজদেহধারী দুষ্টবুদ্ধি সোমজিৎ এসংবাদ শ্রবণে হর্ষ প্রকাশ করিল বটে কিন্তু মনের ভিতর আশঙ্কা রহিয়া গেল। যাহাই হউক, কালবিলম্ব না করিয়া সেই বানর দেহ ভস্মসাৎ করিবার আদেশ দিল। স্বচক্ষে সেই বানর দেহ দাহ দর্শন করিয়া আপনার পাপানল কলঙ্কিত জীবন কথঞ্চিৎ শীতল করিল।

দগ্ধদেহ অশ্ব সংখ্যার হ্রাস হওয়াতে বানরান্বেষণ যত্ন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইল। সোমজিৎ যথানিয়ম সপত্নীদ্বয়ের ভবনে আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল ও ঘনিষ্ঠ দেখিতে লাগিল। অচিরে তাহার আশাতরু মুঞ্জরিত হইবে মনে করিল। কঙ্কনময়ীকে সতর্ক রাখিয়া ইন্দুমেধা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সোমজিৎ ইন্দুমেধার নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল।

মায়াবী সোমজিতের অবিদ্যমানতায় অবসর প্রাপ্ত হইয়া ইন্দুমেধা শুকপক্ষী দেহধারী যুবরাজের সহিত বিবিধ কথোপকথন করিতেন। উদ্ধারের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করা হইত। পরিশেষে একটী পন্থা অবলম্বিত হইল, তাহাতে কার্য্যোদ্ধারের সুগমতা পক্ষে তাঁহারা অধিক পরিমাণে নিশ্চিত হইলেন।

রাজকুমারী ইন্দুমেধা একটী ছাগশিশু আনাইয়া তাহাকে কয়েক দিবস বহুযত্নে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস পরে তাহার প্রতি ইচ্ছা করিয়া যত্নের হ্রাস করিলেন। তাহাতে ছাগ শাবক অচিরেই রুগ্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। কয়েক দিবসের মধ্যেই তাহার মরণ সন্নিকট বলিয়া প্রতীত হইল। ইন্দুমেধা ছল

করিয়া মুমূর্ষু ছাগ শিশুটীর জন্য অত্যন্ত কাতরতাও সোমজিতের সমক্ষে দেখাইতে লাগিলেন। পরিশেষে একদিন সত্যসত্যই ছাগশিশু জীবন ত্যাগ করিল। নিকটে মৃত ছাগশিশু ও চন্দ্রকেতু প্রাণ শুকপক্ষীটিকে রাখিয়া ইন্দুমেধা শোকার্ত্ত ও মলিন ভাবে ভগ্নদেহ সোমজিতের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সোমজিৎ ইন্দুমেধার কুটীরে পদার্পণ করিয়া বিস্মিত হইল; দেখিল স্বর্গপ্রতিমা ইন্দুমেধা ধূলিধূসরিত দেহে মৃত অজশিশুটিকে বক্ষে লইয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে হা হতোঽস্মি করিতেছেন। সোমজিৎকে দেখিয়া তাঁহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি পুত্রশোকাতুরের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মৃত ছাগশিশুটাকে সোমজিতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। সোমজিতের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইন্দুমেধাকে নানাবিধ সান্ত্বনা দিতে লাগিল। বলিল,—"তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া একটী সামান্য ছাগশিশুর জন্য এরূপ কাতর হইতেছ কেন? একটী ছাগশাবক হারাইয়াছ, আদেশ করিলে শত ছাগ তোমার সম্মুখে ধরিয়া দিব। মৃত দেহটাকে ত্যাগ করিয়া আত্ম সংবরণ কর। অকারণ শোক করিও না।" ইহাতে ইন্দুমেধার ছল শোকাগ্নি অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ছাগশিশুটাকে হারাইয়া আমি প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। কিছুতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। উহার জীবন পুনরায় প্রাপ্ত না হইলে আমার জীবনও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। হায়! এতক্ষণে, আমি উহার মুখে কত যত্নে দুই চারিটী তৃণ দিতাম, শিশু কত আনন্দে তাহা গ্রহণ ও চর্ব্বণ করিত। আমি যদি উহাকে কয়েক

দণ্ডের জন্য পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি স্বর্গলাভ করি; আমার প্রাণ দিয়াও যদি আমি উহাকে বাঁচাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ নহি। হায় হায়! আমাদের স্বামীর এখন আর আমাদের প্রতি তাদৃশ স্নেহ নাই। থাকিলে, তিনি এতক্ষণ এরূপ জড়াত্মার মত স্থির থাকিতে পারিতেন না। সেবারে আমার প্রিয় শুকপক্ষীটী মৃত হইলে, তুমি কেমন করিয়া তাহাকে কয়েক দণ্ডের নিমিত্ত পুনরায় জীবিত করিয়াছিলে, এখন তাদৃশ ভালবাসা থাকিলে এবারেও ঐ পুত্রসম ছাগ-শিশুটীকে পুনর্ব্বার জীবিত করিতে পারিতে। কিন্তু আমি কাহার নিকটে রোদন করিতেছি, কাহার নিকটে মনোবেদনা জানাইতেছি, তুমি ত আর সে নহ। সে হইলে অচিরে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত। ঐ দেখ তোমার প্রিয়তমা কঙ্কনমর্য়ী ছাগ শোকে কি দশা হইয়াছে। উহার প্রতিও তোমার সেরূপ আর ভালবাসা নাই। সমস্তই আমাদের কপালের দোষ। নিস্পন্দের ন্যায় আমার প্রলাপ বাক্য শুনিতেছ বলিয়া বোধ হয়—হায়! আমাদিগের জীবিতেশ্বরের সে হৃদয় আর নাই, দেহ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।” বস্তুতই নিস্পন্দ ভাবে সোমজিৎ এতক্ষণ ইন্দুমেধার বাক্য শ্রবণ করিতেছিল। ভাবিতেছিল হয়ত বা চন্দ্রকেতুর সময়ে এইরূপ কোন ঘটনা হইয়া থাকিবে। হয়ত বা প্রাণ সঞ্চালনী বিদ্যাবলে যুবরাজ পূর্ব্বে ইহাদিগের কোনও মৃত জীবকে কয়েক দণ্ডের জন্য নিজ প্রাণ সঞ্চালিত করিয়া ছিল। যেরূপ কথা বলিল তাহাতে ইন্দুমেধার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমি যদি এখন ঐ ছাগশিশুটীকে না জীবিত করি তাহা হইলে কুশাগ্রবুদ্ধি ইন্দুমেধার আর আমাকে চিনিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। পরে উঁহাদের হস্তে আমার

সবিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।" এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া শেষে আপনি বলিল,—"ভাল, তাহার জন্য আর ভাবনা কিসের। আমি এই মুহূর্তেই, তোমাদের আশা পূর্ণ করিতেছি।"

এই বলিয়া দুষ্ট সোমজিৎ নিজ প্রাণ মৃত ছাগশিশুতে সঞ্চারিত করিবা মাত্র বিহঙ্গ দেহ ত্যাগ করিয়া যুবরাজ চন্দ্রকেতু মন্ত্রপ্রভাবে অবিলম্বে নিজ দেহ গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দুলেখাও অবিলম্বে শুকপক্ষীর দেহটীকে স্বহস্তে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে ছাগদেহ বিশ্বাস ঘাতক সোমজিতের মুখ শুষ্কপ্রায় হইল। প্রাণ তাহার দেহ ত্যাগ করিবার উপক্রম করিল, ভয়ার্ত্ত ম্রিয়মাণ ছাগতনু সোমজিৎকে সম্বোধন করিয়া বীরকেতু তনয় যুবরাজ চন্দ্রকেতু স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিতে লাগিলেন, "সোম-জিৎ, পূর্ব্বে আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই বলিয়া, আমার এতাদৃশ বিপদ সংঘটন হইয়াছিল। পরম আত্মীয় জ্ঞানে তোমাতে অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম। অদূরদর্শিতার সমুচিত প্রতিফলও পাইয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র। পরম ন্যায়পর পরমেশ্বরের তুলাদণ্ডের বিচার কখনও বিসদৃশ হইবার নহে। এই দেখ, তিনি আমাকে আমার দেহ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, আর তোমাকে যাবজ্জীবন এই জঘন্য রুগ্ন ছাগদেহ বহন করিতে হইবে। এই দণ্ডে আমি তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা হইলে তোমার কষ্টের সমস্ত অবসান হইত। তোমাকে এইরূপ ভাবে আমাদের সম্মুখে ছাগ দেহে অবস্থান করিয়া অনুতাপানলে মুহুর্মুহু দগ্ধ হইয়া বহুদিন ক্লেশ পাইতে হইবে। নচেৎ তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতঃপর ইন্দুলেখা কয়েকটা মন্ত্র ছাগ-

শিশুর কর্ণে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে দুরাত্মা চিরদিনের জন্য প্রাণসঞ্চালনী বিদ্যা বিস্মৃত হইল। দাসীগণ আদেশ প্রাপ্তি মাত্র ছাগশিশুকে দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহাদের আবাসে লইয়া চলিল। পতি ও পত্নীদ্বয় যেন পুনর্বার নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর গলদেশ ধারণ করিয়া দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলনের মধুর শীতল অশ্রুজল মোচন করিয়া বহুক্ষণ একত্র অবস্থান করিলেন। সহচরী ও দাসীগণ মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল।

পরদিন প্রত্যুষেই চন্দ্রকেতু মিত্রবর পদ্মভূতি বণিক ও আশ্রয়-দাতা ব্যাধ ও তাহার পত্নীকে স্বভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। সকলের সমক্ষে প্রকৃত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া সোমজিৎপ্রাণ ছাগ শাবককে দেখাইয়া বলিলেন, ঐ সেই দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিপুত্র। আমি চিরদিন উহাকে প্রাণের অধিক আপনার জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া আসিতে ছিলাম, তাহার প্রত্যুপকার সে এইরূপে করিল। পরমেশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারে এখন উহার ঐ দশা লাভ হইয়াছে। পাপের মূর্ত্তিমৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঐ রূপে সে চিরদিন অবস্থান করুক।"

নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়া ও হৃদয়ের ধন্যবাদ দিয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও বস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রদান করতঃ বিদায় প্রদান করিলেন। বণিক বিদায় কালে যুবরাজের কর ধারণ করিয়া বিস্তর রোদন করিতে লাগিল, এবং ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

তাহাদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া যুবরাজ সস্ত্রীক নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বহুদিনের পর স্নেহময় জনক জননী ও মাতৃসম জন্ম ভূমির বিচ্ছেদ দুর্ব্বিষহ হইয়া

পড়িল। তিনি গজনক্ররাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলেন। তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়া বিস্মিত ও অনুতপ্ত করিলেন। নৃপতি শিরে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়! দুরাত্মার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমিও কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এখন বুঝিতে পারিতেছি অশ্বালয়ে অগ্নি প্রদান সেই বিশ্বাস-হন্তারই কার্য্য এবং তাহারই প্ররোচনাতেই আমি অগণন নিরপরাধী মানব নাশ করিয়াছি। হায় হায়, আমার এ পাপ রাখিবার স্থান কোথায়।" যুবরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বভবনে গমনের জন্য তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার বিনয় অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চন্দ্রকেতু গজনক্রনগরে আরও কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া শুভমুহূর্ত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। গজনক্ররাজ পরম প্রীতি বশতঃ তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইলেন; পরে তাঁহাদের নিকট হইতে সাশ্রু নয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন। যুবরাজও মহাসমারোহে স্বদলবলে ও বিশেষ সতর্কতা সহকারে স্বীয় রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবম উল্লাস

সস্ত্রীক চন্দ্রকেতু ও অনুচরগণের মায়াবীহস্তে পতন ও উদ্ধার।

বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে সস্ত্রীক রাজনন্দন চন্দ্রকেতু স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করতঃ কতিপয় দিবসানন্তর এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। সেস্থলে বিশ্রামার্থ শিবির সন্নিবেশের আদেশ প্রচার করিলেন। বহুদূর ব্যাপিয়া শিবির সন্নিবেশিত হইলে তাহার মধ্যস্থলে সুরম্য একটী বস্ত্রগৃহ চন্দ্রকেতুর বাসার্থ স্থান নিরূপিত হইল। অপার দুঃখ পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা সেই বাসগৃহে বিমল আনন্দ উপভোগ করতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে চন্দ্রকেতু সেই স্থানটীকে পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া অভিজ্ঞাত হইলেন। যুবরাজ বিচিত্র ঘটনাময় তত্তৎ স্থান পত্নীদ্বয়কে দর্শন করাইয়া সেই মায়াবিনীর বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে স্বকীয় কৃষ্ণ কেশরাশি শিবির ভবনের চারিদিকে বিস্তার করিলেন। শিবির গৃহ সকল আলোক মালায় সুসজ্জিত হইল। যুবরাজ চন্দ্রকেতু ঈশ্বরের আরাধনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটী নির্জ্জন বস্ত্রগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় সন্ধ্যাউপাসনানন্তর আহারাদি সমাপন করতঃ শ্রান্তি দূরীকরণ মানসে একটী শয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রা

দেবীর আহ্বান করিতে ছিলেন এমন সময়ে সহসা কঙ্কনমঞ্জরীর এক জন পরিচারিকা সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয় কম্পিত স্বরে নৃপকুমারকে বলিতে লাগিল,—"যুবরাজ, দীর্ঘায়ু হউন, আমাদের রাজনন্দিনী অত্যন্ত পীড়িতা, তাঁহার বক্ষঃস্থলে কি এক বেদনা হওয়াতে তিনি নিরতিশয় কাতর হইয়াছেন। মহাশয়ের নিকটে ঈশ্বরের নামাঙ্কিত যে রক্ষা কবচ আছে, তাহা ধৌত করতঃ তাঁহাকে জল পান করাইতে হইবে ; অতএব অবিলম্বে তাহা আমার হস্তে অর্পণ করুন।" নৃপনন্দন, নিদ্রাতুর অবস্থায় সহসা প্রেয়সীর পীড়া সংবাদ শ্রবণে দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়াই সরল অন্তঃকরণে স্বীয় দেহ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক সেই মেধাতিথি প্রদত্ত রক্ষাকবচ সেই কিঙ্করীর হস্তে প্রদান করিলেন। রক্ষা কবচ খানি সেই নারীর করতল গত হইবা মাত্র অকস্মাৎ অশনি সম্পাত সদৃশ এক মহান্ শব্দ উত্থিত হইল। সে যেন কোন দানবীর কণ্ঠস্বর ; চন্দ্রকেতু বিস্ময় বিমূঢ়চিত্তে শ্রবণ করিলেন—"হে চন্দ্রকেতু, বহু দিবস নানা স্থান পর্য্যটন করতঃ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এস্থলে তুমি পুনর্ব্বার আমার মায়াজালে নিপতিত হইয়াছ ; এক্ষণে সাবধান হও।" এই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে চতুরঙ্গদল সকলেই ভীত ও বীত-চৈতন্য হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে তাহাদের সংজ্ঞা লাভ হইলে তাহারা দেখিল যে তাহাদের সকলেরই অর্দ্ধাঙ্গ পাষাণময় হইয়া গিয়াছে। কাহারও উত্থান শক্তি নাই। তাহাদের আকুল ক্রন্দনে সমস্ত শিবির প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

যুবরাজ এই সকল ভয়াবহ ব্যাপার অবলোকন ও শিবিরস্থ যাবতীয় লোকের ক্রন্দন শ্রবণে, সত্বর তাঁহাদিগের সান্ত্বনা প্রদান

করতঃ মূর্চ্ছিত রমনীগণের আশ্বাসের নিমিত্ত তত্তৎ স্থলে গমন করিতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু উত্থানে সক্ষম হইলেন না, তাঁহার চরণদ্বয় উত্থিত হইল না, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই স্থানেই তদবস্থায় রহিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে কেবল রোদন ও হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যে শয়নে ছিল সে তথায় মৃতদেহের ন্যায় পতিত রহিল। যে গমন করিতে ছিল, সে তৎস্থানে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। যে বসিয়া ছিল তাহার আর উঠিবার শক্তি রহিল না। সকলেই রোদন সার হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় রহিল। অন্তঃপুর মধ্য হইতে নারীদিগের ক্রন্দন ধ্বনি গগনতল ভেদ করিয়া উঠিল। সুকুমারী কঙ্কন-কুমারী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ইন্দুমেধা, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে মধুসূদন, হে দয়াময় হরি, আমরা আপনার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনি বারম্বার আমাদিগকে এতাদৃশ বিপদর্ণবে নিক্ষেপ করিতেছেন। হে হরি, তোমার করুণা ব্যতীত এ বিপদ হইতে আমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। আমাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন, হে দয়াময়, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এ হতভাগিনীদের আপনার কৃপাবলোকন একমাত্র অবলম্বন—আমরা আপনার শরণাপন্ন—এ প্রণতজনদিগকে রক্ষা করিয়া আপনি আপনার মহিমার পরিচয় প্রদান করুন।" ইন্দুমেধা এইরূপ কাতর স্বরে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। সকলে

তদবস্থায় থাকিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে কাতরভাবে রজনী অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে দিবাকর উদিত হইল।

দিবাকর উদিত হইতে না হইতেই একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ গগনে দৃষ্ট হইল। ক্রমে সেই মেঘখণ্ড বর্দ্ধিত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল। কিয়ৎকালের মধ্যে নিবিড় নীরদমালায় সূর্য্যমণ্ডল ও দশদিক ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইল। সকলেরই দৃষ্টি সেইদিকে প্রধাবিত। ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি কুণ্ডলীভূত প্রকাণ্ড এক অজগরের রূপ ধারণ করিল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল—তাহার নিঃশ্বাস দগ্ধ কটুদ্রব্যের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক—এবং তাহার মুখবিবর হইতে যেন অনর্গল গরলরাশি নির্গত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কাল, সংসার নাশের জন্য কাল সর্প রূপ—পরিগ্রহ করিয়াছে। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়,—সেই ভীষণ সর্পের উপরে এক অগ্নিশিখাকৃতি রমণী মূর্ত্তি। রমণীর আবির্ভাবে কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার বিদূরিত হইল বটে,—কিন্তু তত্রত্য মানবকুলের আর বিস্ময় ও ভয়ের অবধি ছিল না। সকলেরই মনে এক বিভীষিকার আশঙ্কা।

সেই রমণী ক্রমে শিবিরসমীপবর্ত্তিনী হইলে রাজনন্দন তাহাকে পূর্ব্বপরিচিত মায়াবিনী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিষণ্ণতর হইল, হৃদয়ে অধিকতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়, এবারে আর আমার রক্ষা নাই—এবারে শমনগ্রাসে নিশ্চিতই পতিত হইলাম। ইহার হস্তেই অদ্য আমার মৃত্যু ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইতেছে। মায়াবিনী চন্দ্রকেতুর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল,—"চন্দ্রকেতু, এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি?" যুব-

রাজ উত্তর করিলেন, "আমার মনের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে।" তাহা শ্রবণ করিয়া মায়াবিনী কহিল, "এক্ষণে তোমার সেই ঈশ্বরের নামাঙ্কিত রক্ষাকবচ কোথায়? যাহার বলে তুমি এত বলবান্ ছিলে? সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি আপনার সৈন্যসামন্তের জীবনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে রাজকন্যা ইন্দুমেধা ও কঙ্কনময়ীকে চিরদিনের জন্য শপত পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। আমি এতদিন অবধি তোমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। যদি আমার বাক্য অবহেলা পূর্ব্বক আমার অনুগমন না কর, তাহা হইলে নিমেষমধ্যে স্বজনের সহিত তোমাকে বিনষ্ট করিয়া কাকশৃগালাদি মাংসাশী প্রাণিগণের পরিতোষ বিধান করিব। যুবরাজ কহিলেন, "বিধাতা যদি আমার জীবনের পরিণাম এইরূপই নিরূপিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহার অন্যথা হইবে না। আমার মৃত্যু নিশ্চিত ও আসন্ন জানিয়াও আমি আমার প্রিয়তমা পত্নীদ্বয়কে পরিহার পূর্ব্বক তোমার ন্যায় নিষ্ঠুরচিত্ত মায়াবিনীর অনুগামী হইতে পারিব না।"

তচ্ছ্রবণে পাপীয়সী মায়াবিনী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া যুবরাজের দিকে আরক্তনয়নে দৃষ্টিপাত করতঃ অনুচ্চস্বরে কয়েকটা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে একটা ফুৎকার প্রদান করিল। অবিলম্বে রাজনন্দনের কণ্ঠ অবধি সর্ব্বাঙ্গ প্রস্তরময় হইয়া গেল। তিনি চিত্রপুত্তলের ন্যায় তথায় অনিমেষলোচনে স্থির দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর মায়াবিনী স্বীয় অজগর বাহনে অধিরোহন করতঃ শূন্য প্রদেশ হইতে জলদগম্ভীর স্বরে যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বুঝিলাম তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। যাহা হউক অদ্যকার দিবারাত্রি তোমাকে বিবেচনা করিতে অবকাশ

দিলাম। যদি কল্য প্রভাতে, ঐ নারীদ্বয়কে পরিহার করিয়া আমায় ভজনা না কর, তবে তোমার সমভিব্যাহারী এই অগণন নরগণের মরণের কারণ তুমিই হইবে।” এই কথা বলিয়া মায়াবিনী শূন্যপথে অন্তর্হিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে যুবরাজের অঙ্গ প্রস্তরময় হইলে রাজনন্দিনী ইন্দুমেধা ও কঙ্কনময়ী নিকটস্থ বস্ত্রগৃহ হইতে যুবরাজকে আহ্বান করিলে তিনি প্রত্যুত্তর দিতে পারিতেন। তাহাতে তাঁহারা আশায় প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এক্ষণে যুবরাজের আর সে শক্তি নাই। রমণীদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার তাঁহাকে ডাকিয়া প্রত্যুত্তর পাইলেন না। তাঁহারা শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইন্দুমেধা বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায়! হায়! অদ্য আমাদের আশালতা ছিন্ন হইল। হে বিধাতঃ, আমাদের মনের আশা মনেই রহিল। হে মঙ্গলময়, আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ এরূপ বিপত্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে জানি না। অনাহারে আমাদের শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। শীঘ্রই জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দয়াময়, আমরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, এতাদৃশ নিরপরাধা মৃতের দেহে তোমার সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাত করিয়া যে তোমার দয়াময় নামের কলঙ্ক হইল।” সরলহৃদয়া কঙ্কনময়ী কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সকলের মুখাবলোকন করিয়া অবিরল অশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে তাঁহার আর শক্তি ছিল না। সখী ও কিঙ্করীগণ রোদন পূর্ব্বক পরস্পরকে কহিতে লাগিল, “হায়! আমরা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলকে ত্যাগ করিয়া এই প্রান্তর মধ্যে এরূপ অবস্থায় প্রাণ হারাইলাম। মৃত্যু-

কাহে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এক্ষণে কি উপায়ে এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব! সকলে আলুলায়িতকেশে ঊর্দ্ধকরে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল "হে নারায়ণ! তোমা ব্যতীত এ বিপৎসাগরে আমাদের আর কেহ কাণ্ডারী নাই। দয়াময়, অদ্য রজনী প্রভাতে আমাদের সকলেরই জীবনান্ত হইবে। হে করুনানিদান! কৃপা কটাক্ষপাত পূর্ব্বক এ দাস দাসীদের জীবন রক্ষা কর।" অবলা-কুলের আর্ত্তনাদ শিবিরপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত করতঃ গগনতল ভেদ করিয়া উঠিল। তাহাদের ক্রন্দন যেন গগনতল ভেদ করিয়া বিপৎকাণ্ডারী শ্রীহরির শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি তাহা-দের আকুলরোদনে কর্ণপাত করিলেন।

এই সময়ে মেধাতিথির একজন প্রিয়শিষ্য সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া স্বীয় গুরুসমীপে গমন করিতেছিলেন। তিনি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী। ইন্দ্রজাল বিদ্যায় তাঁহার অসীম জ্ঞান। তাঁহার কর্ণে শিবির মধ্য হইতে উত্থিত বিপুল হাহাকার ও রোদনধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি কৌতূহল পরবশ হইয়া শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ ভয়াবহ ও বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে সন্তাপিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহার দর্শনে শিবিরস্থ ক্রন্দনধ্বনি দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সকলকে "মাভৈঃ মাভৈঃ" বলিয়া উচ্চৈস্বরে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে বিপন্ন, আর্ত্ত মানবকুল তোমাদের আর ভয় নাই; শ্রীহরি তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়াছেন। তোমাদের কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার কারণ কি আমার নিকটে সমুদয় অকপটে ব্যক্ত কর। আমি প্রাতঃস্মরণীয় অশেষবিদ্যাপারদর্শী পূজ্যপাদ মহাত্মা

মেধাতিথির অনুগ্রহলব্ধ শিষ্য। তিনি জানিতে পারিলে মানুষ দূরের কথা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর কেহই শরণাগত ব্যক্তির কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" অভয়প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন কোলাহল বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইল। তখন এক ব্যক্তি আশ্বাসিত হইয়া আগন্তুককে বলিল, "মহাশয়, আমরা আপনার গুরুদেবের জামাতা যুবরাজ চন্দ্রকেতুর অনুচর পরিচর। তিনি সস্ত্রীক এখানে ঘোর বিপদাপন্ন। আপনাদের রাজনন্দিনী ইন্দুমেধা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আছেন। তিনিও আমাদের মত এইরূপ বিপন্না। আপনি দয়া করিয়া সেখানে গিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া এ বিপদ সমুদ্র হইতে সকলকে পরিত্রাণ করুন।" এই বাক্য শ্রবণমাত্র তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে স্বীয় গুরুকন্যার সমীপে ধাবিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ইন্দুমেধা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ শোকভারে অবসন্ন হইয়াই যেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক অগ্রজতুল্য পিতৃশিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দাদা, কথোপকথনে বিলম্ব করিবার আর সময় নাই। যুবরাজে অনুরক্ত পাপিষ্ঠা কোন মায়াবিনীর দ্বারা আমাদের এতাদৃশ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। আপনি ত্বরিতগতি যাইয়া পিতাকে এই সংবাদ প্রদান করুন। তিনি ব্যতীত আর কেহ পাপীয়সীর সমতুল্য নহেন। বিলম্বে কার্য্য হানি হইবার সম্ভাবনা। দুষ্টা কল্য প্রত্যুষেই আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবে।"

ইন্দুমেধার বাক্য শ্রবণমাত্র শিষ্যবর যোগবলে মক্ষিকাকৃতি ধারণ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া পবনাধিকবেগে শূন্যমার্গে গমন করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মেধাতিথির সমীপে উপস্থিত

হইলেন। নিজদেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক রুদ্ধশ্বাসে তাঁহার চরণপ্রান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া রোরুদ্যমান-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ, মায়াবিনী জানিতে পারিবে না বলিয়া আমি মক্ষিকারূপে এখানে আসিয়াছি। আপনি সত্বরই সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করুন। ভগ্নীর বিপদ সন্দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—বিলম্বে তাঁহাদের জীবনাত্যয়ের সম্ভাবনা।

রাজর্ষি মেধাতিথি শিষ্যমুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিলেন, "হায়, কি পরিতাপ! আমি চন্দ্রকেতুকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, সে নিশ্চিতই তাহার অন্যথা করিয়া এরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।" যোগবৃদ্ধ মহারাজ তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া যোগবলে শূন্যমার্গে অচিরকাল মধ্যে চন্দ্রকেতুর শিবিরে উপস্থিত হইলেন। অগ্রেই যুবরাজের প্রকোষ্ঠে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মৃতপ্রায় অবস্থা দর্শনে শঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ধ্যানে বসিয়া তাঁহার আয়ুপরীক্ষা করিলেন। পরে আশ্বস্ত হইয়া জীবন্মৃত রাজকুমারকে, সান্ত্বনা ও অভয় প্রদান করিয়া ইন্দুমেধার গৃহে গমন করিলেন।

ইন্দুমেধা পিতৃসন্দর্শনে পুলকিতোর্দ্ধদেহা হইয়া তাঁহার চরণধূলি, গ্রহণাভিলাষিনী হইয়া স্বীয় শক্তিহীনতা নিবন্ধন বিফলমনোরথ হওতঃ নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মেধাতিথি স্বীয়া প্রাণসম-প্রিয়তম কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। বলিলেন, "মা ইন্দু! ভয় নাই, আমি যুবরাজ চন্দ্রকেতুকে প্রকোষ্ঠান্তরে দেখিয়া আসিলাম। মায়াবিনীর ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাঁহার সর্ব্ব-

শরীর প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চৈতন্যলোপ হয় নাই। ধ্যানবলে জানিয়াছি তাঁহার এখন বহুবর্ষ পরমায়ু আছে। অতএব নিশ্চিন্ত থাক; তোমাদের এ বিপদের উদ্ধার শীঘ্রই হইবে। মায়াবিনীর ইন্দ্রজাল-কৌশল আমার যোগশক্তিদ্বারা পরাভূত হইবে। আমি তাহার আয়োজন করিতেছি।"

সে প্রকোষ্ঠে কঙ্কনময়ীও ছিলেন। রাজর্ষি মেধাতিথি তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয়কার্য্য সাধনার্থ বহির্গত হইলেন। বৃদ্ধ যোগিবরকে দেখিয়া এবং তাঁহার আশ্বাস-বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া শিবিরস্থ চন্দ্রকেতুর পরিবারবর্গ সমস্বরে "জয় মহারাজ মেধাতিথির জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিল। এবং সকলে নির্নিমেষলোচনে তাঁহার কার্য্য-পরম্পরা দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর যোগিরাজ মেধাতিথি যুবরাজের প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে রক্ষামন্ত্রদ্বারা গণ্ডী প্রদান করতঃ জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন, "হে বিপদবারণ মধুসূদন, তোমার নাম গ্রহণ করিলে মানবের সকল বিপদ দূর হয়। হে অগতির গতি! এ শরণাগত দাসের কার্য্যে সহায় হও, তুমি অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ কর। হে দুষ্টের দমনকর্ত্তা শ্রীহরি, তুমি সেই পাপীয়সীর ইন্দ্রজাল ব্যর্থ করিয়া দাও। হে দয়ার সাগর, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এ বৃদ্ধাবস্থায় আর আমাকে লজ্জাপঙ্কে পাতিত করিও না। হে করুনানিদান ? এ দুষ্কর কার্য্যে তোমার করুনা ব্যতীত এ দীনের অন্য কোন ভরসা নাই।"

এইভাবে ঈশ্বরোপসানায় তাঁহার সমস্ত নিশা অতিবাহিত হইল।

বালরবি স্বর্ণকরনিকর প্রসারণ পূর্ব্বক ধরণীর তমোময় আবরণ অপসারিত করিলেন। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত, পশ্চিম দিকেও সহসা এক প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা পরিদৃষ্ট হইল। সেই শিখা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া চন্দ্রকেতুর শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। নিকটবর্ত্তী হইলে শিবিরস্থ জনগণ দেখিতে পাইল যে সেই অজগর বাহনে সেই ভীমা জ্বালারূপিনী রমণীমূর্ত্তি। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, সতত ঘূর্ণায়মান। তাহার কেশকলাপ আলুলায়িত, বায়ুভরে সঞ্চালিত হইয়া তাহাকে অধিকতর ভীষণ দেখাইতেছিল। সেই সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি সম্মুখে আগত দেখিয়া শিবিরবাসী গতিশক্তিহীন অর্দ্ধপ্রস্তর মানবকুল ভীষণ চীৎকারধ্বনি করিয়া উঠিল। পরে তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া "জয় মহারাজ মেধাতিথির জয়" বলিয়া আশামিশ্রিত আনন্দধ্বনি করিল।

রাজর্ষি মেধাতিথি স্বকৃত গণ্ডীর মধ্যে উপবেশন করতঃ ধ্যান মগ্ন ছিলেন। জয়ধ্বনি শ্রবণে তাঁহার ধ্যান ভগ্ন হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিতেই অদূরে দেখিলেন সেই ভয়ঙ্করী নারীমূর্ত্তি। দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তিনি পরমেশ্বরের নাম গ্রহণকরতঃ কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎস্থানে তদবস্থই বসিয়া রহিলেন।

পাপচিত্তা মায়াবিনী প্রদীপ্তানল সদৃশ তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ করতঃ কর্কশস্বরে বলিতে লাগিল, "হে নির্ব্বোধ বৃদ্ধ, মৃত্যু বোধ হয় তোমার পক্ককেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক তোমাকে এই প্রান্তরপ্রদেশে আনিয়াছে? তুমি অনর্থক প্রয়াস পাইতেছ কেন? এ বিষয়ে তোমার পুরুষার্থ সফল হইবে না। বৃথা কেন স্বকীয় মান ও প্রাণ হারাইবে? অতএব এ স্থান হইতে

সত্বর প্রস্থান কর, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই। তুমি জরাগ্রস্ত হইয়াছ, তোমার সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, তোমার ন্যায় গলিত-চর্ম্ম পলিতকেশ বৃদ্ধকে বিনাশ করিয়া আমার কিছুমাত্র লাভ নাই; বরং আমাকে অপযশের ভাগী হইতে হইবে। অতএব পুনর্ব্বার বলিতেছি, যে পথে আসিয়াছ সেইপথে অবিলম্বে চলিয়া যাও। কারণ চন্দ্রকেতু আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে তন্মুহূর্ত্তেই এই প্রান্তরমধ্যস্থ যাবতীয় প্রাণী কালগ্রাসে পতিত হইবে। শোণিত-স্রোতে প্রান্তরভূমি প্লাবিত হইবে।"

পাপিষ্ঠার এবম্বিধ দাম্ভিকতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে মহাত্মা মেধা-তিথি কোপাবিষ্টের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "রে দুশ্চারিণি মায়াবিনি! তুই কোন্ সাহসে বিনা দোষে অসংখ্য জীবের জীবন-বিনাশে উদ্যত হইয়াছিস্। রে নির্লজ্জ কলঙ্কিনি রাক্ষসি! এই পাপের ফলে তোরে চিরকাল ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। পাপীয়সি! তুই কামাতুরা হইয়া কোন্ মুখে এ ঘোর মহাপাতকে লিপ্ত হইতে চাহিতেছিস। তুই আমার স্নেহাস্পদ সকলকে বিনাদোষে বিনাশ করিবি, আমি কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া দর্শন করিব? আমি মরণের ভয় রাখি না। ইহ সংসারে কেহই অমর নহে; অদ্য না হয় কল্য, কল্য না হয় শত বর্ষ পরেও মানবকে শমনভবনের পথিক হইতে হইবে। তুই আমাকে মরণের ভয় কি দেখাইতেছিস্ তুই কতই বা শক্তি ধারণ করিস্ যে আমার অমঙ্গল সাধন করিবি?"

বৃদ্ধের এবম্প্রকার তিরস্কার শ্রবণে মায়াবিনী পাদবিহতা ফণি-নীর ন্যায় গর্জ্জন করতঃ বিবিধ ভয়ঙ্কর মায়াজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। যোগিবর সংরক্ষণী মন্ত্রবলে অচলপ্রায় বসিয়া

রহিলেন। কাহারও কোনওরূপ ক্ষতি সংসাধিত হইল না। প্রভাত অবধি বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া কাহারও জয়-পরাজয় লক্ষিত হইল না।

তদনন্তর মায়াবিনী মায়াবিদ্যাপ্রভাবে ভীষণব্যাঘ্রীরূপ ধারণ পূর্ব্বক গর্জ্জনধ্বনি করিয়া বৃদ্ধকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। মেধাতিথিও যোগবলে সিংহের আকার গ্রহণ করতঃ সিংহনাদে মায়াব্যাঘ্রীর প্রতি ধাবিত হইলেন। সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদশ্রবণে তত্রত্য ভূচর খেচর ও জলচর প্রাণিকুল বিষম সন্ত্রাসিত হইল। সিংহশার্দ্দূলের সংগ্রাম তুমুল হইয়া উঠিল। অবশেষে মায়াবিনী পরাভূত হইয়া সহসা এক পক্ষিনীর রূপ ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইল। যোগিবর চিন্তা করিলেন যে এ পাপীয়সীর বিনাশসাধন না করিলে সুযোগ পাইলেই আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিবে। তৎক্ষণাৎ তিনি সিংহাকার পরিহার পূর্ব্বক ভীষণ গৃধ্রের বিগ্রহ পরিগ্রহণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অবিলম্বে পক্ষিরূপিনী মায়াবিনীকে আপনার করতলগত করিয়া নিজ সুতীক্ষ্ণ নখ ও চঞ্চু দ্বারা তাহার কণ্ঠনালী ছিন্ন করতঃ সবেগে তাহাকে ভূমিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিলেন। মায়াবিনী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অচিরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

তৎক্ষণে আকাশপ্রদেশে অকস্মাৎ অশ্রুতপূর্ব্ব এক ভয়ঙ্কর কোলাহল উত্থিত হইল—এবং সহসা দশদিক ঘোর তিমিররাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রচণ্ড ভূকম্পন কালের ন্যায় ধরাতল ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোক প্রকাশিত হইল এবং মায়াবিনীর জীবনের সহিত তাহার আরব্ধ সকল মায়াকার্য্য নষ্ট হইয়া গেল।

তখন যুবরাজ চন্দ্রকেতু ও অন্য সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। অবিলম্বে তিনি প্রেয়সীদ্বয়ের প্রকোষ্ঠে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময়ে তাঁহার অনুচর পরিচরগণের তুমুল আনন্দ কোলাহল শ্রবণ করিলেন, "জয় মহারাজ মেধাতিথির জয়, জয় যুবরাজ চন্দ্রকেতুর জয়।" সকলেই যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। চন্দ্রকেতু পত্নীদ্বয়ের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় সম্মুখে দেখিলেন রাজর্ষি মেধাতিথি। যুবরাজ চমকিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া করপুটে স্থির দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব রহিলেন। পরে মহাত্মা মেধাতিথি যুবরাজকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস, অনুতাপের প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যতে সাবধান থাকিবে।" প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাঁহারা রমণীদ্বয়কে পুনরুজ্জীবিতের ন্যায় দর্শন করিলেন। বৃদ্ধের দর্শন মাত্র তাঁহারা কৃতজ্ঞহৃদয়ে আনন্দসহকারে ভূমিতে লুটাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। এমন সময়ে সহসা শিবিরের বাহিরে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। রমণীদ্বয় সমভিব্যাহারে তাহারা শিবিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে আগমন করতঃ যাহা দেখিলেন তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে বৃক্ষের গণ্ডীর মধ্যে এক বিকটাকার অতি বৃদ্ধ নারীদেহ উলঙ্গ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার শরীর হইতে এক পূতিগন্ধ সমুদ্গত হইতেছে—তাহার দেহ ধনুর ন্যায় বক্র, বিশাল চক্ষুর্দ্বয় কোটর মধ্যগত, শরীরের অস্থি সকল দূর হইতে গণিতে পারা যায়, মুখে একটী দন্তও অবশিষ্ট নাই। তাহার বদনবিবর পর্ব্বতগহ্বরের ন্যায়, মস্তকে ধূলিধূসরিত অর্দ্ধস্খলিত পলিত কেশের রাশি; তাহার সীমন্তে সিন্দুর, নয়নে কজ্জল, গলদেশে অস্থিমালা বিলম্বিত;

তাহার বামহস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণহস্তে যষ্টি। সে পদদ্বয় বিস্তার করতঃ প্রকাণ্ড তালবৃক্ষের ন্যায় পতিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় তাহার বক্ষঃস্থল হিংসার আধার, উদর সমুদ্রবৎ বিপুল, চিত্ত প্রস্তরাপেক্ষা কঠিন। তাহার কণ্ঠ বৃক্ষকোটরবৎ এবং দেহ অঙ্গারাধিক কৃষ্ণবর্ণ। হস্তদ্বয়ে সর্প ও বৃশ্চিকের অলঙ্কার; তাহার সে প্রাণরহিত দেহ এরূপ ভীষণদর্শন যে বোধ হইতেছিল যেন সে জীবকুল গ্রাস করিবার জন্য আসিয়াছে। তাহাকে পতিত দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন সে নরকের পথ অন্বেষণ করিতেছে। সেই অত্যদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিল যে, এই পাপীয়সীই আমাদিগের এই ঘোর বিপত্তির কারণ। এক্ষণে বৃদ্ধ মহাত্মার অনুকম্পায় উহার শমনগৃহ দর্শন হইয়াছে, আমরাও পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিষম প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শিবিরস্থ যাবতীয় লোক বৃদ্ধ মহারাজের ধন্যবাদ করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। সকলেই পরমেশ্বরের গুণগান করতঃ মহাত্মা মেধাতিথিকে বলিল, "ভগবান, কৃপা করিয়া আপনি এস্থলে না আসিলে আমাদের পরিত্রাণের কোনও উপায় ছিল না। পরম পিতা পরমেশ্বর আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন।

এমন সময় হঠাৎ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, বিদ্যুদ্ধ্বনি ও সহস্র সহস্র অশনিসম্পাতের বিষম শব্দ হইতে লাগিল। সেই ভীম শব্দে সকলে কম্পিত কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। দূরদর্শী মেধাতিথি তখনি বুঝিলেন যে এই অনর্থপাতের মূল সেই পাপীয়সীর পিতা। নিশ্চয়ই সে তনয়া বিয়োগে রোষপরবশ হইয়া বৈর-নির্য্যাতন প্রতিশোধ মানসে এস্থানে সমর কামনায় উপস্থিত হইয়াছে।

ক্রমে তিনি দেখিলেন যথার্থই সেই পাপিয়সীর পিতা এইরূপ বিপদ উপস্থিত করিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে অসংখ্য মায়াবী উলঙ্গবেশে ভুজঙ্গবাহনে প্রান্তরের দিকে আগমন করিতেছে। ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে মেধাতিথি মন্ত্রবলে তাহাদিগকে প্রান্তরের এক পার্শ্বে চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সেই পাপবুদ্ধিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই কি সাহসে এস্থানে আসিতে সাহস করিয়াছিস, তোর কন্যার দশা দেখিয়াও কি চৈতন্য হইলনা? তুই প্রস্থান কর নচেৎ এখনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবি। বৃদ্ধের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই দুষ্ট মায়াবী বলিল এইবার কে মৃত্যুমুখে পতিত হয় দেখ! এই বলিয়া সেই দুরাত্মা ভীষণ উল্কা বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর উল্কা দর্শনে মেধাতিথি বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া বজ্রদ্বারা তাহা অপসারিত করিলেন। তখন সেই মায়াবী রোষ কষায়িতলোচনে বজ্রনাদে চন্দ্রকেতুর প্রতি সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মেধাতিথির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মায়াবীর সঙ্গে মেধাতিথির ঐন্দ্রজালিক সমর চলিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ইন্দুমেধা ও কঙ্কনময়ী নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ঐকান্তিক মনে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মায়াবীর সৈন্যগণ নিমেষ মধ্যে চন্দ্রকেতুর সৈন্যগণের উপর শিলা বজ্র ও বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রকেতুর সৈন্যগণও তাহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে দুই প্রহর অতীত হইল, জয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষের অঙ্কশায়িনী হইবেন তাহার স্থিরতা হইল না। যুবরাজ স্বয়ং সুসজ্জিত অশ্বা-

রোহণে নির্ভীক চিত্তে অসি হস্তে বীরদর্পে পরিচারণ করিতে লাগিলেন। যেন কুমার কার্ত্তিকেয় রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সৈন্যগণের সময়কালীন অসি সঞ্চালনে আগ্নেয়াস্ত্রের ধূম্ররাশিতে সমাচ্ছন্ন রণক্ষেত্রের আকাশতলে শত শত বিদ্যুল্লতা বালসিত হইল। গদা, পট্টিশ মূষল প্রভৃতি ধারণ করিয়া বীরগণ পরস্পর বিপক্ষ সৈন্যগণকে বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় ভূতলশায়ী করিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল মধ্যে রণক্ষেত্রে শোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই স্রোতে ছিন্ন হস্ত, পদ, মুণ্ড, দেহ কখন ভাসিতে কখন ডুবিতে লাগিল। সশস্ত্র কবন্ধ সকল কিঞ্চিৎ কাল অস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক নির্জ্জীব পতিত হইয়া শোণিতস্রোতে ভাসিতে লাগিল।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে যুবরাজ মায়াবীর দর্শন পাইলেন। দেখিলেন যে তাঁহার শ্বশুরের সহিত মায়াবী ঘোর রণ করিতেছে। মেধাতিথি মায়াবীর সহিত মন্ত্রবলে কখন পক্ষী কখনও সিংহ কখনও ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তু হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মায়াবী যেমনি নিজ দেহ ধারণ করিয়া ভীষণ গদাহস্তে মেধাতিথির প্রতি গমন করিতেছে, অমনি চন্দ্রকেতু উল্লম্ফন পূর্ব্বক অশ্বসহ তাহার উপর পতিত হইয়া শাণিত অসিদ্বারা তাহার পলিত কেশ মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিলেন। মায়াবী ভীষণ শব্দ করিয়া শমন ভবনে গমন করিল। অধিপতির মৃত্যু হইলে মায়াবীর অবশিষ্ট সৈন্য সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পাইল পলায়নপর হইল। চন্দ্রকেতুর পক্ষীয় যোধগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিপক্ষ সৈন্য সকলের অস্ত্র ভূষণাদি আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল।

মহর্ষি মেধাতিথি চন্দ্রকেতুর সাহস দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শিরশ্চুম্বন করিলেন; এবং বলিলেন বৎস এইবার সমস্ত বিপদ হইতে অতীত হইলে; আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। দুজনের কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় কোন সৈন্য সেই রক্ষা কবচখানি প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে আনয়ন করিল। ইহা দেখিয়া মেধাতিথি বলিলেন "এই লঁও বৎস, এ জিনিস আর কখনও হস্তচ্যুত করিওনা এক্ষণে তুমি সর্ব্বত্র সাবধান হইয়া চলিবে। সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই বিপৎপাতের সম্ভাবনা; মানুষ আপনাকে কখনই নিরাপদ যেন না ভাবে। সাবধান থাকিলে অনেক বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। সর্ব্বদাই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া সংসারে কণ্টকের পথে বিচরণ করিতে হয়। তুমি আর এস্থানে অবস্থান করিওনা। অধিক কাল পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়জনকে বিরহক্লেশে রাখিও না। অচিরে চিত্রা ও বিশাখা সংযুক্ত কুমুদিনী নায়কের ন্যায় উদিত হইয়া তোমার বিবাহিত পূর্ব্বাঙ্গনার বিরহান্ধকার বিদূরিত কর। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক। পরমেশ্বর তোমাদিগকে সুখে রাখুন।" মেধাতিথি যুবরাজ ও কন্যাদ্বয়ের চিরদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া বৃদ্ধের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করতঃবিদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর চন্দ্রকেতু সেস্থল হইতে পত্নীদ্বয় ও অনুচর পরিজন সমভিব্যাহারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দশম উল্লাস।

সস্ত্রীক চন্দ্রকেতুর নৌকাবিহার, জলমগ্ন হওন ও উদ্ধার।

সস্ত্রীক যুবরাজ চন্দ্রকেতু অসংখ্য সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হইয়া কিয়দ্দিবস গমনানন্তর এক বিশাল সমুদ্রের তটে উপনীত হইলেন। সে স্থানটী অতিশয় মনোজ্ঞ। সমুদ্রের একপার্শ্বে ভূধর মালা উত্থিত হইয়াছে। তাহাতে নানাবিধ নয়ন-প্রীতিকর তরুলতা স্বভাবের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে। নিম্নে হরিণ শিশুগণ সেই অগভীর বনমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে; উর্দ্ধে তরুশিখরে বিবিধ সুদর্শন বিহঙ্গমচয় মনের আনন্দে মধুরস্বরে বিভু-গান করিতেছে। সুগন্ধি-কুসুম-নিকর সৌরভে সেস্থান আমোদিত। সমুদ্রশিকর গর্ভ বায়ু নৈদাঘ দ্বিপ্রহরকেও শীতল করিয়াছে। নীলিম গগণের খণ্ড খণ্ড শ্বেত মেঘ সকল বারিধি বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে অধিকতর সুশোভিত করিয়াছে। প্রিয়জন বিরহ কাতর হইলে চন্দ্রকেতুর প্রেম ও কবিত্বময় হৃদয় প্রকৃতির সেই মোহন আকর্ষণ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তিনি সেই সাগরতীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া কয়েক দিবস অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

পূর্ব্ববৎ বহু শিবির সংস্থাপিত হইল। যথা নিয়মে নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিশাল শিবির প্রদেশ মনোহর বেশ ধারণ

করিল। সমুদ্র তীরে চন্দ্রকেতুর রাজকীয় নিশান প্রোথিত হইল। তাঁহার পতাকা পবনভরে আন্দোলিত হইয়া যেন দূরবর্ত্তী পথিককে ও অধিবাসীবৃন্দকে রাজনন্দন দর্শনে আবাহন করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে নৃপনন্দন চন্দ্রকেতু রাজনন্দিনীদ্বয়ের সহিত প্রণয়ালাপোত্থিত আনন্দেমগ্ন হইয়া সমুদ্রতটেভ্রমণ ও সাগরের লহরীলীলা সন্দর্শন করিতে ছিলেন, সহসা দূরে নীলাম্বুরাশির উপরিভাগে শিল্প কৌশলময় সুদৃশ্য একখানি বিচিত্র তরণী তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই অর্ণবযানের দিকে আকৃষ্ট হইল। যুবরাজ ভাবিলেন, কোনও ধনবান বণিক বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেছে। অচিরকাল মধ্যে তরণী তাঁহাদের সমীপে তীর সংলগ্ন হইল। একজন সুরম্য পরিচ্ছদধারী বিদেশীয়, তরণী হইতে তটে অবতরণ করতঃ তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক যুগ্মকরে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপনে আদেশ প্রার্থনা করিল, "প্রভু, আমরা নাবিক। এই মনোহর স্থানে স্বভাবের শোভা পরিদর্শনার্থ যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আগমন করেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের ঐ সুদৃশ্য তরণীতে আরোহণ করাইয়া সমুদ্রস্থ নানাবিধ জলজন্তুর ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করাইয়া থাকি। পরিশেষে দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাহা পারিতোষিক প্রদান করেন, আমরা তাহা আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করি, এবং আমাদের তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।"

নাবিকের বাক্য শ্রবণে চন্দ্রকেতুর তরুণ হৃদয় সমুদ্র বিহারে সবিশেষ উৎসুক হইল। তিনি ইন্দুমেধাকে বলিলেন, "প্রিয়ে,—চল, ঐ বিচিত্র তরণীতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রস্থিত বিধাতার সৃষ্টি বৈচিত্র দর্শন করিয়া চিত্তে সুবিপুল আমোদ প্রাপ্ত হই।" ইন্দু-

মেধা বলিলেন, "নাথ, স্বামীর যাহাতে রুচি ও অভিলাষ সাধ্বী কামিনীর তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু সেদিন পিতা আপনাকে উপদেশ দিলেন যে, আমাদের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা; কি জানি আবার কি অচিন্ত্য বিপজ্জালে জড়ীভূত হইব। সমুদ্র ভ্রমণের কথা শ্রবণ করিয়া অবধি আমার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতেছে—আমার রমণী হৃদয় কাতর হইয়া পড়িতেছে।" সমুদ্র ভ্রমণে সবিশেষ কৌতূহল থাকিলেও তরণীতে পদার্পণ করিতে আমার অন্তরাত্মা যেন আমাকে নিষেধ করিতেছে। এ বিষয়ে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিবেন।" যুবরাজ কহিলেন, "প্রিয়ে সমুদ্র ভ্রমণে মনের সকল ক্লেশ বিদূরিত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। বিশেষতঃ অনেকানেক মহোদয় এ সমুদ্রে এইরূপ ভ্রমণ করিয়া থাকেন—তাঁহারা শুনিলে, কখনও কোনও বিপদে পতিত হয় নাই—তবে আমরা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা করিয়া এইরূপ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে বঞ্চিত থাকিব কেন? ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়ে ভীত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর না হওয়া কাপুরুষ ও অলসের লক্ষণ। সুপ্রজ্ঞে! তোমার অবিদিত নাই যে কাপুরুষতা ও আলস্য পুরুষের দুইটী প্রধান দোষ। যাঁহাদের পৌরুষ আছে তাঁহারা এই দুই দোষকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া থাকেন।" স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয় পরিজ্ঞাত হইয়া পত্নীদ্বয় নীরব রহিলেন।

অনন্তর চন্দ্রকেতু পত্নীদ্বয় ও কয়েকজন কিঙ্কর ও কিঙ্করীকে সঙ্গে লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। নাবিকেরা পাইল তুলিয়া দিবা মাত্র তরণী বায়ুভরে চলিতে লাগিল। সকলেই অনন্যচিত্ত হইয়া জলধির বিপুল বারিরাশি ক্রীড়া ও বিবিধ সামুদ্রিক

পত্নীদ্বয়সহ চন্দ্রকেতুর নৌবিহার।

১৭৪ পৃঃ)

The Indian Art School, Calcutta,

কৌতুক দেখিতেছিলেন—হঠাৎ ইন্দুমেধার দৃষ্টি আকাশে পতিত হইল। তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইল। দেখিলেন ঈশান কোণ কৃষ্ণবর্ণ নীরদ মালায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ সকল পূর্ব্ব গগণ ছাইয়া ফেলিল। তিনি কঙ্কণময়ীকে কহিলেন, "ভগিনি, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ—কাল সদৃশ মেঘমালা আকাশে দেখা দিয়াছে এখনই প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইবে, আমাদের তরণীর মহৎ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা। কঙ্কণ, ঐ দেখ দূরে তালপ্রমাণ তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়াছে। ঐ তরঙ্গকুল আসিয়া এখনই আমাদের এই অর্ণবযানকে গ্রাস করিবে। এক্ষণে দয়াময় পরমেশ্বরের করুণা ব্যতীত আমাদের পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।"

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকার উপক্রম হইল। ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া এক প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ু তরণীর অভিমুখে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে নাবিকগণ ভীত চিত্তে তরীর উপরে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। নাবিকগণ বলিতে লাগিল, সাগরে প্রলয় উপস্থিত; তরী রক্ষা করা দুষ্কর। দেখিতে দেখিতে চক্ষুর নিমিষে তরণীর মাস্তুল ভাঙ্গিয়া গেল, নাবিকগণ তরণী রক্ষা করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। হায়! ইন্দুমেধা ও কঙ্কণময়ী তরণী ভগ্ন হইয়া মগ্ন হইল। ভগবান এ কি করিলে! কে ডুবিল, কে মরিল, কে বাঁচিল কিছুই জানিতে পারা গেল না। সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অতল নীরে ডুবিয়া গেল।

যুবরাজ তরণীর একখণ্ড কাষ্ঠ ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে বহুক্ষণ পরে তরঙ্গ চালিত হইয়া তীরে আসিয়া লাগিলেন। তাঁহার

সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে তিনি সমুদ্রের কূলে উপনীত হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কাষ্ঠখণ্ড হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বেলাভূমিতে বসিয়া প্রেয়সীদ্বয়ের ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যয় হেতু কোনও পথিক বা তরণী তাঁহার নয়ন গোচর হইল না। সূর্য্যরশ্মিতে তাঁহার আর্দ্র বস্ত্র সকল শুষ্ক করিয়া পরিধান করতঃ তিনি একদিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুপথ অতিক্রম করিয়াও কোন লোকালয় প্রাপ্ত হইলেন না। জীবনে নিরাশ হইয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় তাঁহার দেহ নিষ্পীড়িত হইতেছিল, তদুপরি প্রেয়সীদ্বয়ের চিন্তা তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল।

যুবরাজ কিয়ৎকাল সেস্থলে বসিয়া বিপদবারণ মধুসূদনকে ডাকিতেছেন, হঠাৎ সেই বৃক্ষ হইতে একটী পক্কফল ভূমিতলে নিপতিত হইল। তিনি দ্বিধা না করিয়া সেই ফলটী ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার অনেক পরিমাণ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। তিনি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করতঃ ভাবিতে ভাবিতে আরও কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিলেন। ক্রমে লোকালয়ের চিহ্ন সকল তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি একটী গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে চমৎকৃত হইল। তন্মধ্যে একজন সাহস পূর্ব্বক যুবরাজের সমীপবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কে, কোথা হইতে আসিতেছেন, যাইবেনই বা কোথা,

আপনার এরূপ মলিন বেশ বা কেন?" চন্দ্রকেতু গলদশ্রুলোচনে বাষ্পগদগদ বচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্র, আপনার মিষ্ট বচনে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আমি নিতান্ত হতভাগ্য। স্বীয় ধন সম্পত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম—এক্ষণে আত্মীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। হায়! হায়! যাঁহাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বিবেচনা করিতাম, যাঁহাদের লাভাশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এত যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, তাঁহার অদর্শনে কি করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। হায়! তাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কি না তাহাও জানিতে পারিতেছি না। বিধাতঃ এ দুর্ভাগ্যকে আর কত কষ্ট প্রদান করিবে?"

আগন্তুকের এতাদৃশ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসিগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল; এবং তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক একটী ভবনে লইয়া গেল। তথায় তাহারা বিপন্ন বিদেশীয়ের প্রতি যথেষ্ট ভদ্রতা ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করিল। পরিচয় না পাইলেও যুবরাজকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিবেচনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে বস্ত্র আহারাদি প্রদান করিয়া যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। কেহ সহস্তে তাঁহার হস্তপদ ধৌত করিয়া দিল, কেহ তাঁহাকে সুবাসিত শীতল জলে স্নান করাইয়া দিল, কেহ বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া নবীন বস্ত্র পরিধান করাইয়া কেহ বা উপাদেয় অন্ন পেয়াদি তাঁহাকে প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করিল। অতিথির পূজা করিয়া নিরীহ পল্লী-বাসীদিগের আর আনন্দের সীমা নাই। চন্দ্রকেতু হৃত খাদ্য সামগ্রী সকল দর্শনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

কহিলেন, "বন্ধুগণ, আপনাদিগের যত্ন ও স্নেহ আমি এ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না—বিধাতঃ আর আমাকে দিন দিবেন কি না জানি না—হায় আপনাদিগের এ ঋণ কি কারিয়া পরিশোধ করিব! কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, হায়! আমার সেই কোমলাঙ্গিনী প্রেয়সীরা এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন; তাঁহাদের বদনে কে আজ অন্ন জল প্রদান করিতেছে! কিম্বা তাঁহারা অতল বারিধি গর্ভে বিলীন হইয়াছেন। যুবক কাঁদিয়া আকুল হইলেন; কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমি আর কিছু খাইবনা; প্রাণ বহির্গত হইলে আমি তাঁহাদের বিরহ ত্যাগ হইতে অব্যাহতি পাই।" তাহারা কহিল, "মহাশয়, আহার ও পানীয় জীবের জীবন; পানাহার ব্যতীত আপনার কয়দিন জীবন রক্ষা হইবে? আপনি বাঁচিয়া থাকিলে একদিন না একদিন তাঁহাদিগের সহিত মিলন সুখে সুখী হইতে পারিবেন; প্রাণত্যাগ করিলে সে আশারও শেষ হইবে। ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। অবশ্যই আপনার সুখের দিন প্রত্যাবৃত্ত হইবে। চক্রনেমির ন্যায় সুখ ও দুঃখ মানবের ভাগ্যে পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে; কাহারও চিরদিন সুখে কিম্বা দুঃখে বিগত হয় না। দুঃখের অন্তে সুখের দিন অধিকতর মধুর হইয়া থাকে—আপনি সেই আনন্দ দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন। এক্ষণে পানাহার ত্যাগ করা বাতুলতা মাত্র। অতএব এই সকল গ্রহণ করিয়া সুস্থ হউন।" গ্রামবাসিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে যুবরাজ যৎ কিঞ্চিৎ আহার করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

অতঃপর বিশ্রামার্থ সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে, যুবরাজ নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া যেরূপে অর্ণবপোত জলমগ্ন হইয়াছিল, ও

যেরূপে তাঁহার প্রিয়তমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইল এবং যেরূপে তিনি একখানি কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন তৎ সমুদয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাহারা শুনিয়া অত্যন্ত বিষাদিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়, এস্থান হইতে বহুক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার নাম মানসশৈল, সেখানে যাইলে মানবের আশা পূর্ণ হয়। সেই পর্ব্বতের উপরি-ভাগে একটী মঠ আছে; তাহাতে সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক যোগিবর অবস্থিতি করেন। তিনি অশেষ বিদ্যা পারদর্শী, দয়াবান্ ও পর-চিত্তজ্ঞ। তাঁহার শক্তি ও প্রভাব অদ্ভুত ও অসীম। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যহ সহস্র সহস্র প্রার্থীর আশা তিনি পূর্ণ করেন। তাঁহার নিকটে যে যাহা মানস করিয়া যায় অচিরে তাহার তাহা পূর্ণ হয়। তিনি বাক্‌সিদ্ধ; তিনি যাহাকে যাহা বলেন তাহার তাহাই হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট হইতে কেহ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় না। এজন্য এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। যুবরাজ যোগিবরের বিবরণ শ্রবণ মাত্র যেন মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হই-লেন। তাঁহার দেহ যেন সবল হইয়া উঠিল। তিনি তখনই সেই মানসশৈলে গমন করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। অনন্তর তাহারা কহিল, "মহাশয় আপনার শরীর নিতান্ত অপটু হইয়াছে। আপনি পথগমন ক্লেশ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব অদ্য এস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক কল্য তথায় গমন করিবেন। যুবরাজ সকলের অনুরোধে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু রজনীতে প্রেয়সীদের বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন ও

হাহাকার করিতে লাগিলেন। নিদ্রা ক্ষণেকের জন্য তাঁহার নেত্রে স্থান পাইল না। এইরূপে বহু কষ্টে রজনী অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সেই মানসশৈল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দুই দিবস পরে তিনি সেই মানসশৈলের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন।

মানসশৈল একটী শ্বেতবর্ণ সুরম্য অত্যুচ্চ গিরি। বিবিধ ফল মূলময় বৃক্ষলতাদিতে সুশোভিত, তাহাতে বিবিধ বিচিত্র বর্ণে বিহঙ্গম সকল সুললিত স্বরে গান করিতেছে। শৈলশোভা সন্দর্শনে চন্দ্রকেতুর আশাপূর্ণ চিত্ত সুস্থ হইল, তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। বৃক্ষের পার্শ্বে এক সুরম্য মন্দির, মন্দিরের শিখরদেশে একটী ত্রিশূল স্থাপিত রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড মণ্ডলাকার বেদিপরে চর্ম্মাসনে যোগিবর ধ্যানমগ্ন উপবিষ্ট। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মস্তকে বৃহৎ জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন। তিনি স্থাণুবৎ নিশ্চল বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। চতুঃপার্শ্বে সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ, বটতরুর শাখায় বসিয়া বহুবিধ বিহগনিচয় মানবকণ্ঠে মধুর হরিনাম গান করিতেছে। যোগিবরের চারিদিকে বেদির নিম্নে অগণন শিষ্য নেত্র মুদ্রিত করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন। কেহ বা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত। কেহ বা হরিনাম গানে বিভোর। চন্দ্রকেতু এই ধর্ম্মারণ্যে বিচিত্র ব্যাপার সমুদয় দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। যুবরাজের পদশব্দে যোগিবরের যোগ ভঙ্গ হইলে তিনি নেত্রোন্মীলন করিলেন। যুবরাজ তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক গললগ্নী কৃতবাসে

যুগ্মকরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন যোগিবর তাঁহাকে কর সঙ্কেতের দ্বারা উপবেশন করিতে বলিয়া সুমধুর বচনে কহিলেন, কুমার, তুমি যাহা অভিলাষ করিয়া এস্থানে আসিয়াছ তাহা আমি অবগত আছি। পরমেশ্বর তোমাকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছেন। যাহা হউক তুমি যাহার জন্য আসিয়াছ তাহা অবশ্যই এস্থানে প্রাপ্ত হইবে।

যুবরাজ যোগিরাজের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, "ভগবন্ আমি কেবল আপনার নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া এস্থানে আসিয়াছি। আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভে বঞ্চিত হইলে এ হতভাগ্যের যে কি দুর্দ্দশা হইত বলিতে পারি না।" যোগিবর কহিলেন, "বৎস, তুমি আর আক্ষেপ করিও না। এই সংসারে সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ, শকট-চক্রের ন্যায় নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সুখান্তে দুঃখ এবং দুঃখান্তে সুখ, মিলনের পরে বিরহ এবং বিরহের পরে মিলন, মানবের অদৃষ্টে পর্য্যায়-ক্রমে ঘটিয়া থাকে। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে হর্ষ বা শোকে অধীর হয়েন না। তোমার প্রণয়িনী এস্থান হইতে অনতিদূরে আছে, তাহার সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত আছি। বৎস, আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; ইহা পাঠ করিলে, তোমার যে মূর্ত্তি ধারণ করিতে ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি সেই আকার প্রাপ্ত হইবে।" যোগিবর সেই মায়ামন্ত্র যুবরাজকে প্রদান করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া বলিলেন, ঐস্থানে তটিনীকূলে যাইলেই তোমার প্রণয়িনী প্রাপ্ত হইবে।" তখন চন্দ্রকেতু মহর্ষি-চরণে প্রণাম করিয়া অভীষ্ট সাধনোদ্দেশে যোগিবর নিরূপিত মার্গে প্রস্থান করিলেন।

যুবরাজ মানস শৈল হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কিয়ৎ পথ গমন করিয়া এক তটিনী প্রাপ্ত হইলেন। অতিক্রমার্থ তাহাতে কোনও তরণী না দর্শন করিয়া কূলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্রোতের দিকে সহসা তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাঁহার চিন্তা-স্রোতও তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হইল না। তিনি দেখিলেন রমণীয় জ্যোতির্ম্ময় একটী রক্তবর্ণ মাণিক্য স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে। সেটী তাঁহার নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইল। পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন অন্য একটী তদ্রূপ সেই দিক্ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি কৌতূহল পরবশ হইয়া সেই দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে দেখিতে লাগিলেন, সেইরূপ রক্তজবাকৃতি মাণিক্য একপথে ক্রমে ক্রমে অগণন ভাসিয়া আসিতেছে। ইহাতে যুবরাজ নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ইহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য সমুৎসুক হইলেন এবং যে দিক্ হইতে মাণিক্য নিচয় ভাসিয়া আসিতেছিল, যুবরাজ তাহাদিগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্রমশঃ তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে প্রায় বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক চন্দ্রকেতু এক সুরম্য হর্ম্ম্য সন্নিকটে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে সেই বাটীর অভ্যন্তর হইতে এই স্রোত নির্গত হইয়াছে। তখন তিনি কুতূহলী হইয়া অভ্যন্তর প্রবেশের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও দিকে দ্বারের চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইল না। তাহার চতুঃপার্শ্বেই উন্নত প্রাচীর। প্রাচীরের উপরিভাগে সুদীর্ঘ লৌহময় কণ্টক সকল শ্রেণীবদ্ধ। তাহা উল্লঙ্ঘন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

যুবরাজ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া যোগিপ্রদত্ত মন্ত্র স্মরণ হওয়াতে তাহার পাঠপ্রভাবে ক্ষুদ্র পক্ষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক

প্রাচীরে উপবেশন করিলেন। প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটী মনোহর উপবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। কিন্তু মনুষ্য কিংবা পক্ষী কিংবা অন্য কোন জীবের তথায় সমাগমের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইল না। উদ্যানের মধ্যস্থলে এক শিল্পনৈপুণ্য বিশিষ্ট মনোরম অট্টালিকা। সেই অট্টালিকা হইতেই এই স্রোতের নির্গমন। উদ্যানটী বিবিধ সুন্দর সুগন্ধি কুসুমের গন্ধে আমোদিত। যুবরাজ প্রাচীর নিম্নে অবনমন পূর্ব্বক স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; ক্রমে অট্টালিকার দ্বারে উপনীত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহটী নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত। তাহার মধ্যস্থলে কারুকার্য্যময় সুচারু একখানি সুবর্ণ-নির্ম্মিত পালঙ্ক। তাহার উপরে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যার উপরে এক ব্যক্তি সরলভাবে শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত। পালঙ্কের পার্শ্বে একখানি বৃহৎ কাষ্ঠাসনের উপরে পুষ্পাধানে দুইটী পুষ্পগুচ্ছ। একটীর পুষ্পনিচয় শ্বেতবর্ণ অন্যটীর রক্তবর্ণ।

চন্দ্রকেতু অনেকক্ষণ সেস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন—যদি সেই নিদ্রিত ব্যক্তি স্বয়ং জাগ্রত হয়। তাহাকে জাগরিত করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন তিনি ধীরে ধীরে সেই শয়ান ব্যক্তির বহিরাবরণ উন্মোচন করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, মস্তকহীন এক অনুপম সুন্দরী যুবতী। আবরণ উন্মুক্ত হইলে তরুণীর রূপজ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইল। যুবরাজ অনিমেষলোচনে সেই দিব্যলাবণ্যপূর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইল, তাঁহার যেন কোন্‌পূর্ব্ব

স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার একটী পার্শ্বে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে-ছিল, হটাৎ তাহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। দেখিলেন, এক রমণীর মুণ্ড রজ্জুবদ্ধ লম্বমান রহিয়াছে। তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু শোণিত জলাধারে পতিত হইয়া তাহা মাণিক্যাকারবৎ ধারণ করতঃ সেই গৃহভিত্তি নিঃসৃত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সমস্তই ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। নিকটে যাইয়া সেই মুণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া যাইল। তিনি দেখিলেন সেই ছিন্ন মস্তক তাঁহার সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা অনুপমা কঙ্কনময়ীর। যাঁহার জন্য তিনি রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য জনক জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার স্বস্তি ছিল না—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি অতল জলে হারাইয়াছিলেন, সেই হারানিধিকে তিনি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু এইরূপ ছিন্নমস্তকে বিগত জীবনে কি প্রয়োজন? হায়! তাঁহার কি দুর্দ্দৈব! তিনি শোকে কাতর হইয়া কিয়ৎকাল সেই ছিন্নমুণ্ডের দিকে বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইল।

দিবাকর অস্তমিত ও সন্ধ্যা আগত হইল। সহসা শীতল বারিকণা সহ প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। শীতল বায়ুস্পর্শে চন্দ্রকেতুর চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন কোন দৈত্য কিংবা মায়াবী সেই পুরে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রবলে এক কীট দেহ ধারণ পূর্ব্বক তিনি সমীপস্থ একটী পুষ্পে প্রবেশ

করিয়া গুপ্ত রহিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন এক বিকটাকার দৈত্য ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করতঃ সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইল; সে যেন গৃহ মধ্যে মনুষ্যের গন্ধ প্রাপ্ত হইল। সে চতুর্দ্দিকে সচকিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে কিঞ্চিৎ আশস্ত হইয়া শ্বেতপুষ্প গুচ্ছ হইতে একটী পুষ্প গ্রহণ করতঃ রমণীর ছিন্নমস্তকের নাসিকাগ্রে ধারণ করিল। অমনি সেই বিযুক্ত শির সুন্দরীর দেহে আসিয়া সংলগ্ন হইল। সুন্দরী যেন দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ পালঙ্কের উপরে উঠিয়া বসিল। কীটদেহী যুবরাজের আর সন্দেহ রহিল না, তিনি দেখিলেন তাঁহারই সেই প্রাণপ্রতিমা পালঙ্কের উপরে। দৈত্য নানাবিধ সুখাদ্য সেই সুন্দরীর ভোজনার্থ যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে অনুরোধ করিল। সুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কলের পুতুলের ন্যায় উঠিয়া হস্ত মুখ ধৌত করিয়া আহারে উপবেশন করিলেন। দৈত্য সন্দিগ্ধ চিত্তে পুনর্ব্বার গৃহের মধ্যস্থ সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া বলিল, "সুন্দরি, অদ্য গৃহমধ্যে দ্বিতীয় মনুষ্য সঞ্চারের আঘ্রাণ পাইতেছি। আমার মনে নিরতিশয় সন্দেহ জন্মিয়াছে।" কঙ্কনময়ী কহিল, "মনুষ্য দূরে থাকুক, জীবের চিহ্নমাত্র দেখি না; কিরূপে এই দুর্গম পুরীতে মনুষ্য আগমন করিবে আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিনা।

দৈত্য সে বিষয় ত্যাগ করিয়া নানাদেশের নানারূপ অদ্ভুত গল্প আরম্ভ করিল। দেশ ভ্রমণের বিস্ময়কর আলোচনায় তাহাদের রজনী বিগত হইল। উষার কনক কিরণ কক্ষমধ্যে

প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন দৈত্য বলিল আর কতদিন আমাকে কষ্ট দিবে? মৃতব্যক্তি কি কখন জীবিত হইতে পারে? তুমি কাহার আশাপথ চাহিয়া আছ? তোমার স্বামী জলমগ্ন হইয়া জন্মের মত ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছে, তুমি এখনও তাহার আশা কর? ছি! এই বলিয়া দৈত্য স্বীয় পৃথক্ আসন হইতে উঠিয়া রক্ত পুষ্পের গুচ্ছ হইতে একটী কুসুম লইয়া সুন্দরীর নিকট ধারণ করিল; তৎক্ষণাৎ রমণীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধে রজ্জুদ্বারা বিলম্বিত হইল। কঙ্কণময়ীর মস্তকহীন দেহ পালঙ্কে শায়িত এবং পূর্ব্ববৎ আচ্ছাদিত হইল। যুবরাজ কীটদেহে পুষ্পপাত্রে থাকিয়া এসমস্তই নিরীক্ষণ করিলেন।

ভীষণাকার দৈত্য পুরী হইতে নির্গত হইলে চন্দ্রকেতু স্বীয় মানব দেহ পরিগ্রহ করিলেন। স্বীয় প্রণয়িনীর মস্তকের পার্শ্বে আগমন করতঃ দৈত্যের ন্যায় একটী শ্বেত পুষ্প, বিলম্বিত রমণীমুণ্ডের নাসিকায় ধারণ করিলেন। অমনি নিমেষ মধ্যে সেই মস্তক সুন্দরীর পর্য্যঙ্কস্থ দেহে সংলগ্ন হইল। সুন্দরী পুনর্জ্জীবিত হইয়া পালঙ্কে উঠিয়া বসিলেন। কিয়ৎকাল পরে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলেন। পূর্ব্বে চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র নিকটে বিকটাকার ঘৃণাস্পদ দৈত্যকে দেখিতে পাইতেন। এখনও মনে করিয়াছিলেন সেই সম্মুখে বসিয়া আছে। কিন্তু অদ্য তাঁহার সম্মুখে এ কি! মানব মূর্ত্তি, সুন্দর, মদনসদৃশ পুরুষ,—প্রেম ও মাধুর্য্যের আধারস্বরূপ, সেই পরিচিত বদনমণ্ডল,—তাঁহার সেই আরাধ্য প্রিয়তম যুবরাজ চন্দ্রকেতু। তিনি দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। যুবতী চমকিত হইলেন। তাঁহার দিকে রমণী পিপাসু নয়ন স্থাপিত

করিলেন। বালিকার যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল, ইহা স্বপ্ন, কি মায়া, কি মতিভ্রম, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কেবল যুবকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

যুবক আর আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি "হায় প্রিয়ে কঙ্কণ!" বলিয়া কামিনীর কণ্ঠদেশ তাঁহার সুচারু বাহু যুগলে ধারণ করিলেন। কঙ্কণময়ী "হায় নাথ" বলিয়া জিবীতেশ্বরের চরণ তলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞালোপ পাইল। চন্দ্রকেতু হৃদয়-সর্ব্বস্বকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করতঃ বস্ত্রাঞ্চলে বীজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে ও মুখমণ্ডলে সুশীতল জলকণার প্রক্ষেপ দিলেন। কঙ্কণময়ীর মূর্চ্ছা অপনোদিত হইল—তাঁহার যেন সমস্ত শোক উছলিয়া উঠিল। তাঁহার বদন হইতে কোনও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অশ্রুজলে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

কতক্ষণ এইরূপে কাটিল। অনন্তর উভয়ে প্রকৃতস্থ হইলেন। কঙ্কণময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "নাথ, তোমাকে হারা হইয়া আমি জীবনে মৃত ছিলাম। হৃদয়েশ্বর, এ দাসী যে পুনরায় তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিতে পারিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। তোমার বিরহে যে আমার কত কষ্ট তাহা অন্তর্যামী জানেন, আজ তোমাকে পাইয়া আমার সকল যন্ত্রনার অবসান হইল।"

অসময়ে দুরন্ত দৈত্য পাছে আসিয়া পড়ে, পুরী মধ্যে তাহাদিগকে একপে দেখিতে পাইলে, নির্দ্দয় উভয়ের কি নূতন বিপদ আনয়ন করিতে পারে; এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণয়িযুগল সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা অট্টালিকার নির্গমনের

পথ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে চন্দ্রকেতু এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি স্বীয় প্রণয়িণীকে যোগিপ্রদত্ত মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। উভয়ে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া শূন্যপথে বহুদূরে প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে পরস্পর নিজ নিজ অদৃষ্টের কথা বলিতে বলিতে ইন্দুমেধার কথা মনে পড়িল। তিনি অধুনা কি অবস্থায়, কোথায় আছেন? প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কি না, তাহার কোনও সংবাদ নাই। রাজনন্দিনীর জন্য প্রণয়িযুগলের চিত্ত অস্থির হইল। তরুণীর অনুসন্ধানে তাঁহারা ব্যাপৃত হইলেন। বিহঙ্গবৃত্তি হইয়া তাঁহারা দুই এক দিবস যাপন করিলেন এবং বহুপথ অতিক্রম করিলেন। কখনও গ্রাম মধ্যে কখনও প্রান্তরে কখনও বা পর্ব্বত শিখরে তাঁহাদের অবস্থিতি হইল।

একাদশ উল্লাস।

রাজদম্পতীর মানভাব ও ইন্দুমেধার সহিত মিলন।

যখন অর্ণবপোত জলমগ্ন হয়, সেই সময়ে ইন্দুমেধা কএক-খণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বন করতঃ কখনও বা জলে ডুবিয়া কখনও বা ভাসিয়া স্রোতে তাড়িত হইয়া একদিকে চালিত হইতে ছিলেন। সেই সময়ে একজন নরপতি নৌকারোহনে সমুদ্রপথে গমন করিতে ছিলেন। কাষ্ঠোপরি মৃতপ্রায় রমণী মূর্ত্তির প্রতি তাঁহার নেত্র নিপতিত হইল। তিনি বিস্মিত ও কুতূহলী হইয়া সেই দিকে তরণী চালিত করিলেন। তিনি দেখিলেন কাষ্ঠোপরি ভাসমানা লুপ্তসংজ্ঞা এক পরমা সুন্দরী যুবতী। তখন তিনি স্বয়ং সেই সুন্দরী প্রতিমার সমীপে গমন করিলেন। স্বহস্তে সুন্দরীকে স্বীয় তরণীতে উঠাইলেন। দেখিলেন রমণী জীবিত মূর্চ্ছাগতা। বিপন্না অনাথা তরুণীর অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে নৃপতির হৃদয়ে যুগপৎ করুণা ও প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি বহুযত্নে শীতল বারি সিঞ্চনে ও বায়ু-বীজনে কামিনীর চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। রমণীর মূর্চ্ছা তিরোহিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী সুশ্রূষাপর নৃপতিবরকে স্বীয় হৃদয়েশ্বর ভাবিয়া ক্ষীণকণ্ঠে "প্রাণেশ্বর" বলিয়া তাঁহার দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। হায়, অসহায়া অবলা! কোথায় তোমার যুবরাজ চন্দ্রকেতু! এযে মদ্রাধিপতি রুদ্রপীড়! যুবতী চমকিত হইয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে

স্বীয় অঙ্গের স্খলিত বস্ত্রাদি যথাস্থানে নিবেশিত করতঃ, কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন। কামিনীর তাদৃশ চঞ্চল কটাক্ষ ও অস্থির ভাবভঙ্গীপূর্ণ রূপলাবণ্য দর্শনে নৃপতি রুদ্রপীড়ের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে কামশর বিদ্ধ হইল। তিনি সস্নেহে কামিনীর কোমল করপল্লব গ্রহণ করতঃ কহিলেন, "সুন্দরি, আমাকে অপরিচিত ভাবিয়া ভীত হইও না। আমি হিংস্রক পশু নহি কিংবা তোমার কোন শত্রু নহি। পরমেশ্বর কৃপাবলোকন করিয়া আমার দ্বারা তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। তোমার সরলতাময় সুন্দর বদনমণ্ডল দর্শনে তোমাকে সদ্বংশ জাত বলিয়াই বিবেচনা হইতেছে। এক্ষণে লজ্জা পরিত্যাগ কর। আমার প্রাসাদে চল। সেখানে তুমি রাজ্ঞীর অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইবে।" অসহায়া তীক্ষবুদ্ধি ইন্দুমেধা হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা প্রাপ্ত হইলেও মনে মনে লজ্জা-নিবারণ শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া অধোবদনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনার নিকটে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। এক্ষণে আমি অশরণা আপনারই করতলগত। আমি রাজদুহিতা ও রাজবনিতা; পরে আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। মহাশয়, আপনার অপ্রিয়কর কোন বাক্য প্রয়োগ করিতে আমি ইচ্ছা করিনা। আপনি জ্ঞানী ও বহুদর্শী; আপনাকে অধিক আর কি বলিব অকামা কামিনীকে বৃথা পীড়ন পরমেশ্বর সহ্য করেন।"

শঠশিরোমণি মদ্ররাজ সে সময়ে আর রমণীকে কোন কথা বলিলেন না। তিনি তাঁহার আহারাদি ও বিশ্রামের সবিশেষ আয়োজন করিয়া দিলেন। তরণী মধ্যেই তাঁহার আদেশ পালনার্থ

একজন কিঙ্করী নিয়োজিত করিলেন। তরি সকলকে লইয়া অবিরামগতিতে মদ্রপুরে আসিয়া পৌছিল।

ইন্দুমেধার অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র পুরী নিরূপিত হইল। তাঁহার রক্ষার্থ বিশস্ত প্রহরীনিচয় নিযুক্ত হইল। চারিজন পরিচারিকা তাঁহার আজ্ঞা বহনে নিযুক্ত হইল। রাজকুমারী ইন্দুমেধার কিছুরই আর অভাব রহিল না, কিন্তু তাঁহার চিত্ত নিয়তই বিষাদিত। তিনি সর্ব্বদাই প্রাণপতি চন্দ্রকেতুর কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কি হইল; তাঁহারা জীবিত আছেন কি না—কোথায়, কি অবস্থায় আছেন—তিনি প্রতি-নিয়তই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, কোথায় তাঁহারা আছেন তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। নৃপতি তাঁহার প্রতি বাহ্যতঃ বিশিষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেন। নরপতি পরিচারিকামুখে রমণীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দুমেধা যে স্বামী ও সপত্নী সহ নৌকা বিহারে জলমগ্ন হয়েন—এবং একাকিনী তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছেন—এই মাত্র নরপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজ-দুহিতা এবং রাজবনিতা জানাইলেও সুবুদ্ধিশালিনী ইন্দুমেধা পতি ও পিতার নামধামাদি পরিচয় গোপন রাখিয়াছিলেন।

চতুরচূড়ামণি মদ্ররাজ দূরে থাকিয়া প্রত্যহ কিঙ্করীমুখে রমণীর মানসিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতেন। প্রথম প্রথম ইন্দু-মেধা পরিচারিকাদিগের নিকটে স্বীয় বিরহের ব্যথা নিয়ত প্রকাশ করিতেন; নিজের বন্দিভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেন। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল রাজ-কুমারী ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে শিখিলেন। অন্তঃকরণ বিরহ-

তাপে দগ্ধ হইলেও বাহিরে বিষন্ন ও মলিনভাব ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। স্বীয় স্বামীর প্রসঙ্গ ক্রমে অতি অল্পই উত্থাপিত করিতেন। মদ্ররাজ সুন্দরাননা বন্দিনীর এতাদৃশ ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া অবসর বুঝিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুন্দরবেশে সুন্দরীর আলয়ে দর্শন দিলেন। ইন্দুমেধা সাদরে স্বীয় উদ্ধার-কর্ত্তার অভ্যর্থনা করিলেন। নরপতি বন্দিনীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিলেন। সুবুদ্ধি ইন্দুমেধা নম্রমুখী হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার প্রসাদে আমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল; কিন্তু এপর্য্যন্ত আত্মীয়জনের কোনও বার্ত্তা না পাইয়া দুঃখিত আছি। মহাশয় এ রাজ্যের রাজা, আপনার সমীপে তাঁহাদের কোনও সংবাদ যদি আসিয়া থাকে তাহা সবিশেষ জানিতে পারিলে নিতান্ত বাধিত হইব।"

নৃপতি বলিলেন, "চারুশীলে, আপনার পরিচয় যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া আমি লোকদ্বারা তাঁহাদের বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া কোনও ফললাভ করিতে পারি-নাই। ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে; তোমার স্বজন হইতে চির বিচ্যুতি যদি বিধাতার ইচ্ছা হয়, তবে আর বৃথা সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কাতর হইতেছ কেন? সুন্দরি! এ রাজ্যও তোমার রাজ্য, এ দীনও তোমার কৃপাপ্রার্থী পদানত দাস। একবার করুণ নয়নে এ অধমের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ কর কৃতার্থ হই। প্রথম দর্শনাবধি আমি তোমার সুধাননের মধুরবাণী শ্রবণ লালসায় অধীর হইয়া দিবাকে রাত্রি, রাত্রিকে দিবা জ্ঞান করিয়া কাল যাপন করিতেছি। আমার পিপাসু হৃদয়ে তোমার পবিত্র প্রেমবারি প্রদান করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।"

ইন্দুমেধা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার প্রতি নৃপতির এতাদৃশ যত্নের হেতু পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেও এক্ষণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী; বিপদে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। স্বীয় অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি অতি বিনীতভাবে প্রেমাভিলাষী নরপতিকে বলিলেন, "রাজন্, আপনি আমাকে প্রাণদান করতঃ স্বীয় পুরীমধ্যে প্রহরীবেষ্টিত রাখিয়াছেন; আমার দেহের উপরে আপনার সকল আধিপত্যই আছে। আপনি যে প্রাণ প্রদান করিয়াছেন সেই প্রাণ স্বহস্তেই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার শরণাগত; শরণাগত প্রতিপালনই রাজধর্ম্ম। আপনি রাজা; রাজধর্ম্ম রক্ষণ আপনার প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা অবলাজাতি, আপনাকে আর কি উপদেশের কথা বলিব, বলিলেও আপনার রুচিকর হইবে না।—আপনি স্বীয় কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া পাতক গ্রহণ করিতে সমুদ্যত। এ স্থলে আপনার ইচ্ছায় বাধা প্রদান করা আমার পক্ষে হিতকর নহে। কিন্তু লোকমুখে শুনিতে পাই আপনি পরম দয়ালু; আপনার দয়ার সীমা নাই। আমাকে প্রাণদান করিয়াছেন—মান ভিক্ষা আপনার অদেয় হইলেও আমি আপনার নিকট কিঞ্চিৎ সময় ভিক্ষা করিতেছি। এ হতভাগিনীকে একবৎসরকাল অবকাশ প্রদান করুন। এই বর্ষাবসরে আমি আপনার অভিলাষ সম্পাদনের উপযোগী হইতে প্রস্তুত হই।"

তরুণীর মধুরাননের মিষ্টবচনে পরিতুষ্ট হইয়া মদ্রাধিপতি আশাপূর্ণ হৃদয়ে রমণীকে তাহার বাঞ্ছিত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "সুধাননে! তবে আমার একটী প্রার্থনা আছে, আমি এই দীর্ঘ

বৎসরকাল আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিব; তবে এই সময়ের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া তোমার চন্দ্রবদনের দিব্যামৃত আস্বাদনে আমার নয়ন চকোরকে পরিতৃপ্ত করিয়া যাইব। তুমি কঠিন হইয়া এ-দাসকে দর্শনদানে বিমুখী হইও না।" সুচতুরা ইন্দুমেধা কহিলেন, "মহারাজ, আপনার এ অনুরোধ অনাবশ্যক। আপনার যখন সকল ক্ষমতাই আছে, তখন এ দীনার আলয়ে সপ্তাহে একবার পদার্পণ করিবেন তাহাতে আর সম্মতির অপেক্ষা কি প্রয়োজন?"

ইন্দুমেধার ভবন-সংলগ্ন একটী সুন্দর বৃক্ষবাটিকা ছিল। তাহা নানাবিধ সুবিন্যস্ত সুগন্ধি সুন্দর কুসুম-তরুনিচয়ে সুশোভিত। সুস্বাদু ফল প্রসবি বিবিধ বৃক্ষ লতায় সুশোভিত ও সমাকীর্ণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া মধুর কণ্ঠে বিহঙ্গকুল নিয়ত সঙ্গীতসুধা বর্ষণ করিত। উদ্যানের মধ্যে একটী সুদৃশ্য সরোবর। উপবনের রমণীয়তা বর্ণনাতীত। বৃক্ষবাটিকার এক পার্শ্বে একটী মন্দির নির্ম্মিত ছিল। তাহাতে নিত্য শিবলিঙ্গ পূজিত হইত। ইন্দুমেধা প্রত্যহ সূর্য্যাস্তগমন সময়ে সেই উপবনে বিচরণ করতঃ সমীরণ সেবন করিয়া মন্দিরস্থ দেবতাদিগের উপাসনানন্তর স্বীয় মঙ্গল প্রার্থনাপূর্ব্বক সেইস্থানে গমন করিতেন। চিন্তায় অধীরা হইলে সহচরীগণসহ চিত্তবিনোদনার্থ সেই উপবনে আসিয়া তরুতলে বেদীর উপরে উপবেশন করতঃ বিহঙ্গকূজন শ্রবণ করিতেন।

একদা অপরাহ্ণ সময়ে সেই উদ্যানস্থ একটী বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় অবস্থার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রাণপতির কথা মনে হইয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত দুঃখভারাক্রান্ত হইল; অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিয়া গেল। তিনি রোদন সংবরণ করিতে

পারিলেন না। বৃক্ষশাখে একটী শুকজাতীয় বিহঙ্গম বসিয়া ছিল। সে ইন্দুমেধার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার অস্ফুট বিলাপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছিল। সেও যেন রাজর্ষি-তনয়ার দারুণ বিরহসন্তাপে সমবেদনা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত অশ্রুজল ত্যাগ করিতেছিল। শেষে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া মনুষ্যকণ্ঠে বিরহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভদ্রে, আপনার কিরূপ মনোবেদনা জানিতে আমি উৎসুক। সমদুঃখ-জনকে হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিলে লঘু হইয়া যায়।"

ইন্দুমেধা বিস্মিত ও ভয়চকিত নয়নে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বৃক্ষোপরি কোনও মানবমূর্ত্তি না দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত ও ভীত হইলেন। অবিলম্বে শুকপক্ষীটী উর্দ্ধবদন ইন্দু-মেধার পার্শ্বে উড়িয়া আসিল। সে তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া বলিল, "শুভে, পক্ষিকণ্ঠে মনুষ্য স্বর শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন না। বিধাতার রাজ্যে কিছুই বিচিত্র নাই! তিনি স্বইচ্ছায় সকল কার্য্যই করিতে পারেন। আমার বিহঙ্গদেহে মনুষ্যের বুদ্ধি, জ্ঞান ও কণ্ঠস্বর প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার এই মনঃপীড়ার কারণ জানিতে অভিলাষী। আমি অধম পক্ষিজাতি, আমা হইতে আপনার কোনও উপকারের আশা না থাকিতে পারে। তবে আমার যতদূর সাধ্য আপনার এ সন্তাপের প্রতীকার করিতে আমি চেষ্টা করিব। করুণাময় পরমেশ্বর কাহাকেও চিরদিন দুঃখানলে দগ্ধ করেন না। আপনাকে দর্শন করিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে আপনার দুঃখের অবসান হইয়াছে।" খেচরকণ্ঠে এতাদৃশ মধুর জ্ঞানগর্ভ বাক্য-

পরম্পরা শ্রবণে রাজনন্দিনীর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যুবরাজের মুখে মানভাবের কাহিনী তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার কথা ইন্দুমেধার স্মরণ হইল। তিনি রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "শুক, তোমার নাম কি মানভাব; তুমি কি আমার হৃদয়েশ্বর জয়ন্তী যুবরাজের প্রিয়তম বিহঙ্গম? সত্বর তাঁহার সংবাদ আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠা বিদূরিত কর। বিহঙ্গবর! আমি নিতান্ত হতভাগিনী!"

কামিনীর বাক্য শ্রবণে শুক শোক প্রকাশপূর্ব্বক কাতরকণ্ঠে বলিল, "মাতঃ, আমিই সেই হতভাগ্য মানভাব! বিধাতা কি কুক্ষণে আমার কণ্ঠে মানুষের ভাষা প্রদান করিয়াছেন। আমা হইতেই যুবরাজের এতাদৃশ দুর্দ্দশা! হায় হায়! কি অপকর্ম্মই করিয়াছি! প্রভুর চরণ হইতে আমি বহুদিবস বিচ্যুত হইয়া দেশে দেশে নিরন্তর রোদন করিয়া বেড়াইতেছি। তাঁহার কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। আপনার বাক্যে বুঝিতে পারিতেছি আপনি তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন। আমার পরম সৌভাগ্য প্রভু পত্নীর শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। কিন্তু হায় কি দুর্দ্দৈব! আমার ন্যায় আপনাকে যুবরাজের জন্য হা হুতাশ করিতে দেখিলাম। জানি না, যে রমণীর জন্য যুবরাজ জনক জননী আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাননে কন্দরে নগরে প্রান্তরে শৈলে সাগরে অনন্তক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন তিনি কি সেই কঙ্কনময়ী কামিনীর দর্শন ও প্রণয় লাভ করিয়াছেন। আপনি তাহার সমস্ত বিবরণ অবগত আছেন, তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সোৎকণ্ঠ চিত্তের সুস্থতা বিধান করুন।"

বিরহিণী ইন্দুমেধা।

(১৯৬ পৃঃ)

ইন্দুমেধা বিহগবরকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বারম্বার তাহার ওষ্ঠাধরে চুম্বন করিয়া হৃদয়ের গুরু শোকভার যেন কিঞ্চিৎ লঘু করিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া মানভাষকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক যুবরাজ সংক্রান্ত তাঁহার বিদিত তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বিজন প্রান্তরে ভীষণ অনলকুণ্ড হইতে কঙ্কনমণী লাভ, মন্ত্রিতনয় সোমজিৎ হইতে যুবরাজের বিপদ ও তাহার ছাগ দেহ প্রাপ্তি, মায়াবিনী হইতে সকলের প্রাণ সঙ্কট এবং তাহা হইতে উদ্ধার, সমুদ্রবিহার, ও তরনীনিমজ্জন এবং পরস্পরের বিচ্ছেদ এ সমস্তই রমণী আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন—"হায়! হৃদয়েশ্বর এখন কি জীবিত আছেন, ভাবিতেও আতঙ্ক হয়। রমণীহৃদয় নিশ্চিতই পাষাণে গঠিত, তাহা না হইলে তাঁহার নিদারুণ বিরহ বেদনা সহ্য করিয়া অদ্যাপিও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। হায়! আমি অবলা, অস্থ পরগৃহে বন্দিনী। দুষ্ট নৃপতির আমার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি! বৎস! আমার এ দুঃখের কি অবসান হইবে? আমার জীবন ধারণ নিস্ফল। হায়! কত কাল আর আশায় বুক বাঁধিয়া প্রাণকে ধরিয়া রাখিব?" কোমলহৃদয়া কামিনী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

সন্ধ্যাকালীন শীতল শিশিরস্পর্শে এবং মানভাষের পক্ষদ্বয়ের মৃদুল বীজনে রমণীর চৈতন্য সঞ্চার হইল। মানভাষ মৃদু-ভাষায় কহিতে লাগিল "রাজকুমারী আশ্বস্ত হউন। আমি সত্বর দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ যত্নে রাজকুমারের অনুসন্ধান করিব। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস যে আপনাদের কোনও প্রাণাত্যয়রূপ অমঙ্গল শীঘ্র সাধিত হইবে না। তিনি নিঃসন্দেহ জীবিত ও কুশলে আছেন। অনুমতি করুন, আমি অবিলম্বে তাঁহাদের অন্বেষণে গমন করি। আশীর্ব্বাদ করুন আমি তাঁহাদের কুশল সংবাদ লইয়া আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারি।" ইন্দুমেধা সস্নেহে বিহগবরের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস! অদ্য রাত্রি আমার নিকট থাকিয়া কল্য প্রাতে গমন করিও, দেখিও দুঃখিনীকে যেন ভুলিও না।

মানবকণ্ঠ বিহঙ্গবর তথায় সে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিবস ঊষালোক না প্রকাশিত হইতেই যাত্রা করিল। সে যুবরাজের অনুসন্ধানে নানা দেশ নগর গ্রাম কানন প্রান্তর ভূধর সাগর দ্বীপ অন্বেষণ করিল। কিয়দ্দিবস পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাদের কোন সন্ধান না পাইয়া ক্ষুদ্রপ্রাণ বিহঙ্গ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একদিবস সমস্ত দিন অনাহারে পরিশ্রমানন্তর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশভ্রমণে অশক্ত হইয়া একটী বৃক্ষশাখে বসিয়া রোদন করিতেছিল। মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া যুবরাজের জন্য বিলাপ করিতে লাগিল, "হায়, আমি কি মন্দভাগ্য! আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিলে জয়ন্তী নগরীর বৃদ্ধ নরপতিকে অশেষ গুণশালী একমাত্র উপযুক্ত পুত্রকে হারাইয়া অবিরত ক্রন্দন করিতে হইত না। হায়! সেই সুদর্শন, সুশীল রাজকুমার চন্দ্রকেতু অদ্যাপি জীবিত আছেন কি?" বিহগের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তাহার সংজ্ঞালোপ হইল। তাহার পদদ্বয় শিথিল হওয়াতে সে নিম্নে পড়িয়া গেল। হায় হায়! তাহার কি হইল!

সৌভাগ্য বশতঃ রাজনন্দিনী ইন্দুমেধার অন্বেষণার্থ নানা-দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক কুমার দম্পতি চন্দ্রকেতু ও কঙ্কণময়ী বিহগ-বেশে সেই বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকেতু মানব স্বরধারী শুকবরের কণ্ঠস্বর শ্রবণেই তাহাকে মানভায় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিহঙ্গম মৃতপ্রায় পতিত হইতেছিল। তিনি অবিলম্বে স্বীয় কলেবর অবলম্বন করিয়া পতনশীল শুকবরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। কঙ্কণময়ী তরু-তলে স্বীয় ভুবনললামবেশে পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। দম্পতি বিহগবরের সুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। নিকটস্থ সরোবর হইতে বারি আনিয়া তাহার মুখে ও চক্ষুতে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে বিহঙ্গম ধীরে ধীরে চক্ষুঃ উন্মীলন করিল, কিন্তু সহসা স্বীয় অঙ্গ মনুষ্য ক্রোড়ে দেখিয়া ভীতচিত্তে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। চন্দ্রকেতু বিহগের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস মানভায়, ভয় নাই আমিই তোমার প্রভু চন্দ্রকেতু। এই দেখ তোমার বর্ণিত সেই অতুলনা সুন্দরী প্রেমপ্রতিমা কঙ্কণময়ী আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট।"

মানভায় সুন্দরীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। রমণী তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সস্নেহে তাহার শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক ভোজনার্থ বৃক্ষের সুস্বাদু ফল প্রদান করিলেন। তাহা ভক্ষণ করিয়া পক্ষীর গতপ্রায় প্রাণ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। সুস্থ হইয়া শুকবর দম্পতির সমীপে মন্ত্ররাজপুরে বন্দিনী ইন্দুমেধার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল। তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা নাই। সকলে সে স্থলে নানা কথায় সেই দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে রাজদম্পতি পুনরায় বিহঙ্গমের আকার পরিগ্রহ করিলেন। মানভাব তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। যথাসময়ে তাঁহারা ইন্দুমেধার বৃক্ষবাটিকাস্থিত সেই বৃক্ষের শাখায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন সেই তরুবরের তলদেশে উপবেশন করতঃ বিরহপীড়িত ইন্দুমেধা করবিন্যস্ত মলিনবদনে অশ্রুসিক্ত নয়নে মানভাবের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। মানভাব তাঁহার চরণে আসিয়া নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রণয়িযুগল তাঁহার সম্মুখে দৃষ্ট হইল। ইন্দুমেধা চন্দ্রকেতুর দর্শন মাত্রেই "হা নাথ" বলিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। চন্দ্রকেতু তাঁহাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল।

বিশ্রামানন্তর পরস্পর আত্মবৃত্তান্ত কথনে তথায় তাঁহাদিগের সেই দিবস অতিবাহিত হইল। শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে পর দিবস প্রভাতে তাহারা তিন জনেই পক্ষিদেহ ধারণ পূর্ব্বক মানভাবকে সঙ্গে লইয়া যুবরাজের সৈন্যদল সহ মিলিত হইবেন। চন্দ্রকেতু ইন্দুমেধাকে বৃদ্ধ মহাত্মার প্রদত্ত মন্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া সে রজনী ইন্দুমেধার প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস প্রভাত না হইতেই বিহগচতুষ্টয় মন্ত্ররাজের পুরী পশ্চাতে রাখিয়া শূন্য পথে সেই রমণীয় স্থানের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যে স্থানে তাঁহারা সমুদ্রবিহারার্থ অর্ণবপোতে অধিরোহন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন তাঁহার সৈন্য ও অনুচরবর্গ যুবরাজের অনিষ্ট আশঙ্কায় নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার আগমন পথ প্রতীক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতেছে।

সস্ত্রীক যুবরাজকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া তাহারা নবীন জীবন প্রাপ্ত হইল। যুবরাজের শিবিরে অদ্য মহা উৎসব। সকলের আননে আনন্দের ছবি প্রতিফলিত। সেই প্রকৃতির লীলাভূমি সমুদ্রতটস্থ পরম রমণীয় স্থানে যুবরাজ দিবসদ্বয় মহা উল্লাসে অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিবসে সকলের সমভিব্যাহারে স্বদেশের উদ্দেশে মহা আড়ম্বরে প্রস্থান করিলেন।

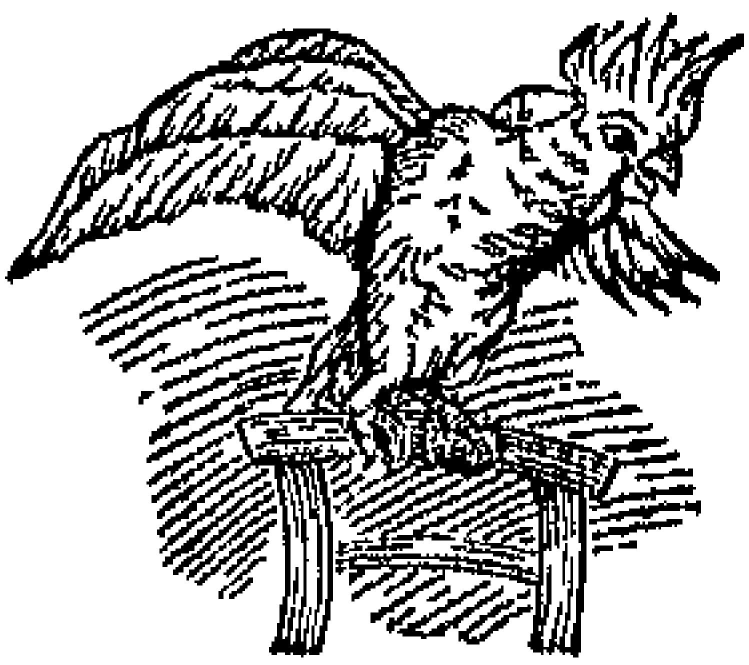

দ্বাদশ উল্লাস।

সস্ত্রীক চন্দ্রকেতুর স্বরাজ্যে আগমন।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে সৈন্যদল ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যেস্থলে রজনী সমাগত হইত সেস্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থান করিতেন। ক্রমে স্বীয় রাজ্যের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন। তত্রত্য এক বিশাল প্রান্তর প্রদেশে বিরাট শিবির স্থাপিত হইল। রাজ্যময় জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে, একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ্য আক্রমণার্থ রাজ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

যে দিবস নৃপনন্দন চন্দ্রকেতু শুক মুখে কঙ্কনগরীর রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিতনয়ের সহিত রাজধানী পরিত্যাগ করেন, সেই দিন অবধি তাঁহার পিতা মহারাজ বীরকেতু পুত্রের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্য দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ বহুদিবস যাবৎ অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করতঃ বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিলে, বৃদ্ধ নররাজ শিরে করাঘাত পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে আর তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। সিংহাসনে উপবেশন, রাজ্যশাশন ও প্রজাপালন পরিহার পূর্ব্বক, তিনি উন্মত্ত প্রায় প্রাণাধিক তনয়ের জন্য

হাহাকার করিয়া দিন যাপন করিতেন। রাজ্ঞী পুত্রশোকে অহর্নিশ রোদন করতঃ অন্ধপ্রায় হইলেন। রাজদম্পতিকে ঈদৃশ শোক-সন্তপ্ত দর্শনে প্রজাবর্গও নিরানন্দ চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইত। রাজ্যে যেন উৎসবের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। কৃতজ্ঞ প্রভুভক্ত ও বহুদর্শী অমাত্যপ্রবরই রাজকার্য্য পরিচালনের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু পিতৃ সন্নিধানে এক দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনার পুত্র চন্দ্রকেতু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ও আপনার আশীর্ব্বাদে পূর্ণ মনোরথ হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে রাজধানীর প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সত্বর তিনি আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিতে আসিতেছেন। শোকভারে আকুল বৃদ্ধ রাজা এই আনন্দ সংবাদ স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় পাইয়া দূতকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দূত যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া বৃদ্ধরাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। মন্ত্রী সত্রাজিৎ সমীপে এই সংবাদ প্রদান করিবা মাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে আগমন করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজার সহিত পরামর্শ করিলেন। শেষে সমস্ত রাজ্যে বিদ্যুত বেগে এই সংবাদ প্রচারিত হইল, যে কাল প্রাতে কুমার চন্দ্রকেতু নিজ পুরীতে আগমন করিবেন, তন্নিমিত্ত সমস্ত প্রজাবৃন্দ যেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পত্রপুষ্প ধ্বজা পতাকা দ্বারা নিজ নিজ বাটী ও রাজপথ সকল সজ্জীকৃত করে। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমস্ত রজনী সাধ্যমত অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মন্ত্রী শেষরাত্রে দূতসহ চন্দ্রকেতুর শিবিরে গমন করিলেন।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু বৃদ্ধমন্ত্রী সত্রাজিৎকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধ রাজার অবস্থা জ্ঞাপন করাইলেন এবং প্রত্যুষেই বাটী যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পিতার মানসিক অবস্থা শ্রবণ করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই সৈন্য, সামন্ত অনুচর প্রভৃতি সকলকে বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

পূর্ব্ব গগনে দিনমণি লোহিত বর্ণের আলোক সুধা যেমন বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অমনি সৈন্যগণ অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জীকৃত হইয়া অপরূপ রূপ ধারণ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে চন্দ্রকেতু ও মন্ত্রী সত্রাজিৎ আরোহণ করিলেন। অপূর্ব্ব যানে নব বধূদ্বয় দাসীগণে পরিবৃতা হইলেন। মহেন্দ্রক্ষণে সকলে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন।

মহাসমারোহে যখন অগণন সৈন্যসহ চন্দ্রকেতু রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, তখন প্রজাগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সুরম্য হর্ম্ম্যতলের গবাক্ষ হইতে পুরবাসিনীগণ বিশাল নয়নের বিলোলকটাক্ষের সহিত সুগন্ধি কুসুম ও লাজমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ বা ছাদোপরি হইতে সেই দিব্য শোভা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। বহুদিবসের পরে অদ্য জয়ন্তী নগরী মহাউৎসবে হর্ষমুখরিত হইল। বাদ্য ও সঙ্গীতের স্রোত যেন বহুকালের গভীর নিদ্রার অপগমে সহসা জাগ্রত হইয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা সূচক উল্লাস ধ্বনিতে জনকোলাহলের মধ্য দিয়া সুমন্দ প্রবাহিত হইল।

যুবরাজ চন্দ্রকেতু প্রজাগণের রাজভক্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার দর্শন প্রাপ্তির আশায় অসম্ভব জনতা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি স্মিতাস্যে হর্ষ-বিকলচিত্ত প্রজাবৃন্দকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া ক্রমে প্রাসাদ সমীপে আগমন করিলেন। রাজা পুত্রের নিমিত্ত বাহু প্রসারিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দূর হইতে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া হস্তী হইতে অবতরণ করাইলেন। অমনি যুবরাজ চন্দ্রকেতু পিতৃ চরণে পতিত হইয়া, "পিতা অপরাধ ক্ষমা করুন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; পিতাও পুত্রকে উত্তোলন করিয়া অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রী সকলকে লইয়া রাজসভায় আনয়ন করিলেন।

তখন সেই সুন্দর বেশধারী তেজস্বী যুবকবর রাজসভায় আসিয়া নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধমুখে যুগ্মকরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নৃপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পিতঃ মনে ছিল না যে পুনরায় আপনার চরণ যুগল দর্শন ও ধারণ করিতে পারিব। আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। দুইটী রাজকুমারী আপনার স্নুষারূপে আনীত হইয়াছে।" হস্ত হইতে সাগর গর্ভে বিচ্যুত রত্ন পুনরায় স্বীয় করে প্রাপ্ত হইলে বণিকের যেরূপ আনন্দ হয়, বহুদিবসের বিরহের অন্তে স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্ররত্নকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ নরপতির ততোধিক আনন্দ উথলিত হইল। তিনি হর্ষোদ্বেল হৃদয়ে যুবরাজের শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক শোকভারে প্রপীড়িত স্বীয় বক্ষঃস্থলে তাঁহাকে স্থাপিত করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ সন্তাপাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

তড়িতের গতিতে যুবরাজের প্রত্যাগমন বার্ত্তা অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল। নরেন্দ্রপত্নী উন্মত্তার ন্যায় ক্রোড়চ্যুত স্বীয় অঞ্চলের নিধি বহুদিনসের পরে দর্শনের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাজ্ঞীর লজ্জা সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। তিনি দ্রুত গমন করিয়া রাজার ক্রোড় হইতে পুনঃপ্রাপ্ত পুত্রকে তাপিত বক্ষে ধারণ করিলেন।

পুত্রের মুখে রাজনন্দিনী নব বধূদ্বয়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত রাজ্ঞী তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। তরুণী যুগলের অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে সম্রাজ্ঞী তড়িৎ-আহতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তিনি তাহাদের শির আঘ্রাণ করিয়া ক্রোড়ে ধারণ করতঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতীদ্বয় শ্বশ্রূদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া সংক্ষেপে স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিলে অবিলম্বে তিনি নববধূদ্বয়কে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন

হায়! যৌবন ও রূপমদগর্ব্বিতা মদলিকা এখন কোথায়! পতিবিরহসন্তাপে এবং অনুতাপে তাঁহার চিত্ত নিরানন্দ, তাঁহার দেহ কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সে উদ্ধত প্রকৃতি আর নাই। বেশ ভূষায় অনাদর, আহারে বিরতি, তাঁহার সুদীর্ঘ কেশরাজি রুক্ষ ও আলুলায়িত। তিনি নিরন্তর পতির আগমন প্রতীক্ষায় পথারুষ্ট নয়নে বসিয়া আছেন। যুবরাজের আগমনবার্ত্তা তাঁহারও কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি আরও শ্রবণ করিলেন, স্বীয় হৃদয়েশ্বরের সহিত দুইজন অনুপমা সুন্দরী রাজনন্দিনী। তাঁহারা যুবরাজের পরিণীতা, তাঁহার সপত্নী। মদল্লিকার চিত্তে আনন্দ ও বিষাদের মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

স্বামি-সন্দর্শন বাসনায় অধীরা হইয়া মদলিকা স্বকীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার পরিচারিকা সংবাদ দিল, ঠাকুরাণি, "যুবরাজ এখানে শুভাগমন করিতেছেন।" মদলিকার শীর্ণ অঙ্গে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত দেহে যৌবনশ্রী যেন পুনরায় বিকশিত হইল। তিনি স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দ্বার দেশে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখেই তাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব! কি মোহন মূর্ত্তি, কি শোভন বেশ!

মদলিকা অনেক দিন পুরুষের মুখের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন নাই। সহসা যুবরাজকে সম্মুখে দেখিয়া কামিনী যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। মদলিকার গতি মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত হইল। তিনি পুরুষবরের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই রমণীর তনুযষ্টি যুবরাজের চরণ পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল। স্নিগ্ধ করকমলে স্বামীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া বিরহপীড়িতা মদলিকা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুবরাজ সাদরে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

যুবরাজের পশ্চাদ্ভাগে কঙ্কণময়ী ও ইন্দুমেধা। তাঁহাদের রূপের ছটায় গৃহ আলোকিত হইল। মদলিকার নয়ন তাঁহাদিগের দিকে নিপতিত হইবামাত্র, তিনি স্বামীর বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোমুখে দাড়াইয়া রহিলেন। ইন্দুমেধা সত্বর আসিয়া তাঁহার সুকোমল কর পল্লব গ্রহণ করতঃ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।" "দিদি, আপনার শারীরিক কুশল ত?" পরস্পরের অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণানন্তর সকলে স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিলেন। মানভাষও তাঁহাদের সহিত শূন্য পথে আগমন করতঃ দ্রুত মদলিকার চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মদলিকা যেন সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। বিহগবরকে স্বীয় করে ধারণ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার মঙ্গল ত ?"

কিয়ৎকাল বৃহৎ কক্ষ নীরব নিস্পন্দ রহিল। কেবল তাঁহাদের মৃদু নিশ্বাসের শব্দ সুমন্দ প্রবাহিত বায়ু হিল্লোলে মিশাইতে লাগিল। অনন্তর শুক মানভাষ মধুর মনুষ্যের স্বরে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিল। পক্ষিবর মদলিকাকে বিনয় নম্র বচনে কহিল "ঠাকুরাণী এ অধমকে মার্জ্জনা করুন; আমিই আপনার এই সুদীর্ঘ বিরহ জনিত যন্ত্রনার কারণ। আমারই মুখ হইতে যুবরাজ রাজকুমারী কঙ্কণময়ীর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার লাভার্থ এতদিন গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এই সেই রাজনন্দিনী স্বর্গসুন্দরী কঙ্কণময়ী। ইনি যুবরাজের মদনমোহন রূপ দর্শনে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আর ইনি যোগিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি মেধাতিথির বুদ্ধিমতী কন্যা ইন্দুমেধা। আপনার হৃদয়বল্লভ ইহাঁরও চিত্তহরণ করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের দর্শনে এক্ষণে আপনার পূর্ব্ব ধারণার সঙ্কোচ হইয়াছে আমার বিশ্বাস। সে বিষয় পুনরায় উত্থাপন করিয়া আপনাকে লজ্জা দিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি এই রাজকন্যাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠা সপত্নী হইলেও ইহাঁরা আপনার সোদরার ন্যায় স্নেহের পাত্র। আপনি জ্ঞানবতী আপনাকে অধিক বলা আমার ধৃষ্টতামাত্র।"

মানভাষের বচনে মদলিকা লজ্জিত হইলেন। তাঁহাকে অধোবদনে নীরব থাকিতে দেখিয়া বুদ্ধিমতী ইন্দুমেধা স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া মদলিকার কর ধারণ পূর্ব্বক সরলতাপূর্ণ মিষ্ট বচনে কহিলেন "দিদি, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। গত বিষয়ের আন্দোলনের আবশ্যকতা নাই। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া

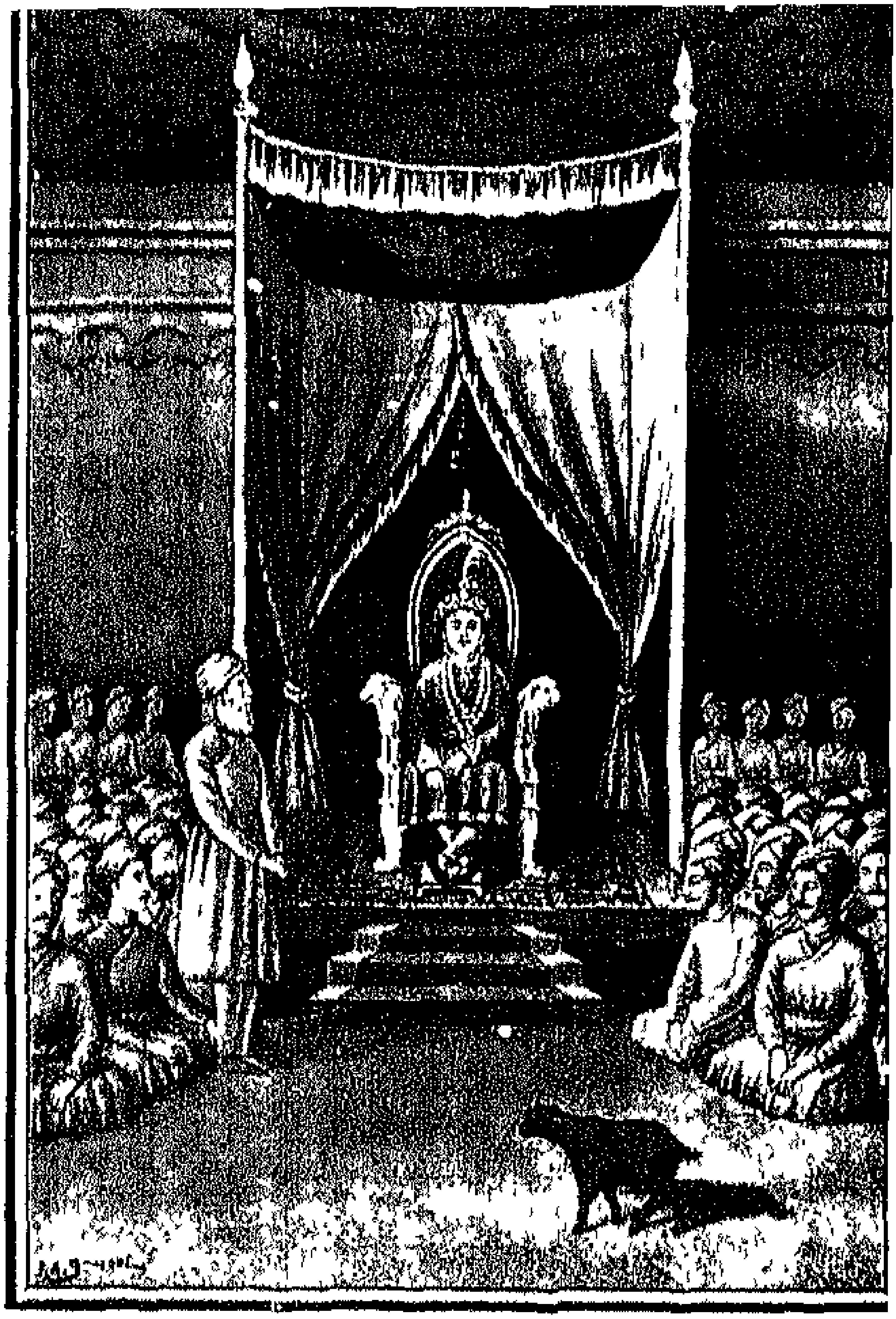

ছাগরূপী সোমজিতের বিচার।

(২০৭ পৃঃ)

The Indian Art School, Calcutta.

বৃথা লজ্জিত হইয়া ফল কি? কঙ্কণময়ীও বলিলেন "দিদি আমার এ নশ্বর রূপই আপনাদের এতাদৃশ যন্ত্রনার মূল। আমি তজ্জন্য প্রথমতঃ আপনার সমক্ষে আসিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম। দিদি, যৌবন ও রূপলাবণ্যই বা কতদিন আমার দেহ অধিকার করিয়া থাকিবে? পদ্মপত্রে সলিল বিন্দুর ন্যায় ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। একবার গমনোন্মুখী হইলে শত চেষ্টায়ও যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না, তাহাতে আমার বলিবার কি আছে, তাঁহার জন্যই বা মানুষের এত অহঙ্কার কেন? সেই ক্ষণভঙ্গুর রূপমাধুরীতে যদি প্রেমের কনকস্পর্শ না থাকে তবে তাহার আর গৌরব কিসের? দিদি, কি করিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে হয় আমি জানি না। আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠা, যুবরাজের প্রেমলাভে আপনি বহুদিন যাবৎ সুখিনী আছেন, আপনার কাছে আমি কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্বামীর প্রতি ভক্তি ও প্রেম শিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" সরলা বালিকা কঙ্কণময়ীর কমনীয় বদনে এরূপ বিনম্রমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মদলিকা আর স্বীয় আসনে স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি উঠিয়া বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার আরক্ত কপোলদেশে সস্নেহ চুম্বন অঙ্কিত করিলেন।

নানাবিধ মধুরালাপে তাঁহারা বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ চন্দ্রকেতু তাঁহার বিপজ্জনক সুদীর্ঘ গাম দেশভ্রমনের বিচিত্র কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। মন্ত্রিপুত্র সোমজিতের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তাঁহার কর মুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি শীঘ্রই হতভাগ্যের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। সোমজিতের জননী ইতি পূর্ব্বেই একমাত্র তনয়ের শোকে অভিভূত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া

ছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া সচিবতনয়ের প্রতি যুবরাজের যে করুণা কণা এতদিন তাহার ছাগদেহে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল সেটুকুও অদ্য বিলুপ্ত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজসভাস্থ সকলে সমবেত হইলে যুবরাজ চন্দ্রকেতু জনকের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করতঃ প্রধান অমাত্য ও অন্যান্য সভ্যগণকে আহ্বান করিয়া সোমজিতের নিষ্ঠুর বিশ্বাস ঘাতকতার বিবরণ বর্ণন করিয়া তাহার ছাগদেহ প্রাপ্তির কাহিনী কীর্ত্তন করিলেন। সভাসদ্‌গণ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া যুবরাজকে দুষ্টের শিরশ্ছেদ দণ্ডপ্রদানের নিমিত্ত উত্তেজিত করিল। বৃদ্ধ অমাত্য সত্রাজিৎ উঠিয়া বলিতে লাগিলেন এ কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক, ইহাকে এখনি বধ কর। যুবরাজের আদেশে সোমজিৎ-আত্মক ছাগদেহ সভাস্থলে আনীত হইল; ছাগ অবনত বদনে সাশ্রুনয়নে দণ্ডায়মান রহিল। রাজাদেশে অবিলম্বে তাহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া ঘাতকগণ তাহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। মন্ত্রী তনয়ের পাতকী "কারণ শরীর" ভীষণ রৌরবে চালিত হইল।

কতিপয় দিবসানন্তর বৃদ্ধ নরপতি উপযুক্ত ভাবিয়া স্বীয় তনয়ের স্কন্ধে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক কাননে গমন করতঃ ধর্ম্ম-চিন্তায় রত হইলেন। অশেষ গুণশালী পরিপক্ব-বুদ্ধি চন্দ্রকেতু রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করতঃ প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বে চৌর্য্যভয় তিরোহিত হইল। বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রতি জন-সাধারণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল, অভিযোগহীন প্রকৃতি-পুঞ্জের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য দৃঢ় স্থাপিত হইল। প্রজাবৃন্দ

মহারাজ চন্দ্রকেতুকে পিতা ও দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিত। রাজাও প্রজাদিগের ন্যায়সঙ্গত সকল অভাব মোচন করিয়া তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মহারাজের বৈষম্যহীন যত্ন ও স্নেহ বশতঃ রাজ্ঞীত্রয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সখিত্ব অনুদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উদার প্রকৃতি উন্নতমনা সপত্নীদ্বয়ের সহবাসে মল্লিকার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ঈর্ষাদ্বেষহীন অভিন্নহৃদয় পত্নীত্রয়ের সর্ব্বান্তকরণমর্থ প্রেমে এবং প্রকৃতি পুঞ্জের অকৃত্রিম ভক্তি ও অনুরাগে মহারাজ চন্দ্রকেতুর জীবন মধুময় হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী।

1. Clerk's guide (5th Edition) Re 1/4.
2. Complete Correspondence (6th Ed.) Re 1.
3. Dictionary of Letter writing (4th Ed.) As 6.
4. Leisure Hours (2nd Ed.) ... ... „ 8.
5. Dictionary of proverbs (P. P. Sen gupta) Re 1.

ছেলেদের পারিতোষিক দিবার সুন্দর ছবির পুস্তক।

১ ছেলে ও ছবি (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য ।৵০ আনা।
২ ছেলে ভুলান ছড়া (৩য় „) „ ।৶০ „
৩ খাক্কস-খোক্কস (২য় „) „ ।৵০ „
৪ ভুত-পেত্নী „ ।৵০ „
৫ খেলা-ধুলা „ ।/০ „

৬ পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য (বিলাতী বাঁধান, সচিত্র) মূল্য ॥০ আনা।

৭ ঠকানে প্রশ্ন (১৩ সংস্করণ) মূল্য ৵০ আনা।

৮ নিত্য-পূজা-পদ্ধতি (পূজা আহ্নিকের এমন গ্রন্থ আর হয় নাই,) ২৫০ পৃষ্ঠা, সুন্দর বাঁধান, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

যুবক যুবতীর জন্য

৯ সচিত্র প্রণয় পত্রিকা (বা) দাম্পত্য সোহাগ। (৬ষ্ঠ সংস্করণ) মূল্য ।০

কালীঘাটের "মা কালীর" ফটোগ্রাফ।

যাহা কখনও হয় নাই, যাহা কেহ কখনও দেখেন নাই, সেই সাধনার ধন, ভক্তের আদরের জিনিস, মার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি লউন। মূল্য ফুল সাইজ ১৲ কেবিনেট ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় কৃত নূতন পুস্তক

অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার।

অদৃষ্ট বড় কি উদ্যোগ বড় এই সম্বন্ধে সুন্দর বিচার গ্রন্থ। ...ীর প্রমাণ ও উদাহরণ স্বরূপ বহুবিধ গল্প আছে। মূল্য ১॥০ ...। পঞ্চ-তত্ত্ব-বিচার (পঞ্চ-মকার সম্বন্ধে) মূল্য ৸০ আনা।